জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ২৪ # ১ জুলাই ২০২৫ # ১৭ আষাঢ় ১৪৩২

এশিয়ান আর্চারিতে আলিফের স্বর্ণজয়

জোড়া সেঞ্চুরিতে শান্তর ইতিহাস

একনজরে সাঁতারু সোনিয়া

নাম	:	সোনিয়া আক্তার টুম্পা
পিতা	:	আনিসুর রহমান
মাতা	:	শাহিনা খাতুন
জন্ম তারিখ	:	১৫ জুলাই ১৯৯৭
জন্মস্থান	:	ঝিনাইদহ
উচ্চতা	:	পাঁচ ফুট
ওজন	:	৪৫ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
স্বামী	:	আরিফ রেজা (জাতীয় সাঁতারু দ্রুততম জলমানব ও গোল্ড মেডেলিস্ট)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	অনার্সে অধ্যয়নরত
ভাই/বোন	:	এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে মেঝ
বর্তমান দল	:	বাংলাদেশ নৌবাহিনী
অতীতে কোন দলে খেলেছেন	:	বাংলাদেশ আনসার এবং বিকেএসপি
জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণ অর্জন	:	১১৫ টি
একটি গেমসে সর্বোচ্চ স্বর্ণপদক অর্জন	:	১১টি
জাতীয় দলে	:	২০০৭ হতে অদ্যাবধি
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	রিও অলিম্পিক গেমস ২০১৬ ব্রাজিল, ফিনা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৪ কাতার, ২০১৫ রাশিয়া, ২০১৮ চীন, ২০২১ আবুধাবি, ২০২২ হাঙ্গেরি, ২০২২ অস্ট্রেলিয়া। এসএ গেমস ২০১০-এ ১টি ও ২০১৬ ২টি ব্রোঞ্জ এবং ২০১৯ এ অংশগ্রহণ। মিলিটারি গেমস জার্মানি ২০২৪ অংশগ্রহণ। যুব অলিম্পিক গেমস ২০১০।
স্মরণীয় খেলা	:	রিও অলিম্পিক গেমস ২০১৬ ব্রাজিল
প্রিয় খাবার	:	খিচুড়ি এবং ইলিশ
প্রিয় রং	:	কালো
অবসর কাটে	:	নাটক এবং মুভি দেখে
পছন্দ	:	খেলা দেখা
প্রিয় খেলোয়াড়	:	মাইকেল ফেলপস (আমেরিকান সাঁতারু)
অন্য প্রিয় খেলা	:	ফুটবল
প্রিয় ফুটবলার	:	লিওনেল মেসি
প্রিয় প্রশিক্ষক	:	সোলাইমান (জাতীয় দলের এবং বিকেএসপি প্রশিক্ষক)
খেলোয়াড় না হলে	:	গৃহিণী
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	সাঁতারের মাধ্যমে দেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা।
স্বাক্ষর	:	সোনিয়া

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

এশিয়ান আর্চারিতে আলিফের স্বর্ণজয়

ওমর ফারুক রুবেল

ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো ইভেন্টের বিশ্বকাপ থেকে সুখবর আনতে পারেননি লাল সবুজের ক্রীড়াবিদরা, যা এসেছে আর্চারি থেকে। বাংলাদেশের হয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ থেকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী হয়ে যাওয়া রোমান সানা। সেই ক্রীড়া ফেডারেশনের কমিটির রদবদল হয়েছে। তাই বলে ভাঙা-গড়া আর্চারিতে সুখবর বন্ধ হয়ে যায়নি। বিশ্বকাপে না হলেও এশিয়ান আর্চারির মাঠে রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছেন বাংলাদেশের আবদুর রহমান আলিফ। সেই জয়ই তাঁকে এশিয়ান অঙ্গনে এনে দিয়েছে প্রথম কোনো স্বর্ণপদক।

এশিয়া কাপ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্ট স্টেজ-২

১৫-২০ জুন সিঙ্গাপুরের বুকিত গুমব্যাকে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়া কাপ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্ট স্টেজ-২ টুর্নামেন্ট। ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ১৪ জুন সিঙ্গাপুর যায় ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ আর্চারি দল। টুর্নামেন্টের রিকার্ভ পুরুষ ও মহিলা বিভাগে নয়টি ইভেন্টে খেলেন বাংলাদেশের ১১ জন আর্চার। কোচ ও ম্যানেজারসহ ছিলেন আরও তিনজন। রিকার্ভ বিভাগে পুরুষ ও মহিলা একক, রিকার্ভ পুরুষ দলগত ও মিশ্র দলগত এই চারটি ইভেন্টে খেলে বাংলাদেশ। তবে কম্পাউন্ড বিভাগের পাঁচটি ইভেন্টেই লড়েন লাল-সবুজের আর্চাররা। রিকার্ভের আর্চাররা ছিলেন আবদুর রহমান আলিফ, রামকৃষ্ণ সাহা, রাকিব মিয়া, সাগর ইসলাম ও মনিরা আক্তার এবং কম্পাউন্ড বিভাগের আর্চাররা ছিলেন-হিমু বাছাড়, নেওয়াজ আহমেদ রাকিব, সোহেল রানা, বন্যা আক্তার, পুষ্পিতা জামান ও কুলসুম আক্তার মনি।

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে আলিফের স্বর্ণজয়

অবশেষে এশিয়া কাপের মঞ্চে সোনার পদক গলায় তুলতে পারলেন আবদুর রহমান আলিফ। বাংলাদেশের এই আর্চারের সুবাদে সিঙ্গাপুরে উড়ল লাল সবুজের পতাকা। সিঙ্গাপুরে চলমান এশিয়া কাপ আর্চারির রিকার্ভ পুরুষ এককের ফাইনালে আলিফ ৬-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়েছেন জাপানের মিয়াতা গাকুতোকে। অথচ প্রথম দুই সেটে দারুণভাবে এগিয়ে ছিলেন আলিফ। প্রথম সেটে যেখানে আলিফের স্কোর ছিল ২৮, সেখানে গাকুতোর স্কোর ছিল ২৭। পরের সেটে আলিফ ২৯ করেন এবং গাকুতো ২৮ পয়েন্ট স্কোর করেন। কিন্তু এরপরই ঘুরে দাঁড়ান জাপানি আর্চার। পরের দুই সেট আবারও জিতে খেলায় সমতা আনেন। তৃতীয় সেটে গাকুতো করেন ২৮। আলিফ করেন ২৭। চতুর্থ সেটেও এগিয়ে যান গাকুতো। তিনি মারেন ২৭। আলিফ ২৬ স্কোর করে পিছিয়ে পড়েন। এরপর পঞ্চম সেটে গড়ায় খেলা। রুদ্ধশ্বাস শেষ শটে আলিফ মারেন ২৯। আর গাকুতো ২৬ করেন। উল্লাসে আলিফ মেতে ওঠেন সিঙ্গাপুরের মাঠে।

এর আগে আলিফ ১/১৬ স্টেজে চায়নিজ আর্চার এলিনকে ৬-২ পয়েন্টে হারান। প্রি কোয়ার্টারে মালয়েশিয়ান আর্চার শফিককে ৬-৪ সেট পয়েন্টে পরাজিত করেন। চতুর্থ সেট পর্যন্ত আলিফ ৫-৩ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। শেষ সেটে ২৬-২৬ সমতা হওয়ায় আলিফ ৬-৪ সেট পয়েন্টে কোয়ার্টারে উঠেন। কোয়ার্টারে স্বাগতিক সিঙ্গাপুরের লি ইয়ু লংকে ৭-৩ পয়েন্টে পরাজিত করেন। পঞ্চম ও শেষ সেটে আলিফ ৩০ এ ৩০ স্কোরই আদায় করেন। সেমিফাইনালে চায়নিজ তাইপের চেন পি এনকে ৬-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠে বাংলাদেশের একটি পদক নিশ্চিত করেন।

বিকেএসপি থেকে উঠে আসা আর্চার আলিফ এর আগে গত বছর ৩০ সেপ্টেম্বর এশিয়ান যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে রিকার্ভ এককের ফাইনালে হেরেছিলেন চীনা তাইপের আর্চারের কাছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এর আগে অনেকবারই খেলেছেন আলিফ। বিশ্বকাপ, এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়ান আর্চারি গ্রাঁ প্রিঁর মতো আসরে অংশ নিলেও কখনও কোনও পদক জিততে পারেননি একক ইভেন্টে। এবার অবশ্য রুপার পদকটা নিশ্চিত করেছিলেন ফাইনালে উঠেই। অপেক্ষায় ছিলেন রং বদলে সেটা সোনায় পরিণত করা। এবং সত্যি সেটা পেরেছেন আলিফ। এবার আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় পুড়তে হয়নি আলিফকে।

আলিফ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আর্চার। তাই তাঁকে ও বিকেএসপির আরেক আর্চার সাগর ইসলামকে বিকেএসপি ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক পর্যন্ত বিকেএসপির তত্ত্বাবধানে রাখতে চায়। সাগর প্যারিস অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। আলিফও তাঁর সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করছেন।

লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন আলিফের

আর্চারি বিশ্বকাপ, এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়ান আর্চারি গ্রাঁ প্রিঁর মতো আসরে অংশ নিলেও কোনো পদকের স্বাদ পাননি আলিফ। এবার সিঙ্গাপুরে সেই স্বাদ পাওয়ায় তিনি উচ্ছ্বসিত, 'অনুভূতি তো অনেক ভালো লাগছে। দেশের বাইরে এসে এই প্রথম আমি আমার জাতীয় সংগীত বাজাতে পেরেছি (স্বর্ণপদক জিতে)। এটা আমার প্রথম আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক। দেশের সবার জন্য এই পদক'। পাবনা থেকে উঠে আসা আলিফ ২০২৮ সালের অলিম্পিকে পাখির চোখ রেখেছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের আসরে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে চান ১৯ বছর বয়সী এই আর্চার। বিকেএসপির আর্চার বলেন, 'সামনে আমার লক্ষ্য অলিম্পিকে পদক জেতা। এরই ধারাবাহিকতায় কোচের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা অনুশীলন করছি। সবাই আমাদের সহযোগিতা করছে। ২০২৮ অলিম্পিক সামনে রেখে আমরা সেভাবেই অনুশীলন করে যাচ্ছি।' আলিফ এরপরই যোগ করেন, 'ফ্যাসিলিটিজ ভালোই আছে। তবে আমরা চাই, আমরা যেন আরও বেশি বেশি টুর্নামেন্ট খেলতে পারি। তাহলে আমাদের র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হবে। তখন আমরা দলগতভাবেও অলিম্পিকে কোয়ালিফাই করতে পারব। আমি আমার সেরাটা দেব। ইনশা আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা চাইলে আমরা সবকিছু অর্জন করতে পারব'।

সাগর-হাকিমদের পথ ধরে আলিফ

একসময় বাংলাদেশের আর্চারির পুরুষ বিভাগের রিকার্ভ এককে রাজত্ব ছিল রোমান সানার। এরপর

রোমানের পারফরম্যান্সের অবনতি ঘটলে আশা জাগিয়েছিলেন হাকিম আহমেদ রুবেল। কিন্তু আর্চারি ছেড়ে উন্নত জীবনের আশায় দুজনই পাড়ি জমিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। এরপর এই ইভেন্টের হাল ধরেছেন বিকেএসপির দুই যুবক সাগর ইসলাম ও আলিফ। প্যারিস অলিম্পিকে নিজের যোগ্যতায় সুযোগ পাওয়া সাগর অবশ্য সিঙ্গাপুরে নামের পাশে সুবিচার করতে পারেননি। তিনি হেরে যান প্রথম রাউন্ডেই। তবে সাগর ব্যর্থ হলেও মান বাঁচিয়েছেন পাবনার বেড়া থেকে উঠে আসা আর্চার আলিফ।

ভারতের কাছে হেরে পদক হাতছাড়া হিমুর

রিকার্ভ পুরুষ এককে আবদুর রহমান আলিফ স্বর্ণ জিতলেও কম্পাউন্ড পুরুষ ব্যক্তিগত ইভেন্টে হতাশায় মুড়ে পড়েন হিমু বাছাড়। ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে বাংলাদেশের আর্চার হিমু বাছাড় ভারতের চেচি সচীনের কাছে হেরেছেন। পদকের লড়াইয়ে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে হেরেছেন তিনি। চার সেটে ভারতীয় আর্চার করেন ১৪৮। বাংলাদেশের হিমুর স্কোর ১৪৬। প্রথম সেটে ভারতের সচীন ৩০ এর মধ্যে স্কোর করেন ৩০। ২৮ স্কোর করেন বাংলাদেশের হিমু। পরের চার সেটে সমান স্কোর হয়েছে। মূলত প্রথম সেটে ২ পয়েন্টের ব্যবধানেই হিমু পদক হাতছাড়া করেন। দ্বিতীয় সেটে ২৯-২৯, তৃতীয় সেটে ৩০-৩০, চতুর্থ সেটে ২৯-২৯ ও শেষ সেটে ৩০-৩০ করেন দুই আর্চার।

মিশ্র বিভাগে কোয়ার্টার থেকেই বাংলাদেশের বিদায়

রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড দুই বিভাগের মিশ্র দলগত থেকে বিদায় নেয় বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড মিশ্র বিভাগে বাংলাদেশের হয়ে খেলেন হিমু বাছাড় ও পুষ্পিতা জামান। দল সংখ্যা কম থাকায় প্রি কোয়ার্টার থেকে এলিমেশন রাউন্ড শুরু হয়। সেখানে হংকংয়ের আর্চারদ্বয়কে ১৪৯-১৪৬ পয়েন্টে হারিয়ে বাংলাদেশ কোয়ার্টারে উঠে। কোয়ার্টারে ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ১৫৫-১৫৭ পয়েন্টে হেরে বিদায় নেয়।

রিকার্ভ মিশ্র বিভাগের পরিস্থিতি আরও করুণ ছিল। প্রি কোয়ার্টারেই বিদায় নেন মনিরা আক্তার ও আবদুর রহমান আলিফ। স্বাগতিক সিঙ্গাপুরের আর্চারের বিপক্ষে সেভাবে লড়তেই পারেননি তাঁরা। মিশ্র রিকার্ভ চার সেটের খেলা হলেও তিন সেটের পরই বাংলাদেশের পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে। প্রথম দুই সেট হারের পর তৃতীয় সেটে ড্র করে বাংলাদেশ। ফলে ১-৫ সেট পয়েন্টে হার।

দুই পদক হাতছাড়া বাংলাদেশের

কম্পাউন্ড মহিলা ও রিকার্ভ পুরুষ দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ লড়াইয়ে হেরে গেছে। ফলে দুই ইভেন্টে দুটি পদক হাতছাড়া হয় বাংলাদেশের। কম্পাউন্ড নারী দলগত ইভেন্টে বাংলাদেশ দলে খেলেন বন্যা আক্তার, পুষ্পিতা জামান ও কুলসুম আক্তার। ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে তাঁরা কাজাখস্তানের কাছে ২৩০-২২৪ পয়েন্টে হারেন। কম্পাউন্ড দলীয় ইভেন্টে চার সেটের খেলায় বাংলাদেশ প্রথম তিন সেটে সাত পয়েন্ট পিছিয়ে পড়ে। চতুর্থ ও শেষ সেটে বাংলাদেশ এক পয়েন্টে (৫৯-৫৮) জিতলেও চার সেট মিলিয়ে ৬ পয়েন্ট এগিয়ে থাকায় কাজাখস্তান ব্রোঞ্জপদক পায়। বাংলাদেশ সেমিফাইনালে মালয়েশিয়ার বিপক্ষ হেরেছে মাত্র ৩ পয়েন্টের ব্যবধানে। ব্রোঞ্জের লড়াইয়ের মতো সেমিফাইনালেও বাংলাদেশ প্রথম তিন সেটেই হেরেছিল। চতুর্থ সেট জিতলেও আর ম্যাচ জয় সম্ভব হয়নি।

অন্যদিকে রিকার্ভ পুরুষ দলগত ইভেন্টে বাংলাদেশ ব্রোঞ্জ হারিয়েছে চায়নিজ তাইপের কাছে। ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে বাংলাদেশ প্রথম সেট ৫২-৫৬ পয়েন্টে হারে। দ্বিতীয় সেট ৫৩-৫৩ পয়েন্টে ড্র হয়। তৃতীয় সেট বাংলাদেশ ৫৬-৫৩ পয়েন্টে জিতলে দুই দলের সমান ৩-৩ সেট পয়েন্ট হয়। রিকার্ভ দলীয় ইভেন্ট চার সেটের খেলা। শেষ সেটটি তাই পদক নির্ধারণী হয়। শেষ সেটে বাংলাদেশের তিন রিকার্ভ আর্চার আলিফ, রাকিব ও রাম কৃষ্ণ ৬০ এর মধ্যে মাত্র ৫২ স্কোর করেন। সেখানে চায়নিজ তাইপের আর্চাররা ৫৬ স্কোর করে সেট জেতার পাশাপাশি ব্রোঞ্জও জেতেন। সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারেনি। চার সেটের খেলা শেষ হয়েছে এক সেট আগেই। ভারত দুই সেট জয় ও এক সেট ড্র করে ৫-১ সেট পয়েন্টে ফাইনালে উঠে।

তবে সবচেয়ে বড় হতাশার জন্ম দেন কম্পাউন্ড পুরুষ দলগত আর্চাররা। ইলিমিনেশন রাউন্ডের প্রথমেই তাঁরা বিদায় নেয়। ভুটানের আর্চারদের বিপক্ষে ২২২-২১৮ পয়েন্টে হারে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড পুরুষ দলগত বিভাগে বাংলাদেশ দলে ছিলেন হিমু বাছাড়, রাকিব নাওয়াজ আহমেদ ও সোহেল রানা।

দিয়ার অভাব অনুভূত

এশিয়া কাপ আর্চারির বাংলাদেশ কনটিনজেন্টে মাত্র একজন নারী রিকার্ভ আর্চার ছিলেন। তিনজন নারী রিকার্ভ আর্চার না থাকায় বাংলাদেশ রিকার্ভ মহিলা দলগত বিভাগে খেলতে পারেনি। গত মে মাসে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ আর্চারি খেলেছিল চীনের সাংহাইয়ে। সেই টুর্নামেন্টে রিকার্ভ কোনো নারী আর্চারই ছিলেন না। আর্চারির অন্যতম ইভেন্ট রিকার্ভ। যা অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত। নারী রিকার্ভ ইভেন্টে ব্যক্তিগত ও দলীয় উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক সাফল্য রয়েছে। সেই সাফল্যের অংশ ছিলেন দিয়া সিদ্দিকী। সেই দিয়া এই বছরের শুরুতে উন্নত জীবনের আশায় আমেরিকায় পাড়ি জমান স্বামী আরেক রিকার্ভ আর্চার রোমান সানার সঙ্গে। দিয়ার শূন্যতা বাংলাদেশের নারী রিকার্ভে স্পষ্টতই পড়েছে। আর্চারি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ বলেন, 'আমাদের কয়েকজন রিকার্ভ নারী আর্চার রয়েছেন। তাঁদের আরও মান উন্নত করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রেরণ করতে হবে। এখন পাঠালে সেটা ফেডারেশনের অর্থ ব্যয়ই হবে। আমরা নারী আর্চার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সামনে কর্মসূচি গ্রহণ করছি। এতে আশা করি অনেক আর্চার আসবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে গুণগত মানও বাড়বে'।

জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী দল

জাতীয় গোল্ডকাপ (অনূর্ধ্ব-১৭) ফুটবল টুর্নামেন্টের বালক ও বালিকা বিভাগে যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রংপুর এবং রাজশাহী বিভাগ। জাতীয় স্টেডিয়ামে গত ১৯ জুন দু'বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে বালিকা বিভাগে ময়মনসিংহ বিভাগকে ৩-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার ফাইনালে উঠে শিরোপা জয় করে রাজশাহীর মেয়েরা। এরপর বালক বিভাগের ফাইনাল ম্যাচটি অবশ্য একপেশে হয়নি। রংপুর ও রাজশাহীর মধ্যকার ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে ২-২ অমিমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার পর টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলের জয়ে শিরোপা উল্লাসে মাতে রংপুর। বালক বিভাগে রংপুরের এটি দ্বিতীয় শিরোপা। ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব-উল-আলমের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মো. মোস্তফা জামান।

টুর্নামেন্টের শুরু ও চূড়ান্ত পর্ব যেভাবে

ক্রীড়া পরিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের এবারের খেলাগুলো সফলভাবে শেষ হয়েছে। এর আগে গত ১৭ জুন টুর্নামেন্টের জাতীয় আসরের খেলা শুরু হয়। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। দেশের ৮টি বিভাগের প্রতিভাবান অনূর্ধ্ব-১৭ বালক ও অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকাদের নিয়ে জাতীয় এই আসর শুরু হয়। ২০২৪ সালের জুন মাসে দেশের প্রতিটি উপজেলার খেলা দিয়ে শুরু হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। যেখানে সারাদেশের ১ লাখ ১০ হাজার ২৬৪ খেলোয়াড় অংশ নেয়। এরপর প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিয়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হয়েছিল। জাতীয় এই আসর থেকে প্রতিভাবান ৪০ জন বালক ও ৪০ জন বালিকা বাছাই করা হবে।

ভাগ্য খুলছে বেশ কয়েকজনের

বাংলাদেশের নারী ফুটবলটা আজকের অবস্থান আসার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টুর্নামেন্টের। সেখান থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্পে তাঁদেরকে রেখে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। আজকের কৃষ্ণা রানী সরকার, সানজিদা খাতুন, মারিয়া মান্ডা উঠে এসেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টুর্নামেন্ট থেকে। ২০১১ সালে শুরু হওয়ার টুর্নামেন্ট থেকে মেয়েরা যাতে ঝরে না পড়ে সেজন্য ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বছর বয়সীদের নিয়ে জাতীয় টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। সদ্য শেষ হওয়া টুর্নামেন্ট থেকে এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সহকারী কোচ মাহবুবুর রহমান লিটু। এরই মধ্যে মৌসুমী-জান্নাতুল-আলেয়াদের খেলা ভালো লেগেছে তাঁর। ফাইনাল ম্যাচ মাঠে বসে ম্যাচ দেখেই কয়েকজনের নাম আলাদাভাবে বাছাই করেছেন তিনি। মূলত আগস্টে ভুটানে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। সেই টুর্নামেন্টের জন্য বেশকিছু খেলোয়াড় প্রয়োজন রয়েছে বাংলাদেশের। জাতীয় এই টুর্নামেন্ট থেকে এরই মধ্যে দুজনকে ক্যাম্পেও ডাক দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে একজন ঢাকা বিভাগের সাবিনা আক্তার, অপরজন চট্টগ্রাম বিভাগের মামনি চাকমা। চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী বিভাগের সালেহা, সাদিয়া ও আলেয়া খাতুনরাও রয়েছেন বাফুফের নেক নজরে। তাঁদের জন্যও অনূর্ধ্ব-১৭ অথবা অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) চ্যাম্পিয়ন রংপুর

তারুণ্যই দেখাচ্ছে বড় স্বপ্ন

দেশের ফুটবলের পাইপ লাইন সমৃদ্ধ নয় বলে প্রায়শই শোনা যায়। জাতীয় দলের খেলা হলে বিষয়টা আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন তো নাম্বার নাইনের একজন যোগ্য খেলোয়াড়ের সংকট রয়েছে। বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট দিয়ে খেলোয়াড় সংকট কাটানো যায়। প্রাথমিক বিদাল্যায়ের টুর্নামেন্টগুলোর ধারাবাহিকতায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবলের আয়োজন করা হয়। তারুণ্যের বছর হিসেবে সতেরকে বিবেচনা করা হয়। এবারের টুর্নামেন্ট থেকে বেশ কয়েকজন প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড়ের খোঁজ মিলেছে বলে জানা গেছে। নতুন করে সাজানো জাতীয় স্টেডিয়ামে নতুন স্বপ্ন দেখিয়ে তরুণ ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটা মেলে ধরেছেন। রংপুর বিভাগের জেলা হিসেবে গাইবান্ধা, দিনাজপুরের খেলোয়াড় খেলেছেন। ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর জেলার খেলোয়াড়ও খেলেছেন। দিনাজপুরের মেহেদী হাসান, ময়মনসিংহের মোজাম্মেল হক, রংপুরের হাসান মিয়া, রাজশাহীর মৌসুমী খাতুনরা যে বয়সে খেলেছেন, সেটা বাংলাদেশের ফুটবলের জন্যই

ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় হাসান মিয়া (রংপুর বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতা রিয়াদ হোসাইন (রংপুর বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় আতিকুর রহমান (রংপুর বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় আলিয়া খাতুন (রাজশাহী বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতা মৌসুমি খাতুন (রাজশাহী বিভাগ)

ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় জান্নাতুল ফেরদৌস (রাজশাহী বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক সূচনা পাহান (রাজশাহী বিভাগ)

ফাইনালে রংপুরের উদযাপন

একটি শুভ সময়ের অপেক্ষা এখন। কারণ অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট যে মঞ্চ তৈরি করেছে সেটার ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই এখন মূল লক্ষ্য।

এক নজরে এবারের আসর

বালক বিভাগ

চ্যাম্পিয়ন : রংপুর বিভাগ

রানার্সআপ : ময়মনসিংহ বিভাগ

ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়: হাসান মিয়া (গোলরক্ষক) (রংপুর বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক: হাসান মিয়া (রংপুর বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতা: রিয়াদ হোসাইন (রংপুর বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়: আতিকুর রহমান (রংপুর বিভাগ)

বালিকা বিভাগ

চ্যাম্পিয়ন : রাজশাহী বিভাগ

রানার্সআপ : ময়মনসিংহ বিভাগ

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়: আলিয়া খাতুন (রাজশাহী বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতা: মৌসুমি খাতুন (রাজশাহী বিভাগ)

ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়: জান্নাতুল ফেরদৌস (রাজশাহী বিভাগ)

টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক: সূচনা পাহান (রাজশাহী বিভাগ)

টুর্নামেন্টের রোল অব অনার

বালক বিভাগ		
সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০১৮	রংপুর বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ
২০১৯	বরিশাল বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ
২০২০	সিলেট বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ
২০২১	সিলেট বিভাগ	বরিশাল বিভাগ
২০২২	টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়নি	
২০২৩	ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়নি	
২০২৪	রংপুর বিভাগ	ময়মনসিংহ বিভাগ
বালিকা বিভাগ		
সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০১৯	খুলনা বিভাগ	ঢাকা বিভাগ
২০২০	রংপুর বিভাগ	ময়মনসিংহ বিভাগ
২০২১	রংপুর বিভাগ	খুলনা বিভাগ
২০২২	টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়নি	
২০২৩	ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়নি	
২০২৪	রাজশাহী বিভাগ	ময়মনসিংহ বিভাগ

রাজশাহী-ময়মনসিংহ ফাইনাল

আবারও জোড়া সেঞ্চুরিতে শান্তর ইতিহাস

মো. মুলতানুর রহমান

গত বছর তিন সংস্করণেই বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। এ বছরের শুরুতে স্বেচ্ছায় টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন লিটন কুমার দাস। টেস্ট এবং ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে যখন শ্রীলঙ্কা সফরের পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন শান্ত, তখনই যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! আচমকা ওয়ানডের নেতৃত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে ওই পদে এক বছরের জন্য মেহেদী হাসান মিরাজের ওপর আস্থা রেখেছে বিসিবি। লঙ্কায় উড়াল দেওয়ার প্রাক্কালে এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখালেও মনে মনে নিশ্চয় কিছুটা হলেও চাপা কষ্ট ছিল নাজমুলের। বিশেষ করে যখন কোনো রকম আলাপ আলোচনা ছাড়াই এভাবে অধিনাকয়ত্ব কেড়ে নেওয়া হয়, তখন তা প্রশ্নের জন্ম দেয়ই। তার ওপর ওয়ানডেতে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে চরম দুর্দশায় পতিত হলেও এই ফরম্যাটেই তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বল ছিল শান্তর ব্যাট।

মুখে কিছু না বললেও শ্রীলঙ্কায় গিয়ে ঠিকই ব্যাটের ভাষায় 'জবাব' দিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। হৃদয়ে লুকায়িত দুঃখের 'ঝাল' ভালোমতোই মিটিয়েছেন লঙ্কান বোলারদের ওপর। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যে সিরিজের প্রথম টেস্ট ড্র করতে সমর্থ হয়েছে বাংলাদেশ, এর পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছেন তিনি। একেই বলে 'ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট'। গল স্টেডিয়ামে দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন শান্ত। দেশে থাকতে নিজের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে 'রহস্যের ধূম্রজাল' সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত নেমেছেন চার নম্বরে। প্রথম ইনিংসে আঙুলে ব্যথা নিয়েও উপহার দিয়েছেন ২৭৯ বলে ১৫ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় সাজানো ১৪৮ রানের দুর্দান্ত একটি 'নক'। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৯ বলে ৯টি চার ও ৩টি ছয়ের সাহায্যে অপরাজিত ছিলেন ১২৫ রানে। অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরির আগে শান্তর ধীরগতির ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। যদিও তিনি দ্রুত রান তুলতে গিয়ে অল্পতে আউট হয়ে গেলে কিংবা বাংলাদেশ আরও আগে ইনিংস ঘোষণা করে কোনোভাবে ম্যাচটা হারলে পরে ঠিকই সমালোচনা হতো।

মুমিনুলের পর

বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথমবার টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি করেছিলেন মুমিনুল হক। ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি চট্টগ্রামের মাঠে শুরু হওয়া ওই ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষও ছিল শ্রীলঙ্কা। প্রথম ইনিংসে ২১৪ বলে ১৭৬ রানে আউট হওয়া মুমিনুলের ব্যাট থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে এসেছিল ১৭৪ বলে ১০৫ রান। ড্র হওয়া ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছিল তাঁর হাতে। এরপর বাংলাদেশের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এক টেস্টে দুই সেঞ্চুরি উপহার দেন নাজমুল হোসেন শান্ত, আফগানিস্তানের বিপক্ষে ২০২৩ সালের জুনে মিরপুর টেস্টে ১৪৬ ও ১২৪। বাংলাদেশের ৫৪৬ রানের রেকর্ডগড়া জয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ বিবেচিত হয়েছিলেন তিনি। এবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গল টেস্টে আবারও জোড়া শতক (১৪৮ ও ১২৫*) করে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন শান্ত।

সাত সেঞ্চুরির সাতকাহন

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চে টেস্ট অভিষেকের পর প্রথম সেঞ্চুরির মুখ দেখতে শান্তর লেগেছিল ১২ ইনিংস। এবার দ্বিতীয়বারের মতো সেঞ্চুরি পেয়ে গেলেন উভয় ইনিংসেই। এই সংস্করণে ৩৬ ম্যাচের ৬৮ ইনিংস শেষে তাঁর শতক হয়ে গেল ৭টি। শান্তর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরির প্রতিপক্ষও ছিল শ্রীলঙ্কা। ২০২১ সালের এপ্রিলে পাল্লেকেলেতে লঙ্কান বোলারদের সামাল দিয়ে ৩৭৮ বলে ১৭ বাউন্ডারি ও ১ ছক্কায় খেলেছিলেন ১৬৩ রানের দর্শনীয় ইনিংস, যা তাঁর ক্যারিয়ারসেরা। ২০২১ সালের জুলাইয়ে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ছিলেন ১১৭ রানে। ২০২৩ সালের জুনে মিরপুরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১৪৬ রানের পিঠে বসিয়েছিলেন ১২৪ রান। ওই বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে সিলেটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে এসেছিল ১০৫ রান। সবশেষ গল টেস্টে ১৪৮ ও অপরাজিত ১২৫ রানের কথা তো বলা হয়েছে আগেই।

দুই হাজারি ক্লাবে...

বাংলাদেশের দশম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে দুই হাজারি ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ৩৫ ম্যাচের ৬৭ ইনিংসে ১৮৮৯ রান নিয়ে গল টেস্ট খেলতে নামা এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান প্রথম ইনিংসে ১৪৮ রান করার

পথে ব্যক্তিগত ১১১ রানের মাথায় দুই হাজারের মাইলফলক স্পর্শ করেন। শান্তর আগে বাংলাদেশের হয়ে এই ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করা অন্য ৯ জন হলেন সর্বোচ্চ রানের ক্রমানুযায়ী- মুশফিকুর রহিম (৯৭ ম্যাচে ৬২৬৭), তামিম ইকবাল (৭০ ম্যাচে ৫১৩৪), সাকিব আল হাসান (৭১ ম্যাচে ৪৬০৯), মুমিনুল হক (৭২ ম্যাচে ৪৫৯১), হাবিবুল বাশার (৫০ ম্যাচে ৩০২৬), মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (৫০ ম্যাচে ২৯১৪), লিটন দাস (৪৯ ম্যাচে ২৮৮১), মোহাম্মদ আশরাফুল (৬১ ম্যাচে ২৭৩৭) ও মেহেদী হাসান মিরাজ (৫৩ ম্যাচে ২০৬৮)।

রেকর্ডের পাতা থেকে...

সেঞ্চুরির পিঠে সেঞ্চুরি। এক টেস্টে দুই সেঞ্চুরি পাওয়া ব্যাটসম্যানদের জন্য সত্যিই আরাধ্য এক ব্যাপার। এমন কীর্তির জন্ম দিতে সামর্থ্য ও প্রচেষ্টার পাশাপাশি ভাগ্যেরও সহায়তা লাগে। শচীন টেন্ডুলকারের মতো খ্যাতিমান ব্যাটসম্যান পর্যন্ত টেস্ট ক্যারিয়ারে কখনো জোড়া সেঞ্চুরির মুখ দেখেননি। এদিক থেকে সৌভাগ্যবান বলতে হবে নাজমুল হোসেন শান্তকে। একবার নয়, তিনি দুবার করে দেখিয়েছেন অমন অর্জন। সবশেষ গল স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাঁর ১৪৮ ও ১২৫* রানের সুবাদে টেস্ট ক্রিকেট দেখল ৯৬তম জোড়া সেঞ্চুরির উদাহরণ।

শুরুর গল্প জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ১১৬ বছর আগে! ১৮৭৭ সালে জন্ম নেওয়া টেস্ট ক্রিকেট প্রথম কোনো ব্যাটসম্যানকে এক ম্যাচে দুই সেঞ্চুরি করতে দেখেছিল ১৯০৯ সালের আগস্ট মাসে। ওভালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ওয়ারেন বার্ডসলি প্রথম ইনিংসে ১৩৬ করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩০ রান করে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। যে তালিকায় এক এক করে যোগ হয়ে আপাতত ৯৬ পর্যন্ত গেলেও ব্যাটসম্যানের সংখ্যা কিন্তু ৭৮। কারণ, ১৫ জন ব্যাটসম্যান এমন কীর্তি গড়েছেন একাধিকবার করে, যেখানে ৩ জন আছেন যাঁরা ৩ বার করে জোড়া সেঞ্চুরির নজীর স্থাপন করেছেন। 'বিশেষ' ওই তিনজন হলেন- ভারতের সুনীল গাভাস্কার এবং অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং ও ডেভিড ওয়ার্নার। ২ বার করে এক টেস্টে দুই সেঞ্চুরি হাঁকানো ১২ জন হলেন- অস্ট্রেলিয়ার গ্রেগ চ্যাপেল, অ্যালান বোর্ডার (দুই ইনিংসেই ১৫০ ছাড়ানোর অনন্য রেকর্ড তাঁর) ও ম্যাথু হেইডেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জর্জ হেডলি ও ক্লাইভ ওয়ালকট, শ্রীলঙ্কার অরবিন্দ ডি সিলভা (জোড়া সেঞ্চুরি করে দুই ইনিংসেই অপরাজিত থাকা একমাত্র ব্যাটসম্যান তিনি) ও কুমার সাঙ্গাকারা, ইংল্যান্ডের হার্বার্ট সাটক্লিফ, ভারতের রাহুল দ্রাবিড়, দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক ক্যালিস, জিম্বাবুয়ের ব্রেন্ডন টেইলর ও বাংলাদেশের নাজমুল হোসেন শান্ত।

উপরোক্তদের বাইরে একবার করে জোড়া সেঞ্চুরি করা অন্য ৬৩ জন হলেন যথাক্রমে- ওয়ারেন বার্ডসলি (অস্ট্রেলিয়া), জ্যাক রাসেল (ইংল্যান্ড), ওয়ালি হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড), এডি পেইন্টার (ইংল্যান্ড), ডেনিস কম্পটন (ইংল্যান্ড), আর্থার মরিস (অস্ট্রেলিয়া), অ্যালান মেলভিল (দক্ষিণ আফ্রিকা), ব্রুস মিচেল (দক্ষিণ আফ্রিকা), ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), বিজয় হাজারে (ভারত), এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), জ্যাক মর্নি (অস্ট্রেলিয়া), গ্যারি সোবার্স (ইংল্যান্ড), রোহান কানহাই (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), হানিফ মোহাম্মদ (পাকিস্তান), বব সিম্পসন (অস্ট্রেলিয়া), ডগ ওয়াল্টার্স (অস্ট্রেলিয়া), লরেন্স রো (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ইয়ান চ্যাপেল (অস্ট্রেলিয়া), গ্লেন টার্নার (নিউজিল্যান্ড), গর্ডন গ্রীনিজ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), জিওফ হাওয়ার্থ (নিউজিল্যান্ড), দুলিপ মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা), জাভেদ মিঁয়াদাদ (পাকিস্তান), ডিন জোন্স (অস্ট্রেলিয়া), গ্রাহাম গুচ (ইংল্যান্ড), আশাঙ্কা গুরুসিনহা (শ্রীলঙ্কা), অ্যান্ড্রু জোন্স (নিউজিল্যান্ড), অ্যালেক স্টুয়ার্ট (ইংল্যান্ড), গ্যারি কারস্টেন (দক্ষিণ আফ্রিকা), স্টিভ ওয়াহ (অস্ট্রেলিয়া), গ্রান্ট ফ্লাওয়ার (জিম্বাবুয়ে), ওয়াজাহাতুল্লাহ ওয়াস্তি (পাকিস্তান), অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার (জিম্বাবুয়ে), ব্রায়ান লারা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ইয়াসির হামিদ (পাকিস্তান), মাইকেল ভন (ইংল্যান্ড), মার্কাস ট্রেসকোথিক (ইংল্যান্ড), ইনজামাম উল হক (পাকিস্তান), মোহাম্মদ ইউসুফ (পাকিস্তান), অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস (ইংল্যান্ড), তিলকারত্নে দিলশান (শ্রীলঙ্কা), ফিলিপ হিউজেস (অস্ট্রেলিয়া), হাশিম আমলা (দক্ষিণ আফ্রিকা), কাইরন পাওয়েল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), পিটার ফুলটন (নিউজিল্যান্ড), ইউনিস খান (পাকিস্তান), আজহার আলী (পাকিস্তান), মিসবাহ উল হক (পাকিস্তান), বিরাট কোহলি (ভারত), আজিঙ্কা রাহানে (ভারত), শাই হোপ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), মুমিনুল হক (বাংলাদেশ), স্টিভ স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া), রোহিত শর্মা (ভারত), উসমান খাওয়াজা (অস্ট্রেলিয়া), ইমাম উল হক (পাকিস্তান), জনি বেয়ারস্টো (ইংল্যান্ড), মার্নাস লাবুশান (অস্ট্রেলিয়া), কেন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড), ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা (শ্রীলঙ্কা), কামিন্দু মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা) ও জো রুট (ইংল্যান্ড)।

নাজমুল হোসেন শান্তর মতো অধিনায়ক হিসেবে জোড়া সেঞ্চুরি করেছেন ১৬ জন। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিংয়ের ৩টি জোড়া শতকই নেতৃত্বের ভূমিকায়। সবচেয়ে বেশি ২৫টি জোড়া সেঞ্চুরির মালিক অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা, ১৩ জোড়া শতক নিয়ে দুইয়ে ইংল্যান্ড। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি ১৬ বার এক টেস্টে ব্যাটসম্যানদের দুই সেঞ্চুরি হয়েছে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ বার। ভেন্যু হিসেবে সর্বাধিক ৮ বার জোড়া সেঞ্চুরির ঘটনার সাক্ষী হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড ওভাল। ৬ বার একই টেস্টে দুজন ব্যাটসম্যান জোড়া সেঞ্চুরি পেয়েছেন। সবশেষ ২০২৪ সালে সিলেটে বাংলাদেশের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ও কামিন্দু মেন্ডিস। টেস্ট অভিষেকে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন ২ জন- ওয়েস্ট ইন্ডিজের লরেন্স রো ও পাকিস্তানের ইয়াসির হামিদ। ইংল্যান্ডের গ্রাহাম গুচ ও শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারা একই ম্যাচে ট্রিপল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি পেয়েছেন। গুচ ১৯৯০ সালে ভারতের বিপক্ষে ও সাঙ্গাকারা ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে। এক ম্যাচে সেঞ্চুরি ও ডাবল সেঞ্চুরি পেয়েছেন ৬ জন। জানিয়ে রাখা ভালো, টেস্ট পরিবারের নতুন দুই সদস্য আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ডের কোনো ব্যাটসম্যান এখন পর্যন্ত জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকাতে পারেননি।

হামজা-শমিতকে নিয়েও জিততে না পারার আফসোস

রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ যখন ভারতের মাটি থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছিল, তখন থেকেই একটা স্বপ্ন দানা বাঁধতে শুরু করে দেশের ফুটবলামোদিদের মধ্যে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশের গ্রুপের তিন প্রতিপক্ষই শক্তিশালী। তাদের টপকিয়ে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার স্বপ্ন প্রথমে দেখেনি কেউ। সেই স্বপ্ন উঁকি দিতে থাকে ভারতের কাছ থেকে এক পয়েন্ট ছিনিয়ে আনার পর। তারপরই ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচটি নিয়ে শুরু হয় উন্মাদনা। এই ম্যাচ জিতলে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হবে। আশায় বুক বাঁধতে থাকেন ফুটবলপ্রিয় সব মানুষ।

এক হামজা যোগ হওয়ার পরই ভারতের মতো দলকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল বাংলাদেশ। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হামজার সঙ্গে মাঠে নেমেছিলেন কানাডা প্রিমিয়ার লিগের শমিত সোম ও ইতালির চতুর্থ বিভাগ লিগের ফুটবলার ফাহামিদুল ইসলাম। নতুন শক্তি পাওয়া এই বাংলাদেশ হারাবে সিঙ্গাপুরকে সেই প্রত্যাশা ছিল সবার। তবে প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মিল হয়নি। বাংলাদেশ জিততে তো পারেইনি, ড্রও করতে পারেনি। ৩ পয়েন্টের জায়গায় শূন্যহাত। ফিফা স্বীকৃত ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে জয় নেই বাংলাদেশের। তাই বলে দলটি বাংলাদেশের ধরাছোঁয়ার বাইরেও ছিল না। কাগজ-কলমের যে পার্থক্য ছিল সেটা দূর হয়েছিল হামজা-শমিত-ফাহামিদুলের কারণে। নিজেদের মাঠ, গ্যালারিভরা সমর্থক এবং সেই সঙ্গে দলে হামজা-শমিত ও ফাহামিদুলের মতো ফুটবলার। বাংলাদেশ তো জিততেই পারত।

এই জিততে না পারার আফসোসে অনেক দিন পুড়তে হবে সমর্থকদের। কয়েকটি ভুলের কারণেই জয় প্রত্যাশা করা ম্যাচটিতেই হেরেই যায় লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলার আগের দুই ম্যাচের একটিতে ভারতের বিপক্ষে ড্র, অন্যটিতে ভুটানের বিপক্ষে জয়। আত্মবিশ্বাসে ভরপুরই ছিল বাংলাদেশ দল। কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার প্রশ্নবোধক কৌশল আর তাঁর শিষ্যদের কিছু ভুলে ঘরের মাঠের দর্শকদের হতাশ হতে হয়েছে। ৪ জুন ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচটি বাংলাদেশ ২-০ গোলে জিতলেও অনেকের মতে আরও আগ্রাসি ফুটবল খেলতে পারত হামজা-জামালদের দল। সবচেয়ে বড় কথা ওই ম্যাচটি ছিল সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে মাঠে নামার প্রস্তুতি। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ৩ পরিবর্তন দেখে বোদ্ধারা হতাশ হয়েছেন। কারণ, যাদের সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলানো হবে, তাদেরই তো ভুটানের বিপক্ষে ঝালিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। শমিত সোম ঢুকবেন বলে একটি পরিবর্তন নিশ্চিতই ছিল। আরও দুটি পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনে প্রথাগত কোনো স্ট্রাইকার না রাখাকেই কোচের ভুল কৌশল হিসেবে দেখছিলেন সবাই। যে ম্যাচ জিততে হবে সে ম্যাচের কৌশল কেন রক্ষণাত্মক?

জামালের কর্নার থেকে হামজার হেডে ভুটানের বিপক্ষে লিড নিয়েছিল বাংলাদেশ। অথচ সেই জামালকে খেলানো হয়নি সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। যদি তাই হবে তাহলে তাকে কেন খেলানো হয়েছিল কম্বিনেশন তৈরির ম্যাচ ভুটানের বিপক্ষে? ভুটানের বিপক্ষে দুই গোলের একটি এসেছিল সিনিয়র সোহেল রানার দূরপাল্লার শট থেকে। তাকেও নামানো হয়নি সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ২-০ তে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশকে গোল উপহার দিয়ে ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন রাকিব হোসেন। গোলদাতা সেই রাকিবকেই এক পর্যায়ে আক্রমণভাগ থেকে নিচে নামিয়ে আনেন ক্যাবরেরা। তার এই সিদ্ধান্তে সবাই হতবাক হয়েছেন।

বাংলাদেশের হজম করা দুই গোলের পেছনেই ব্যর্থতা ছিল গোলরক্ষক মিতুল মারমার। প্রথম গোলটি এসেছে তার দুর্বল ফিস্টের কারণে, দ্বিতীয় গোলটিও হয়েছে ভুলে। যে বলটি ধরার চেষ্টা করতে পারতেন মিতুল, সেই বল ফিস্ট করে বিপদ ডেকে আনেন। দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পর কোচ ক্যাবরেরা কৌশল পরিবর্তন করেন। রক্ষণের পরিবর্তে জোর দেন আক্রমণে। তাতে গোল আসে। যদিও এগিয়ে থাকা সিঙ্গাপুর ব্যবধান বৃদ্ধির চেয়ে গোল ধরে রাখতেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে নিচে নেমে খেলতে থাকে। ওই সুযোগে বাংলাদেশ চড়াও হতে পেরেছিল সিঙ্গাপুরের সীমানায়। একের পর এক কর্নারও আদায় করে নেয় রাকিব, শমিত সোমরা। তবে কোনো কর্নার থেকেই সফলতা আসেনি। শেখ মোরসালিনের নেওয়া কর্নার কিকগুলো কোনো মানেরই ছিল না। তখন অনেকেই বলছিলেন এ সময়টায় জামাল ভূঁইয়ার প্রয়োজন ছিল। যদিও ক্যাবরেরা ভাবেননি জামালতে নামানোর কথা।

সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে পাঁচজন প্রবাসী ছিলেন একাদশে। হামজা চৌধুরী, শমিত সোম, ফাহামিদুল ইসলাম, তারিক কাজী ও কাজেম শাহকে একাদশে রেখে দল সাজিয়েছিলেন তিনি। এই ম্যাচে অভিষেক হয়েছে কানাডা জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শমিত সোমের। ফাহামিদুলের অভিষেক হয়েছিল ভুটানের বিপক্ষেই। বিদেশি লিগের এই তিন ফুটবলারের কারণেই বাংলাদেশকে সমীহ করেছিলেন সিঙ্গাপুরে জাপানি কোচ। তবে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে, হাজার হাজার সমর্থকদের সামনে সিঙ্গাপুরকে ভয় দেখাতে পারেনি। ম্যাচ শুরুর পরপরই সিঙ্গাপুরের কোচ বুঝে ফেলেন

বাংলাদেশের কৌশল। শুরুতে ভয়ে ভয়ে থাকা দলটি খোলস থেকে বের হতে বেশি সময় নেয়নি। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে গোল করে লিড নিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ম্যাচটি নিজেদের দিকে ঝুলিয়ে নেয় তারা। বাংলাদেশ গোল দিলেও ম্যাচে ফিরতে পারেনি। ২-১ গোলের হার নিয়ে ঘরের দর্শকদের সামনে মাথানত করে মাঠ ছাড়েন বাংলাদেশের ফুটবলাররা।

বাংলাদেশের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ। দীর্ঘ ভ্রমণের পর স্বল্প বিশ্রাম। তারপরও শমিত সোম নিজের জাত চিনিয়েছেন অভিষেক ম্যাচেই। কানাডার মতো দেশের জাতীয় দলে যে এমনি এমনি সুযোগ পাওয়া যায় না সেটা বুঝিয়েছেন ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে। তাঁর নিখুঁত কিছু পাস এবং দর্শনীয় রিসিভিং আশা বাড়িয়েছে ভক্তদের। ফুটবল ঘিরে মানুষের উন্মাদনা, টিকিট নিয়ে হইচই এবং ম্যাচ শুরুর ৫ ঘণ্টা আগে দর্শকদের গ্যালারিতে ঠাঁই নেওয়া মিলিয়ে অন্য রকম এক উৎসব তৈরি হয়েছিল। জিতলে হয়তো সেই উৎসব থাকত ম্যাচ শেষে অনেক সময় পর্যন্ত। দর্শকেরা হয়তো মিছিল করেই ঢাকা স্টেডিয়াম এলাকা ত্যাগ করত। স্বাগতিক দর্শকদের সেটা হতে দেয়নি সফরকারী দল। বাংলাদেশের সমর্থকদের উৎসবে পানি ঢেলে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফিরেছে সিঙ্গাপুর।

বাংলাদেশের পরের দুই ম্যাচই অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে। ৯ অক্টোবর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচ এবং অ্যাওয়ে ম্যাচ ১৪ অক্টোবর হংকয়ের কাইতাক স্টেডিয়ামে। ভারতের বিপক্ষে হোম ম্যাচ ১৮ নভেম্বর। আগামী বছর ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই মিশন শেষ করবে হামজা-শমিত সোমরা। অক্টোবরের দুই ম্যাচের আগে হামজাদের জন্য ফিফা প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করবে বাফুফে। এখনো যেহেতু চূড়ান্ত পর্বে যাওয়ার নিভুনিভু সম্ভাবনা আছে তাই বাংলাদেশ সেই সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করার সব চেষ্টা করবে। কোচের কৌশলে বাংলাদেশ ঘরের ম্যাচ হারায় তাঁর অপসারণের দাবি উঠেছে। এখন একটাই দেখার অক্টোবরের ম্যাচেও ক্যাবরেরা থাকছেন কি না। নাকি নতুন কেউ দাঁড়াবেন হামজাদের ডাগআউটে।

কতটুকু সম্ভাবনা বেঁচে আছে?

প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল ৩ পয়েন্ট। ভারতের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে ফলাফল নিজেদের পক্ষে না রাখলেও ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ৩ পয়েন্টই প্রত্যাশা ছিল বাংলাদেশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার। ভারতের বিপক্ষে এক পয়েন্ট পাওয়ার পর বাংলাদেশের জন্য তো দুই খেলা থেকে চার পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সেটা হয়নি সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে যাওয়ায়। যে কারণে দুই ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পাওয়ায় এশিয়ান কাপে খেলার টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা কমেই গেছে অনেকটা। তাই বলে এখনো সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। কাগজ-কলমে সুযোগ আছে। সেটাকে বাস্তবে পরিণত করতে ক্যাবরেরার দলকে বাকি ৪ ম্যাচে অনেক ভালো করতে হবে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ গ্রুপের অন্য তিন দলই কাগজ-কলমে বেশি শক্তিশালী। তবে সেটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়। তাই ৪৫ বছর পর বাংলাদেশ আবার এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলবে—তেমন একটা প্রত্যাশা ছিল সমর্থকদের। ভারতের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে ড্রয়ের পর সেই প্রত্যাশার পালে আরও হাওয়া লেগেছিল।

৬ ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ কোচের বেশি নজর ছিল ঘরের মাঠে ৩ ম্যাচে। নিজেদের মাঠের ৩ ম্যাচে পূর্ণ পয়েন্ট পেলে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে—সে পরিকল্পনা নিয়েই এগুচ্ছিলেন কোচ। তবে প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে অপ্রত্যাশিত ১ পয়েন্ট পেলেও প্রথম হোম ম্যাচে প্রাপ্তি শূন্য। যদি ফুটবলের জাগরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি ঠিক আছে। আর যদি প্রাপ্তির প্রশ্ন আসে তাহলে দর্শক হতাশই হবেন। কারণ, বাংলাদেশের এখন ২ ম্যাচে যে সংগ্রহ তার মোটেও আশানুরূপ নয়। এক এর জায়গায় ৪ না হোক, ২ হলেও আশার সলতেটা আরেকটু উজ্জ্বল থাকত।

১৮ পয়েন্টের খেলা। ৬ পয়েন্টের লড়াই শেষে খাতায় যোগ হয়েছে ১। বাংলাদেশের চেয়ে ৩ পয়েন্টে এগিয়ে সিঙ্গাপুর ও হংকং। তাহলে এখন চূড়ান্ত পর্বে যাওয়ার কতটা সম্ভাবনা বেঁচে আছে বাংলাদেশের? ফুটবলে অনেক কিছুই হতে পারে। বাংলাদেশ যেহেতু গাণিতিকভাবে ছিটকে যায়নি, তাই অনেক কিছু হতেও পারে। তবে বাস্তবতা কঠিন। কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ঘরের মাঠে হেরে যাওয়ায়। তাহলে বাংলাদেশকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিয়ে রাখছে কোন সমীকরণ? বাংলাদেশের এখনো ম্যাচ বাকি চারটি, যার দুটিই হংকংয়ের বিপক্ষে। অন্য দুটি ভারত ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। পরের ম্যাচ হংকংয়ের বিপক্ষে ৯ অক্টোবর। ম্যাচটি ঢাকায়। র‍্যাংকিংয়ে ৩০ ধাপ এগিয়ে থাকা দেশটিকে কি হারাতে পারবে বাংলাদেশ? তারা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ড্রয়ের পর ভারতকে হারিয়ে দিয়ে দুই ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে করে ভালো অবস্থানে আছে।

হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ প্রসঙ্গ উঠলেই অনেকের মধ্যে ফিরে ৫০ বছর আগের দুর্বিষহ এক স্মৃতি। ১৯৭৫ সালে মারদেকা কাপে দুই দেশের প্রথম দেখা হয়েছিল আন্তর্জাতিক ফুটবলে। বাংলাদেশের জালে গুনে গুনে ৯ গোল দিয়েছিল হংকং। একটি গোল পরিশোধ করতে পেরেছিল বাংলাদেশ। অফিশিয়ালি ম্যাচে হংকংকে কখনো হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। যদিও দীর্ঘ ৫০ বছরে মাত্র চারটি ম্যাচ হয়েছে বাংলাদেশ-হংকংয়ের। এর মধ্যে বাংলাদেশ দুটিতে হেরেছে, দুটি ড্র করেছে। হারল সর্বশেষ ম্যাচটিতেও। বাংলাদেশকে ৪৫ বছর পর এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে পরের চার ম্যাচই মহাগুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে হংকং ও ভারতের বিপক্ষে ঘরের দুই ম্যাচে পূর্ণ পয়েন্ট না পেলেই মাঠে মারা যাবে বাংলাদেশের স্বপ্ন। বাস্তবে সম্ভাবনা কমে গেলেও কাগজে-কলমে যেহেতু আছে, তাই বাংলাদেশকে লড়েই যেতে হবে।

দুই রাউন্ড শেষে 'সি' গ্রুপের অবস্থা

দেশ	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	পয়েন্ট
সিঙ্গাপুর	২	১	১	০	৪
হংকং	২	১	১	০	৪
বাংলাদেশ	২	০	১	১	১
ভারত	২	০	১	১	১

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিকদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

সাড়া জাগালো মিস্টার ঢাকা বডিবিল্ডিং

মোরসালিন আহমেদ

বডিবিল্ডিং হচ্ছে ডিসপ্লেইড গেম। এটার মাধ্যমে নিজের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়। একজন মানুষকে স্মার্ট করে তোলে। ফিটনেস ঘাটতি পূরণ করে। স্বাস্থ্য সচেতনতায় সহায়ক করে তোলে। অথচ বডিবিল্ডিংকে সবাই খেলা হিসেবেই দেখছেন। কিন্তু এ খেলাটিরও যে অনেক গুণাবলি রয়েছে তা নিয়ে কেউ ভাবছেন না। যেমন ডায়াবেটিস হবে না, ক্যানসার হবে না, কিডনি ভালো থাকবে। এ জন্যই বডিবিল্ডিং করা দরকার বলে মনে করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ক্রীড়ার পাশাপাশি সেই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ বডিবিল্ডিং ফেডারেশন। তারই ধারাবাহিকতায় রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মিস্টার ঢাকা বডিবিল্ডিং কম্পিটিশন। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যই ছিল এ কম্পিটিশনের মূল লক্ষ্য।

যদি দলগতভাবে সাফল্যে বিবেচনা করা হতো তাহলে ভিনটেজ অ্যাথলেটিকসই সেরা হতো। প্রতিষ্ঠানটি তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রথম এবং একটি ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় ও একটি ক্যাটাগরিতে তৃতীয় হয়েছে। যা হোক, ফেডারেশন কম্পিটিশনটিকে ইনডিভিজ্যুয়ালভাবে করায় ১০টি ক্যাটাগরিতে ১৫০টি ক্লাবের ২২০ জন বডিবিল্ডার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দীর্ঘদিন পর এ ধরনের আয়োজনে সবার মধ্যে একটা উৎসবের ছোঁয়া লেগেছিল। গত ১ ও ২ জুন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে দেশের নানা প্রান্ত থেকে অংশ নেওয়া বডিবিল্ডারদের পদচারণায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম চত্বর মুখরিত হয়ে উঠে। বডিবিল্ডাররা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব মেলে ধরতে নানা রকম কসরতের মাধ্যমে নজর কাড়ার চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য প্রতিটি ক্যাটাগরির বিজয়ীদের জন্য প্রাইজমানির ব্যবস্থা ছিল। এর মধ্যে প্রথম স্থান অর্জনকারী ২০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানের জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ১০ হাজার টাকা অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়।

এদিকে মিস্টার ঢাকা বডিবিল্ডিং কম্পিটিশন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বডিবিল্ডিং (শরীর গঠন) ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার এম কামরুজ্জামান বলেন, গত দুই বছর ফেডারেশনটির কোনো রকম কার্যক্রম ছিল না। ২০২২ সালের পর এক কথায় সবধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি অ্যাডহক কমিটি গঠিত হলে আমরা নতুন আঙ্গিকে সবকিছু শুরু করেছি। নতুন কমিটির এটি প্রথম কম্পিটিশন। আগামী নভেম্বর মাসে ন্যাশনাল বডিবিল্ডিং করব।

অবশ্যই আমার প্রতি অবিচার হচ্ছে : জিকো

তোফায়েল আহমেদ

বেশ কিছু দিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে গোলরক্ষক **আনিসুর রহমান জিকো**। যদিও দলের বাইরে অনেক দিন, কিন্তু ফুটবল সমর্থকদের আলোচনায় সব সময়ই থাকছে তার নাম। সবশেষ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হারের পর যেমন জিকোকে কেন রাখা হলো না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। ২৭ বছর বয়সী জিকো আসলে নিজের পারফরম্যান্স দিয়েই সমর্থকদের এই আস্থাটা অর্জন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু গত বছর জাতীয় দলে শুরুর একাদশে জায়গা হারানোর পর একপর্যায়ে স্কোয়াড থেকেও ছিটকে যান। জিকোর সঙ্গে কেন এমন করা হচ্ছে, এ নিয়ে সমর্থকদের জল্পনা অনেক। জিকো নিজে কী ভাবছেন? একান্ত আলাপে এই প্রশ্নসহ আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এই গোলরক্ষক।

প্রশ্ন : বেশ কিছু দিন ধরে আপনি জাতীয় দলের বাইরে। এরপরও আপনার প্রসঙ্গ বারবার চলে আসছে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারের পর দর্শকেরা আপনাকে চাচ্ছেন। বিষয়টা আপনার নিজের কাছে কেমন লাগে?

জিকো : আমি অনেক দিন জাতীয় দলে খেলেছি এবং দেশের হয়ে অনেকগুলো (৩১টি) ম্যাচ খেলেছি। নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু করেছি, যে কারণে মানুষ এখনো আমাকে মিস করেন, প্রয়োজন মনে করেন। তবে প্রথমবার বাদ পড়ার পর আমি তো কয়েকবারই দলে কামব্যাক করেছি। কিন্তু আমাকে (মাঠে নামার) একটাবারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সৌদি আরবের কন্ডিশনিং ক্যাম্পে ডাকা হলেও পরে বাদ দেওয়া হয়। গত বছর কিংস অ্যারেনায় মালদ্বীপের সঙ্গে দুটি প্রীতি ম্যাচ হয়। সবশেষ ওই দুই ম্যাচে আমি দলে ছিলাম। চাইলে ওখানে আমাকে ট্রাই করতে পারত। এর আগে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুই ম্যাচেই স্কোয়াডে ছিলাম। কুয়েতের মাঠে যে খেলাটা হয়েছে, আমাকে ওখানেও নামানো হয়নি। এরপর ঘরের মাঠের ম্যাচে একপর্যায়ে মিতুল মারমা অসুস্থ হয়ে গেলে চেঞ্জিংয়েও নামানো হয়নি। কোচ যদি চাইতো আমাকে কাম ব্যাক করাবে, তাহলে এটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। আপনারা কোচকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কেন জিকোকে তিনি খেলান না? কিন্তু আমার নামে কেউ প্রশ্ন করুক, এটা তো সে চায় না। দর্শকেরা আমার নামে মাঠে স্লোগান দেয়, এটা নিয়ে কোচ আমার প্রতি বেশি রাগ করে। মনে হয় এর জন্যই খেলায় না।

প্রশ্ন : কোচ বলতে হাভিয়ার কাবরেরার কথাই কী বলছেন?

জিকো : উনিই তো এখন জাতীয় দলে দায়িত্বে। উনি আগেও আমাকে ডেকেছেন। আমাকে খেলিয়েছেন। চাইলে উনি এখনো সুযোগ দিতে পারেন। কিন্তু সেটা তিনি দিচ্ছেন না।

প্রশ্ন : আপনার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স ছিল বেঙ্গালুরু সাফে। তখন তো কাবরেরাই কোচ ছিলেন। আপনার সম্পর্কে উনার ভালোই জানা থাকার কথা। এরপরও কেন এমন করছেন? কী কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয়?

জিকো : আমি তো জানি না, কী কারণ। কোচ হঠাৎ করেই কেন এমন করছেন, এটা

কোচই ভালো বলতে পারবেন। আমার মনে হচ্ছে দর্শকেরা মাঠে আমার নামে স্লোগান দেন, আপনারা যাঁরা গণমাধ্যমে আছেন, তাঁরা আমাকে জড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন। এ কারণে হয়তো সে বিরক্ত। ও হয়তো চাচ্ছে আরেকটা জিকো তৈরি করবে।

প্রশ্ন : মাঝে শৃঙ্খলাজনিত কারণে আপনার ক্লাব

বসুন্ধরা কিংস আপনাকেসহ আরও একাধিক খেলোয়াড়কে শাস্তি দিয়েছিল। ওই ঘটনার প্রভাব কি পড়ে থাকতে পারে এখানে?

জিকো : আমি এমনটা মনে করি না। এখানে তো শুধু আমি না, অন্যরাও ছিল। ওরা তো সুযোগ পাচ্ছে, কিন্তু আমি পাচ্ছি না। আমাকে তো প্রমাণ করার সুযোগটা দিতে হবে। আমি যদি খারাপ খেলতাম, তাহলে একটা বিষয় ছিল। সবশেষ মৌসুমে যে কয়টা ম্যাচ আমি খেলেছি, আপনারা দেখে থাকলে বুঝতে পারবেন। এখন যদি আমাকে সুযোগ না দেয়, তাহলে তো আর নিজেকে প্রমাণ করতে পারব না। অন্যরা সুযোগ পাচ্ছে, আমি কেন পাব না?

প্রশ্ন : এই জায়গায় আপনার সঙ্গে অবিচার হচ্ছে বলে মনে করেন?

জিকো : যদি আমি খারাপ খেলতাম, ডিসিপ্লিনের মধ্যে না থাকতাম, তাহলে আমি নিজেকে দায়ী করতে পারতাম। মনকে বোঝাতে পারতাম, আমি কোনো কিছু ঠিকমতো করছি না। দায়টা পুরো আমার। কিন্তু এখন তো আমাকে সুযোগই দিচ্ছে না, এটা অবশ্যই আমার প্রতি অবিচার।

প্রশ্ন : কিন্তু ক্লাবেও আপনি আগের মতো ম্যাচ টাইম পাচ্ছে না...

জিকো : ২০২৪-২৫ মৌসুমে প্রথম পর্বে কয়েকটি ম্যাচ খেলেছি। এরপর আর সুযোগ পাইনি। আর বসুন্ধরা কিংসে এবার যিনি কোচ ছিলেন (ভ্যালেরি তিতা), তিনিও একই রকম। একদিন বসুন্ধরার ম্যাচে দর্শকেরা আমার নামে স্লোগান দিচ্ছিল, ব্যানার নিয়ে এসেছিল। পর দিন তিনি আমাকে ডেকে ইচ্ছেমতো বকা দিয়েছেন। উনি মনে হয় জানতেনই না আমি জাতীয় দলে খেলেছি। আমাকে ডেকে বলছেন, তোর নামে স্লোগান দেবে কেন? স্লোগান দিলে কি একজন জুনিয়রকেও আমার খেলাতে হবে? এখন যদি তোকে খেলাতে হয়, আমি সরাসরি রোমানিয়া চলে যাবো। এমন কি ওই কোচ আমাদের প্রেসিডেন্টের কথাও ঠিকঠাক শোনতো না।

প্রশ্ন : ক্লাবে ম্যাচ টাইম কম পাওয়াটাও তো জাতীয় দলে সুযোগের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়তে পারে?

জিকো : দলে তো আরও কয়েকজন আছে, আমি নাম বলব না। ওরা কী আমার চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছে? ওরা তো সেরা একাদশে খেলে ফেলছে। আমি দলের জন্য এতকিছু করার পরও যদি আমাকে গুরুত্বই না দেওয়া হয়, আর অন্যরা কিছু না করেই সহজে জাতীয় দলে ঢুকে যায়, এটা তো হতাশার।

প্রশ্ন : বেঙ্গালুরু সাফের পারফরম্যান্স বাংলাদেশের ঝিমিয়ে পড়া ফুটবলকে ফের জাগিয়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছিল। এখন হামজা চৌধুরী আসায় অন্য রকম উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। অথচ এই সময় আপনি খেলতে পারছেন না। নিশ্চিয়ই অনেক মিস করনে জাতীয় দলকে?

জিকো: জাতীয় দলকে তো সব সময়ই মিস করি। আমি ২০১৫ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ দিয়ে দেশের হয়ে খেলা শুরু করেছি। এরপর কোনো না কোনো পর্যায়ে জাতীয় দলের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম। মিস তো করবোই। তবে এখনো তো অনেক বয়স পড়ে আছে। আশা হারাইনি। ইনশা আল্লাহ আবার কামব্যাক করব।

প্রশ্ন : এই কঠিন সময়টা নিজেকে কীভাবে ঠিক রাখছেন?

জিকো : অনেক তো ধৈর্য ধরেছি, এখনো আছি ধৈর্য ধরে। সমস্যা নেই। আশা হারাচ্ছি না। জাতীয় দলে আবার আগের মতো খেলব, এই বিশ্বাস রাখছি।

প্রশ্ন : এখন দল বদল চলছে। আগের ক্লাবেই থাকবেন না নতুন কিছু ভাবছেন?

জিকো : ক্লাব পরিবর্তন করার ইচ্ছা আছে। এখনো তো দলবদল নিয়ে আলোচনা সেভাবে শুরু হয়নি। লিগেরও দেরি আছে। তাই কথাবার্তা সেভাবে হয়নি কারও সঙ্গে। তবে দলবদলের ইচ্ছা আছে।

প্রশ্ন : দল বদলের ভাবনার কারণ কী?

জিকো : প্রথমতো ম্যাচ টাইম না পাওয়া। আর সবশেষ মৌসুমে যে কোচিং প্যানেল ছিল, সেটা একদম বাজে। এমন বাজে এটা বলার মতো না। যদি কোচিং প্যানেল পরিবর্তন হয়, তাহলে নতুন কিছু ভাবতে পারি। অথবা ক্লাব ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলাপে খেলার সুযোগ পাওয়া নিয়ে যদি ইতিবাচক কিছু থাকে, তাহলে বসুন্ধরায় থাকার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : দেশের নাম্বার ওয়ান গোলরক্ষক জিকো। সমর্থকদের মতো এটা কী আপনিও বিশ্বাস করেন?

জিকো : বিগ ম্যাচে আমি কেমন খেলি, দর্শকেরা তো এটা ভালো করেই জানে। সুযোগ পেলে সেটা আমার প্রমাণ করা উচিত। জাতীয় দলে আমার এতগুলো ম্যাচ, বড় ম্যাচ যাদের সঙ্গেই খেলেছি, আমি আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন সুযোগ পাচ্ছি না, অনেকেই হয়তো বলবে জিকো এক নাম্বার না। নাম্বারটা আসলে ম্যাটার করে না। যে ভালো খেলে, সেই জাতীয় দলে খেলুক। দিন শেষে বাংলাদেশ টিম রেজাল্ট পাক, দেশের মানুষ খুশি থাকুক।

স্বর্ণ জিতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চাই : দোলা খাতুন

ওমর ফারুক রুবেল

সমাজের রক্তচক্ষু সয়ে একটু দেরি করেই জাতীয় পর্যায়ের খেলাধুলায় এসেছেন কুস্তিগির দোলা খাতুন। তবে আন্তর্জাতিক সাফল্য আর আনসার সেবা পদকই তাঁকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। এখন একটাই লক্ষ্য, এসএ গেমসে স্বর্ণপদক জয়। পাকিস্তানে আসন্ন গেমসে কাঙ্ক্ষিত সেই পদক জিততে পারলেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন দোলা খাতুন।

প্রশ্ন: ছোটবেলা থেকেই কি খেলাধুলা করতেন?

দোলা: আমাদের সিরাজগঞ্জে স্কুলে পড়া অবস্থায় আমি হ্যান্ডবল, কাবাডিসহ অনেক খেলাই খেলেছি। জেলা পর্যায়েও খেলেছিলাম।

প্রশ্ন: তাহলে রেসলিং বা কুস্তিতে কেন?

দোলা: নিজেও জানতাম না রেসলিং বা কুস্তি নামে কোনো খেলা আছে। আমি খুবই সৌখিন ছিলাম। কোনো দিন ভাবিনি জাতীয় পর্যায়ে খেলতে পারব। তবে ২০১৯ সালে কুস্তিগির মরিয়ম আপার নজরে পড়ি। আমাকে দেখে তিনি বলেন, কাবাডি কেন, তুই তো কুস্তি খেললে ভালো করতি। তখন থেকেই আমার কুস্তিতে যাত্রা। মরিয়ম আপু আমাকে আনসারে নিয়ে যান। সেখানে তৎকালীন আনসারের সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া) রায়হান স্যার আমাকে দেখে বলেন, এর আগে কোনো খেলাধুলা করেছ? আমি বললাম না। তখন উনি বললেন, তোমার ফিটনেস ভালো। তোমাকে ফাইটে দেব। তখনি আমাকে আনসারের দুজন কুস্তিগিরের সঙ্গে লড়তে দিলেন। আমি জিতে যাই। এ ছাড়া আনসারের অ্যাথলেট ও জাতীয় কাবাডির বর্তমান অধিনায়ক শ্রাবণী মল্লিককের সঙ্গে কুস্তি লড়তে দিয়েছিলেন। আমি জেতায় আমাকে নিয়ে নেন আনসারে। ২০২০ সালে রেসলিং শুরু করি। সেই শুরু। এখন জাতীয় দলে খেলছি।

প্রশ্ন: একটি মেয়ে কুস্তিতে লড়ছে। এলাকার মানুষ কিছু বলে না?

দোলা: আসলে আমাদের সিরাজগঞ্জের খুব কমসংখ্যক মেয়েই খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত। যখন কুস্তি খেলা শুরু করি, তখন এলাকার মানুষ নানা ধরনের কথাবার্তা বলত। অনেক সময় আজেবাজে কথা বলত। ঢাকায় গিয়ে মেয়ে কী করে, কেন ঢাকায় গিয়ে খেলতে হবে–এসব বিষয় আরকি।

প্রশ্ন: এখন তাঁরা কী বলেন?

দোলা: ২০২২ সালে যখন আমি বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে খেলতে যাই, তখন থেকেই আমার প্রতি এলাকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে। তাঁদের দৃষ্টির পরিবর্তন হয়। এখন তাঁরা খুব একটা কিছু বলেন না।

প্রশ্ন: বাবা-মায়ের সমর্থন পান তো?

দোলা: মা সব সময় আমাকে সাপোর্ট করেন। কিন্তু বাবা শাসন করতেন। কারণ, মেয়ে মানুষ হয়ে খেলাধুলা এটা তিনি পছন্দ করতেন না। উনার কথা ছিল বিয়েশাদি করে সংসার করব। তা ছাড়া ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আমার কেন হচ্ছে না, তাই খুব রাগ করতেন। বেশ কয়েক মাস তিনি আমার সঙ্গে কথাই বলতেন না।

প্রশ্ন: আপনার ক্যারিয়ার সম্পর্কে বলুন?

দোলা: ২০১৯ সালে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়েই আমার যাত্রা শুরু। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম আসরেই ব্রোঞ্জপদক জিতেছিলাম ৬৮ কেজি ওজন শ্রেণিতে। ২০২০ সালে নবম সার্ভিসেস গেমসে তখনকার সেরা কুস্তিগির তিথি রায়কে হারিয়ে স্বর্ণ জিতি। যিনি নেপাল সাউথ এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। আমি সাত পয়েন্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু তিথি এক পয়েন্টও পায়নি। তখন থেকেই ফোকাসে চলে আসি। তবে করোনার জন্য ২০২০ সালে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ হয়নি। পরবর্তী সময় ২০২৩ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের দুটিতেই ৬৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্বর্ণপদক জিতেছি। সেই সঙ্গে ২০২৩ সলে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলাম। এ ছাড়া বাংলাদেশ গেমসে রৌপ্যপদকও জিতেছি।

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক গেমসে?

দোলা: বার্মিংহামে কমনয়েলথ গেমসে ৬৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছি। কিন্তু ২০২১ সালে থাইল্যান্ডের চুনবুড়িতে এশিয়ান ইনডোর ও মার্শাল আর্ট গেমস হওয়ার কথা থাকলেও তা করোনার জন্য স্থগিত হয়ে যায়। তাই খেলা হয়নি।

প্রশ্ন: ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কী আপনার?

দোলা: আমার লক্ষ্য হচ্ছে, এসএ গেমসে স্বর্ণপদক জিতে আনা। আগামী বছর পাকিস্তানে এই গেমস হওয়ার কথা রয়েছে। যেহেতু সাফে আমাদের দেশের কোনো স্বর্ণপদক নেই, তাই এই গেমসে দেশকে একটি স্বর্ণ এনে দিতে চাই।

প্রশ্ন: স্বর্ণ জিততে পারলে কী খেলা ছেড়ে দিবেন?

দোলা: না, সে রকমটা নয়। তবে স্বর্ণ জিততে পারলে বিয়ের পিঁড়িতে বসব। এর আগে নয়। যদিও ভাগ্য ও রিজিকে খুব বিশ্বাস করি। এ দুটোই আল্লাহ দেন। আর যদি স্বর্ণ জিততে না পারি, তাহলে ২০২৭ সালেই বিয়ে করব।

প্রশ্ন: আপনার ক্যারিয়ারে সেরা প্রাপ্তি কী?

দোলা: সেরা প্রাপ্তি হলো এ বছর ফেব্রুয়ারিতে আনসার বাহিনীর ৪৫তম জাতীয় সমাবেশে আনসার থেকে প্রেসিডেন্ট সেবা পদক পাওয়া, যা এই বছর আমি পেয়েছি। এটাই খুব আনন্দের। কুস্তি থেকে একমাত্র ভাতাপ্রাপ্ত খেলোয়াড় হিসেবে এবার এই পদক পেয়েছি। আর সব মিলিয়ে শিরিন আপুর পর কুস্তিতে দ্বিতীয় কোনো সেবা পদক জিতলাম আমি। এটাই আমার ক্যারিয়ারের সেরা প্রাপ্তি।

এশিয়ান গেমসে পদক পুনরুদ্ধার করতে চাই : শাহান

২১ বছরের টগবগে এক তরুণ। কাবাডিতে পথচলা তাঁর খুব বেশি দিনের নয়। অথচ এর মধ্যেই জাতীয় দলে নিজের অবস্থানকে শক্ত করেছেন শাহ মোহাম্মদ শাহান। নেপালে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে এসেছেন। এরই মধ্যে ভারতের বিখ্যাত প্রো-কাবাডি লিগে হরিয়ানায় বিক্রি হয়ে চমকে দিয়েছেন দেশসেরা অন্যতম এই রেইডার। প্রো-কাবাডির নিলামে বাংলাদেশ থেকে ১০ জনের নাম পাঠানো হলেও কেবল বিক্রি হয়েছেন শাহান। তাই বলে আবেগে ভেসে যাননি তিনি।

ওমর ফারুক রুবেল

প্রশ্ন : প্রো-কাবাডিতে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। কেমন লাগছে?

শাহ মোহাম্মদ শাহান : খুব ভালো লাগছে। এমন সুযোগ সব সময় আসে না। সবার কাছে আসে না। আমার কাছে এসেছে, তাই খুব ভালো লাগছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ থেকে ১০ জনের নাম পাঠানো হয়েছিল নিলামে। কেবল আপনাকেই কিনেছে। এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

শাহান : বিশ্বজুড়ে কাবাডির একমাত্র পেশাদার লিগ প্রো-কাবাডি লিগ। যেখানে খেলে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন অনেকেই। সেখানে আমাকে খেলার সুযোগ করে দেওয়ায় আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

প্রশ্ন : কোন দলে খেলবেন?

শাহান : প্রো-কাবাডি লিগে ১২টি দল থাকলেও আমাকে হরিয়ানা স্টিলার্স কিনেছে। যারা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দল। আমি আশা করব তাদের শিরোপা ধরে রাখার প্রত্যাশা মেটাতে।

প্রশ্ন : প্রো-কাবাডিতে এটাই কী আপনার প্রথম যাত্রা?

শাহান : হ্যাঁ, প্রো-কাবাডিতে আমি প্রথমবার খেলতে যাব। নিজের সেরাটা দিয়ে খেলে হরিয়ানাকে জেতানোর চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : এর আগে বিদেশি কোনো লিগে কী খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন?

শাহান: এর আগে আমি নেপালে খেলেছিলাম। গত বছর নেপাল কাবাডি লিগে (এনকেএল) যে ছয়জন বাংলাদেশি খেলতে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে আমিও একজন।

প্রশ্ন : এই সিজনে হরিয়ানার সঙ্গে আপনার কত টাকার চুক্তি হলো?

শাহান : ১৩ লাখ ভারতীয় রুপিতে আমাকে কিনেছে হরিয়ানা। তাঁরা এই অর্থই দেবে, যা বাংলাদেশি টাকায় ১৭ লাখ টাকার মতো। তবে ভ্যাট কেটে হয়তো শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৩ লাখ টাকাই বাঁচবে।

প্রশ্ন : কাবাডিতে আপনার শুরু কীভাবে?

শাহান : ২০১৬ সালে আমার এলাকা মৌলভীবাজারে কাবাডি খেলতাম। চার বছর পর ২০১৬ সালে মৌলভীবাজার জেলা কাবাডি দলে সুযোগ পাই। এরপর কাবাডি ফেডারেশনে ডাক পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন : তারপর?

শাহান : ২০২২ সালে জুনিয়র বিশ্বকাপে ডাক পাই। বিশ্বকাপে খেলে দেশকে ব্রোঞ্জপদক এনে দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : নৌবাহিনীতে কবে থেকে?

শাহান : ২০২৩ সালে নৌবাহিনীতে চুক্তিভিত্তিক এক বছর খেলেছিলাম। পরের বছরই অবশ্য আমাকে চাকরি দিয়ে দলে টেনে নেয় নৌবাহিনী।

প্রশ্ন : এত খেলা থাকতে কাবাডিতেই আগ্রহ জন্মাল কেন?

শাহান : আসলে ছোটবেলা থেকেই কাবাডি খেলা দেখে বড় হয়েছি। এলাকায় বড়-ছোট সবাইকে কাবাডি খেলতে দেখতাম। সেখান থেকেই কাবাডিতে আগ্রহ জন্মে।

প্রশ্ন : পরিবারের সাপোর্ট পেয়েছিলেন?

শাহান : পরিবারে আমরা চারভাই ও তিন বোন। মা মারা গেছেন আগেই। বাবা বেঁচে আছেন। পরিবারের কেউই কখনো খেলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তাই আমাকেও কেউ সাপোর্ট করত না। যদি কাবাডি খেলতে গিয়ে হাত কিংবা পা ভেঙে ফেলি তাই।

প্রশ্ন : মৌলভীবাজারের আর কোনো কাবাডি খেলোয়াড় কী আছেন?

শাহান : শুধু মৌলভীবাজার নয়, পুরো সিলেট বিভাগের মধ্যে আমিই কেবল জাতীয় দলে খেলছি। এটা অবশ্যই সিলেটবাসীর মতো

আমার পরিবারও গর্বিত।

প্রশ্ন : খেলার বাইরে কী আর কিছু করেন?

শাহান : খেলার বাইরে পড়াশোনা করি। আমি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

প্রশ্ন : সামনেই তো সাউথ এশিয়ান গেমস। লক্ষ্য কী?

শাহান : আমাকে দলে রাখলে আশা করি, দেশের জন্য পদক ধরে রাখার মিশনে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারব, তা ছাড়া এশিয়ান গেমসে হারানো পদক পুনরুদ্ধার করতে চাই।

আগামী দিনের তারকা আবদুল্লাহ

মোরসালিন আহমেদ

পর্যটন নগরী কক্সবাজার কলাতলীর ছেলে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আগামী দিনের হকির বড় তারকা হয়ে উঠছেন। বিকেএসপি থেকে বেড়ে উঠা এ খেলোয়াড় ইতোমধ্যে চমৎকার ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে হকিফিল্ড মাতাতে শুরু করেছেন। গত বছর এএইচএফ কাপ অনূর্ধ্ব-২১ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন করিয়ে নিজেকে মেলে ধরেন। এরপর অসধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে যুব এশিয়া কাপে পঞ্চম হয়ে দলকে পৌঁছে দিয়েছিলেন যুব বিশ্বকাপে। এবার তিনি এশিয়া কাপ অনূর্ধ্ব-১৮ টুর্নামেন্টে দেশের নেতৃত্ব দেবেন। বয়সকে পেছনে ফেলে এরই মধ্যে জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি শুধু আন্তর্জাতিক বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টেই নয়, ঘরোয়া হকিতেও রেখেছেন সাফল্যের স্বাক্ষর। নিজ প্রতিষ্ঠানকে এনে দিয়েছেন জাতীয় যুব হকির শিরোপা। নিজ বিভাগীয় শহরকে দিয়েছেন যুব গেমসে রানার্সআপ ট্রফি। এমন কি ঘরোয়া হকির সর্বোচ্চ দলগত আসর প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগেও আবাহনী লিমিটেডকে যুগ্মভাবে শিরোপা জয়ের স্বাদ দিয়েছেন। ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলা এ উদীয়মান তারকা ইতোমধ্যে নিজেকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন।

আগামী দিনের তারকা আবদুল্লাহ বলেন, ছোটবেলায় আমি ফুটবলেই বেশি ঝুঁকে পড়েছিলাম। পড়াশোনার পাশাপাশি স্থানীয় বায়তুল শরফ জব্বারিয়া একাডেমি নয়তো সুযোগ পেলে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়ামে খেলে বেড়াতাম। হঠাৎ একদিন মাঠে এসে আলী খান হৃদয় স্যার জেলা পর্যায় তৃণমূল হকি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে সাদা বল আর হকিস্টিক হাতে ধরিয়ে বললেন, দেখ তো খেলতে পারিস কি না! কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কীভাবে কী করব? তখন স্যার আমাকে বেশ কিছু কৌশল শিখিয়ে দিয়ে বললেন, এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাক। আমিও বই পড়ার মতো মুখস্থ করে ফেললাম। তারপর বিকেএসসিতে এসেও সপ্তাহখানেক ক্যাম্পে অংশ নিয়েছিলাম। সেই ক্যাম্পে টিকে গিয়ে ২০১৮ সালে ভর্তি হয়ে হকিতেই থিতু হতে শুরু করলাম। তারপর ২০২২ সালে বয়সভিত্তিক জাতীয় দলে ডাক পেলাম। অনুশীলন করলাম। সেই থেকে খেলে আসছি।

বিকেএসপির ছাত্র আবদুল্লাহ এক প্রশ্নে বলেন, গত বছর এএইচএফ কাপ অনূর্ধ্ব-২১ টুর্নামেন্টি ছিল আমার টার্নিং পয়েন্ট। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে প্রতিটি ম্যাচেই রেখেছিলেন জয়ের ভূমিকা। এমন কি যুব এশিয়া কাপ ছিল তাঁর এ মুহূর্ত পর্যন্ত স্মরণীয় খেলা। ওই আসরে আবদুল্লাহরা পঞ্চম হয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে পৌঁছে দিয়েছে যুব বিশ্বকাপে, যা চলতি বছরের শেষ দিকে ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। অপর প্রশ্নে বলেন, দেশসেরা কোচের পাশাপাশি আমি জাতীয় দলের সাবেক মালয়েশিয়ান কোচ ইমাম গোপীনাথ কৃষ্ণমূর্তি স্যারের কাছেও বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ওমান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন, চায়নিজ তাইপে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও উজবেকিস্তানের সঙ্গে তাঁর খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১-১৩ জুলাই চীনের ডংজুতে এশিয়া কাপ অনূর্ধ্ব-১৮ টুর্নামেন্টে ভালো ফল বইয়ে আনার চেষ্টা করবেন।

এদিকে আবদুল্লাহর বর্তমান কোচ সাবেক জাতীয় দলের তারকা খেলোয়াড় মওদুদুর রহমান শুভ বলেন, আবদুল্লাহ যেভাবে খেলে চলেছেন তাতে বয়স যত বাড়বে, যত পরিণত হবে, ততই নিজেকে মেলে ধরবে। ওর চেষ্টা, মেধা আর পরিশ্রমে আমি মনে করি ভবিষ্যতে আবদুল্লাহ দেশসেরা ফরোয়ার্ড হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

একনজরে...

নাম : মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
ডাক নাম : আবদুল্লাহ
পিতা : মোহাম্মদ নবী
মাতা : জুলেখা বেগম
জন্ম তারিখ : ০৮.০২.২০০৭
জন্মস্থান : মধ্যম কলাতলী
জেলা : কক্সবাজার
ভাই-বোন : ৩ ভাই ১
নিজ অবস্থান : সবার বড়
উচ্চতা : ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি
ওজন : ৬১ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি অধ্যয়নরত
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : বিকেএসপি
পরিচিতি : হকি খেলোয়াড়
খেলার পজিশন : ফরোয়ার্ড
হকিতে না এলে : ব্যবসায়ী হতাম
খেলা শুরু : ২০১৭
জাতীয় পর্যায় : ২০২২
আন্তর্জাতিক পর্যায় : ২০২৩
হাতেখড়ি : আলী খান হৃদয়, কক্সবাজার
প্রথম ক্লাব : আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব
বর্তমান ক্লাব : আবাহনী লিমিটেড
প্রিয় কোচ (দেশ) : আলমগীর আলী, মওদুদুর রহমান শুভ
প্রিয় কোচ (বিদেশ): ইমাম গোপীনাথ কৃষ্ণমূর্তি, মালয়েশিয়া
প্রিয় খেলোয়াড় : পুস্কর ক্ষিসা মিমো
অনুসরণ করেন যাকে : পিটার্স, নেদারল্যান্ডস
অন্য প্রিয় খেলা : ফুটবল
প্রিয় খাবার : পিৎজা
প্রিয় রং : কালো
প্রিয় শখ : ভ্রমণ
পছন্দ : সত্য কথা বলা
অপছন্দ : মাদক
অবসরে : মুভি দেখা
আদর্শ : মা (জুলেখা বেগম)
বিদেশ ভ্রমণ : ভারত, ওমান ও সিঙ্গাপুর
জেলা পর্যায় সাফল্য :চট্টগ্রামের হয়ে বাংলাদেশ দ্বিতীয় যুব গেমসে রানার্সআপ
জাতীয় পর্যায় সাফল্য : বিকেএসপির হয়ে জাতীয় যুব হকিতে চ্যাম্পিয়ন
আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য : ২০২৪ সালে যুব এশিয়া কাপে পঞ্চম হয়ে যুব বিশ্বকাপে কোয়ালিফাইড
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য :অলিম্পিক গেমস

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ২৪ # ১ জুলাই ২০২৫ # ১৭ আষাঢ় ১৪৩২

সূচিপত্র

এশিয়ান আর্চারিতে আলিফের স্বর্ণজয় ২৬

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে আর্চারিতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এবার সাফল্য এনে দিয়েছেন আব্দুর রহমান আলিফ। সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ আর্চারিতে (লেগ-২) পুরুষদের রিকার্ভ ব্যক্তিগত ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয় করেন এই তরুণ আর্চার। সিনিয়র পর্যায়ে এই প্রথম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক জয়ের গৌরব অর্জন করেন। বিকেএসপির ছাত্র আলিফ জাতীয় আর্চার চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য দেখিয়ে নজর কাড়েন। ২০১৯ সালে এশিয়া কাপ আর্চারিতে (লেগ-৩)প্রথম স্বর্ণপদক জয় করেন রোমান সানা।

অলিম্পিক ডে	২
সম্পাদকীয়	৩
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪
আক্ষেপ আর স্বস্তি মিলেমিশে	৬
ওয়ানডেতে 'নতুন বাংলাদেশের'	৮
ফুরিয়ে যায়নি মুশফিকুর রহিম	১০
প্রশ্নের মুখে হাভিয়ার কাবরেরার	১২
বাংলাদেশের ফুটবল জাগরণ	১৪
ফুটবলের এই জাগরণ ধরে রাখতে	১৬
টুর্নামেন্ট বাড়ছে নতুন মৌসুমে	১৮
শ্রীলঙ্কায় তাহসিন চ্যাম্পিয়ন	২০
পথ হারিয়ে পথের খোঁজে...	২২
আবারও তিন অধিনায়কের যুগে	২৩
ক্রীড়াঙ্গনের জন্য আশীর্বাদ	২৪
একনজরে সাঁতারু সোনিয়া	২৫
এশিয়ান আর্চারিতে আলিফের স্বর্ণ	২৬
জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল	২৮
আবারও জোড়া সেঞ্চুরিতে শান্তর	৩০
হামজা-শমিতকে নিয়েও জিততে না	৩২
ফটোফিচার	৩৪
সাড়া জাগাল মিস্টার ঢাকা বডিবিল্ডিং	৩৫
অবশ্যই আমার প্রতি অবিচার হচ্ছে	৩৬
স্বর্ণ জিতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে	৩৮
এশিয়ান গেমসে পদক পুনরুদ্ধার	৩৯
আগামী দিনের তারকা আবদুল্লাহ	৪০
মালদ্বীপে বাস্কেটবল দলের ব্রোঞ্জ	৪১
উৎসবেও হতাশা মোহামেডানের	৪২
শাটলারদের স্বচ্ছলতার পথ	৪৪
টেস্ট ক্রিকেটের যথার্থ দিশারীদ্বয়	৪৬
এ ছবি কার	৪৭
কেমন আছেন দাবাড়ু জিয়ার	৪৮
শব্দজট	৪৯
ক্রীড়াঙ্গনে জেন্ডার বৈষম্য	৫০
হয়নি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ	৫১
কুইজমালা	৫২
শিরোপা ধরে রাখতে পারবে রংপুর	৫৩
সিঙ্গাপুরের জয়ে বাংলাদেশের নিরাশা	৫৪
ইতিহাস গড়লেন বক্সার রুকসানা	৫৫
বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে প্রাসঙ্গিক	৫৬
বৈশ্বিক শিরোপা জয়ের মাধ্যমে	৫৭
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৫৮
ফুটবলে গোলমেশিন রোনালদো	৬০
চোকার্স নয়, এখন তারা বিশ্বসেরা	৬২
ভারতের প্রো-কাবাডি লিগে	৬৩

জোড়া সেঞ্চুরিতে শান্তর ইতিহাস ৩০

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে নতুন মাইলফলক গড়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। তিনি টেস্ট ক্রিকেটের উভয় ইনিংসে দ্বিতীয়বার সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে দুই ইনিংসেই শতক পাওয়া ১৬তম অধিনায়ক।

হামজা-শমিতকে নিয়ে ৩২

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে ভারতের বিপক্ষে ড্র করার পর বাংলাদেশের চূড়ান্ত পর্বে খেলার স্বপ্ন দানা বেঁধে ওঠে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনার সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হয়।

অলিম্পিক ডে ২০২৫ উদ্‌যাপন

মোরসালিন আহমেদ

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ) বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো গত ২৪ জুন অলিম্পিক ডে ২০২৫ উদ্‌যাপন করেছে। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শিক্ষা ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, জিরো পয়েন্ট, জিপিও, জাতীয় স্টেডিয়ামের ১ নম্বর গেট হয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে এসে শেষ হয়। এর আগে সকাল সাড়ে ৬টায় বিওএ সভাপতি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান নানা রঙের বেলুন উড়িয়ে র‍্যালির উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। বর্ণাঢ্য এ র‍্যালিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং বিওএ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বিকেএসপি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের খেলোয়াড়, বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন ও সংস্থার সংগঠকসহ ক্রীড়ানুরাগীরা অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালি শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। আইওসির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুধু রাজধানী ঢাকাতেই নয়, দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরেও অলিম্পিক ডে ২০২৫ উদ্‌যাপন করা হয়।

বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিওএ সভাপতি ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। এদিকে আইওসির পতাকা উত্তোলন করেন বিওএর মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা। অন্যদিকে বিওএর পতাকা উত্তোলন করেন অলিম্পিক ডে সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক এবং বিওএর উপমহাসচিব আশিকুর রহমান মিকু। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এনসিডিসির ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. সজীব রায় ফিজিক্যাল একটিভিটির গুরুত্ব সম্পর্কে একটি সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিওএর সভাপতি বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া একটিভিটির প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ফিজিক্যাল একটিভিটির ওপর বিওএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যাচ্ছে- এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ফিজিক্যাল একটিভিটি না করার কারণে আমরা হাইপার টেনশন, ডায়বেটিস, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। আমরা ভালো খাবার না খেয়ে লবণ ও তৈলাক্ত জাতীয় খাবার গ্রহণ করছি। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি ফিজিক্যাল একটিভিটিসগুলো জাগিয়ে রাখতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্থ থাকবে এবং দেশ ও জাতি গঠনে কাজ করে যেতে পারবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ হতে যেসব ক্রীড়াবিদ অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করেছেন সেসব বরেণ্য অলিম্পিয়ানদের মধ্যে অলিম্পিক ডে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি প্রমুখ।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

উচ্চমান সহকারী

মুহাম্মদ শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

সিনেমা প্রজেকশনিস্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

প্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

ক্রিকেটে অধিনায়ক সংকট ও ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশ ক্রিকেটে নেতৃত্বের সংকট যেন এখন একটি পুরোনো অথচ চলমান বাস্তবতা। কিছুকাল পরপরই অধিনায়ক পরিবর্তনের গুঞ্জন উঠে এবং এর প্রভাব দলের পারফরম্যান্সে কমবেশি যে পড়ে, তা অস্বীকার করা যাবে না। নেতৃত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা, অভিজ্ঞতা বনাম তারুণ্যের টানাপোড়েন এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনের অনুপস্থিতি নিয়ে অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স উঠানামা করেছে। একদিকে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ধারাবাহিকতা নেই, অন্যদিকে তরুণদের মাঝে নেতৃত্বের যোগ্যতা আছে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দেয়। তিন সংস্করণের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এখন শুধু টেস্ট দলের দায়িত্ব পালন করছেন। টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক করা হয়েছে লিটন দাসকে। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে থাকবেন। আর ওয়ানডেতে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজকে। তবে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে তিনি নেতৃত্ব দেবেন কি না, তা নিশ্চিত হয়নি। গত এক দশকে বাংলাদেশ ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব প্রায় নিয়মিতই পরিবর্তিত হয়েছে। এটি খেলোয়াড়দের মানসিক স্থিতি, দলীয় ঐক্য ও মাঠে কৌশলগত স্থিরতার ওপর প্রভাব ফেলে। দল যখন বারবার নতুন অধিনায়কের অধীনে খেলতে বাধ্য হয়, তখন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা থাকে না। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি এবং তার প্রভাব ফিল্ডিং, ব্যাটিং ও সামগ্রিক পারফরম্যান্সে পড়েছিল। ভবিষ্যতের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হলে এখন থেকেই দুই/তিনজন সম্ভাব্য অধিনায়ককে প্রস্তুত করা জরুরি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখনো একটি সুস্পষ্ট উত্তরসূরি পরিকল্পনা দাঁড় করানো যায়নি। শান্ত সাম্প্রতিক সময়ে অনেকবার নেতৃত্ব পেয়েছেন, বিশেষ করে টেস্ট এবং ওয়ানডে ফরম্যাটে। তাঁর ব্যাটিং গড় ভালো এবং ঠান্ডা মেজাজের অধিকারী। তবে তাঁর অধিনায়কত্বে কৌশলগত ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা কম এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা দেখা যায়। মিরাজ ডানহাতি অফস্পিনার ও কার্যকর ব্যাটার হিসেবে তিন ফরম্যাটেই কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন। তিনিও ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড় এবং তরুণদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। তবে অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা কম। লিটন অনেকবার অধিনায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁর সামর্থ্য আছে, তবে অধিনায়কত্বে তাঁর আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং ফোকাস ধরে রাখার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

এই নেতৃত্ব-সংকট কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, বরং এটি একটি কাঠামোগত ব্যর্থতার ফল। ক্রিকেটে পর্যাপ্ত লিডারশিপ গ্রুমিং হয় না। ‘এ’ দল, হাইপারফরম্যান্স ইউনিট এবং বয়সভিত্তিক তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি চিহ্নিত করে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। ফলে জাতীয় দলে আসার পর হঠাৎ করে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হলে সমস্যা দেখা দেয়। অধিনায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কখনো রাজনৈতিক চাপ, কখনো জনপ্রিয়তা, কখনো-বা সিনিয়রিটিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এর ফলে স্বচ্ছ ও দীর্ঘমেয়াদি নেতৃত্ব পরিকল্পনা গড়ে উঠে না। সে ক্ষেত্রে করণীয় কী? প্রথমত, তিন ফরম্যাটে আলাদা আলাদা অধিনায়ক করা হয়েছে, এর কার্যকারিতার আলোকে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, লিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করা যায়, যেখানে তরুণ খেলোয়াড়দের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা তৈরি হবে। তৃতীয়ত, অধিনায়কের পাশে কৌশলগত সাপোর্ট টিম গঠন করা যায়- মেন্টর, কৌশলবিদ, মনোবিজ্ঞানী ইত্যাদি। চতুর্থত, বিশ্বকাপ ২০২৭ সামনে রেখে অন্তত দুই বছরের জন্য অধিনায়ক ঠিক করা, যাতে তিনি দলকে পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুত করতে পারেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে নেতৃত্ব-সংকট দলকে অনেকাংশে পিছিয়ে দিচ্ছে। সাফল্য শুধু প্রতিভায় হয় না, সেটিকে রূপ দিতে হয় দূরদর্শী পরিকল্পনা ও স্থিতিশীল নেতৃত্বে। সঠিক সময়ে সাহসী সিদ্ধান্ত না নিলে ভবিষ্যতের ক্রিকেট ইতিহাসে আমরা শুধু সম্ভাবনার গল্পই শুনে যাব।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।

e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

আর কত নিচে নামতে থাকবে আমাদের ক্রিকেট?

শারজায় আরব আমিরাতের কাছে ৭ উইকেটে হার বাংলাদেশের ক্রিকেটে এনে দিল আরেকটি লজ্জা। সহযোগী সদস্যদের বিপক্ষে এটি বাংলাদেশের ১১তম হার (অফিশিয়াল ম্যাচে ১০ম), আর সিরিজ বিবেচনায় তৃতীয়বারের মতো সিরিজ হারল টাইগাররা। চমকপ্রদভাবে ঠিক এক বছর আগে (২১ মে ২০২৪) যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সেই দেশটির কাছেও সিরিজ হেরেছিল বাংলাদেশ। আর এবার ২১ মে ২০২৫-এ এসেও সেই দুঃস্বপ্ন ফিরে এল আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে। এই পরাজয় বাংলাদেশের জন্য গড়ল দুটি বিশ্বরেকর্ড।

১. টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১০টি টি-টোয়েন্টি হার সহযোগী দেশের বিপক্ষে, যেখানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪ হার ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

২. জিম্বাবুয়ের পর একমাত্র টেস্টখেলুড়ে দল হিসেবে একাধিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে সহযোগী দেশের কাছে।

২০১২ সালে স্কটল্যান্ডের কাছে ১ ম্যাচের সিরিজ হার দিয়ে এই ধারা শুরু হয়, এরপর যুক্তরাষ্ট্র ও আরব আমিরাতের কাছে সাম্প্রতিক হারে বেড়েছে হতাশার পালা।

জিম্বাবুয়ে যেখানে সর্বোচ্চ ৬ টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে সহযোগী দলের বিপক্ষে, বাংলাদেশ সেখানে ধীরে ধীরে সেই তালিকায় নিজেদেরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে। টেস্ট মর্যাদা পাওয়া একটি দেশের জন্য যা চরম হতাশার বিষয়। আসলে মোট কথা হলো আমাদের বর্তমান সময়ের ক্রিকেট খেলার ধরনটা নিয়ে ভাবতে হবে। তা না হলে সামনে আরও খারাপ কিছু লজ্জার রেকর্ড আমাদের চোখে পড়তে পারে। আরব আমিরাতের বিপক্ষে হার জাতিকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। আমাদের ক্রিকেট খেলাটার বয়স এত বছর পার হয়ে গেল তারপরও আমরা এত পিছিয়ে রয়েছি কেন জানা নেই। অথচ আমাদের খেলোয়াড়দের যেভাবে বাংলাদেশ সরকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে, সে হিসেবে কেন জানি আমরা এখনো আহামরি সাফল্য পাচ্ছি না। তাই এ দেশের ক্রিকেট নিয়ে ভাববার সময় এসে গেছে। আমরা জানি, বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে সংস্কার নিয়ে। তাই আমি মনে করি, এই প্রাণের প্রিয় ক্রিকেটের সংস্কারের প্রয়োজন। এই খেলার এখনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসছে না কেন, তা খতিয়ে দেখার দরকার এবং বিভিন্ন সংস্কার এর প্রয়োজন হলে সংস্কর করার দরকার। তা না হলে সামনে হয়তোবা আরও করুণ অবস্থা দেখতে হবে জাতিকে। তাই এখনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে জড়িত সবাইকে।

সামিয়া মাহমুদ, বাবুল সাহেব ভিলা, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম ৪২০৯। মোবাইল নং- ০১৭০৩৪৩৯৭৫৬

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। **- সম্পাদক**

ক্রীড়াজগত কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের অন্যতম ক্রীড়া ম্যাগাজিন পাক্ষিক ক্রীড়াজগত এর সম্পাদক, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা এবং পাঠকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, দীর্ঘ বছর ক্রীড়াজগতকে ভালোবেসে যাওয়ার জন্য এবং সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এত দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সামনে ১৬ জুলাই সংখ্যাটি প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে ৪৯ বর্ষে পা দিতে চলছে আমাদের সবার প্রিয় ম্যাগাজিনটি। বাংলাদেশে এমন কোনো প্রকাশিত প্রকাশনা বা ম্যাগাজিন বাজারে বের হতে পারে কি না, আদৌ আমার এখনো জানা নেই। একটি ম্যাগাজিন কীভাবে ৪৯ বর্ষে পা দিতে পারে, সেটাই সবাইকে অবাক করে প্রতিনিয়ত। তথ্যবহুল একটি ম্যাগাজিন খেলাধুলার খবর জানতে পারার জন্য। মাসে দুটো ম্যাগাজিন সময়ের আগেই পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিতে পারাটাও ক্রীড়াজগত কর্তৃপক্ষের জন্য এক বিরাট অর্জন। সবার অক্লান্ত পরিশ্রম এর ফলে আজ হয়তোবা এতটি বছর পার করতে পেরেছে পাক্ষিক ক্রীড়াজগতটি। পরিশেষে ৪৯ বর্ষ পা দিতে পারার জন্য এবং ক্রীড়াজগতের জন্মদিন উপলক্ষে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

মোহাম্মদ হুজায়ফাহ আলম, বায়জিদ, টেকনিক্যাল, চট্টগ্রাম ৪২০৯।

বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া দরকার

বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে ক্রিকেট খেলাকে সবাই ভীষণ পছন্দ করে। এ খেলার মাধ্যমে দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন এবং পরিচিত লাভ করেছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। ১৯৯৭ সালে আইসিসির বাছাই পর্বে শক্তিশালী টিম কেনিয়াকে হারিয়ে আকরাম খানের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল টিম বাংলাদেশ। তাঁরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছিল সর্বপ্রথম বাংলাদেশ দল। আর সেই প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে নেমেই বাজিমাত করে টিম বাংলাদেশ। তৎকালীন শক্তিশালী টিম পাকিস্তানকে হারিয়ে এবং স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিল টিম বাংলাদেশ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ মোটামুটি একটি দলে পরিণত হতে পেরেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। এই ক্রিকেট এর কথা এখন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় অনেক ভালো ক্রিকেটার এসেছেন, খেলে গেছেন আবার সময়ের স্রোতে চলেও গেছেন। তাঁর মধ্যে সাকিব, তামিম, মাহমুদউল্লাহ, মুশফিক, বাশার, আকরাম খান, নান্নু, সুজন, পাইলট, রফিক, দুর্জয়, বুলবুল, আশরাফুল, অপি, মাশরাফি, তারেক আজিজ, তাপশ, অলক কাপালিসহ আরও নাম না জানা বহু ক্রিকেটাররা। তবে তাঁরা খেলোয়াড় জীবনে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স করে গেলেও তাঁদের বিদায়ের বেলাটা সুখকর হয়নি। একেবারে সাদামাটাভাবে তাঁদের বিদায় নিতে দেখা গেছে বিভিন্ন সময়। আমরা অন্যান্য দেশের ক্রিকেট এর দিকে তাকালেই দেখতে পাই ভিন্ন চিত্র। বিদেশি খেলোয়াড়দের বিদায়টা হয় স্মরণীয়। বিসিবির প্রতি দেশবাসীর পক্ষ থেকে অনুরোধ রাখছি আমাদের ক্রিকেটেরাদের বিদায়ের সময় বিদায়টাও যেন সুন্দর করে দেওয়া হয়।

খাদিজাতুল কোবরা, বায়তুল শরফ মাদ্রাসা সংলগ্ন, পোস্ট অফিস- এনায়েতপুর, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৪০ বছরেও অনবদ্য রোনালদো

সময় চলে যায়, বয়স বাড়ে, খেলার মাঠ বদলায় কিন্তু কিছু নাম থেকে যায় রক্তে গাঁথা হয়ে। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, ৪০ বছর বয়সেও সেই নামের অর্থ বদলায় না। উয়েফা ন্যাশনস লিগ ২০২৪-২৫ সালে ফাইনাল ম্যাচ যেন তাঁর আরেকবার নিজেকে প্রমাণ করার মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। ৯ জুন রাত ১টায় (বাংলাদেশ সময়) অনুষ্ঠিত ম্যাচে পর্তুগাল স্পেনকে হারিয়ে ঘরে তোলে ট্রফি। তবে এই জয় শুধু দলীয় নয়, এক কিংবদন্তির অব্যর্থ উত্তরের নাম। প্রথমার্ধে স্পেন চমৎকার দুটি গোল দিয়ে এগিয়ে গেলেও, পর্তুগাল হাল না ছেড়ে এক গোল করে প্রথমার্ধেই ম্যাচে ফিরে আসে। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামেন সেই মানুষটি, যিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেন নীরব থেকেও। রোনালদোর এক অসাধারণ গোলে ম্যাচে ফেরে সমতা। মুহূর্তটিই যেন বলে দেয়, বয়স তাঁকে ছুঁতে পারেনি, ক্লান্তি তাঁর কাছে ব্যর্থ। নির্ধারিত সময় ও এক্সট্রা টাইমে কোনো গোল না হওয়ায় খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। আর সেখানে পর্তুগাল দেখায় ধীরস্থির কিন্তু নিখুঁত ফুটবল। ৫-৩ গোলের ব্যবধানে স্পেনকে পরাজিত করে পর্তুগাল অর্জন করে তাদের দ্বিতীয় ন্যাশনস লিগ শিরোপা। প্রথমটি এসেছিল ২০১৮-১৯ মৌসুমে। দুই মৌসুমের দুটি শিরোপায় এক নাম বারবার উচ্চারিত- রোনালদো। এই জয় শুধু একটি ট্রফি নয়, এটি এক বার্তা। সময় কাউকে থামাতে পারে না, যদি আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায় থাকে। রোনালদো গোল করছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দলের ভরসা হয়ে উঠছেন। ফুটবলবিশ্ব দেখল, ৪০ বছর বয়সেও একজন খেলোয়াড় কীভাবে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েউঠতে পারে।

মো. নাসরুল্লাহ সাকিব, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯

১৬ জুন ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

৪৮ বর্ষ ২১ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক তারিন

বাংলাদেশ ফুটবলের অতীত ইতিহাস

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে এ দেশের ফুটবল খেলা চলছিল বিভিন্ন জায়গায়। তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি ফুটবল খেলাটা সেই সময়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও আমাদের ফুটবল খেলার মান তেমন ওপরে উঠতে পারেনি। তবে মাঝখানে সেই নব্বই দশককে ফুটবল খেলার মান ভালো থাকলেও তা আর বর্তমান সময় পর্যন্ত একটানা ভালো খেলার মানটা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালের পর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত হিসাব করে দেখলে দেখা যায় যে এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শুধু এ দেশের ফুটবলের সোনালি যুগ ছিল সেই নব্বই দশকটি। যে যুগের কথা এখনো এ দেশের লাখো কোটি ফুটবলপ্রেমীরা ভুলতে পারেনি। অবশ্য এর ভেতর সাফ গেমসে দুইবার চ্যাম্পিয়নস হতে পেরেছিল টিম বাংলাদেশ। এটাই যা উল্লেখযোগ্য একটা সাফল্য পেয়েছিল বাংলাদেশ ফুটবল দল আন্তর্জাতিকভাবে। বর্তমান সময়ে ঠিকমতো লিগের খেলাও মাঠে গড়ায় না। মাঠে দর্শকশ্রোতা নেই বললেই চলে। একটি নিউজে দেখেছিলাম ১৯৯৪ সালে ক্রোয়েশিয়া দেশটির ফুটবল র‍্যাঙ্কিং ছিল আমাদের থেকে অনেক নিচে সে হিসেবে আজকে আমাদের দেশের অবস্থানটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে চিন্তা করার বিষয়। কেননা, সে দেশ এখন বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলে। আর আমরা এখনো দক্ষিণ এশিয়ার বাছাই পর্বের গণ্ডি পেরোতে পারছি না, যা খুবই দুঃখজনক বিষয়। অথচ খেলোয়াড়েরা আন্তরিকভাবে চাইলে এবং বাফুফে এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নিলে ঘরোয়া লিগগুলোকে আরও শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। এই ফুটবলে যেন কোনো ধরনের রাজনীতি হস্তক্ষেপে না পরে সেদিকে বাফুফেকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা ফুটবলপ্রেমীরা চাই ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য যেন ফিরে আসে।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম, আলম মঞ্জিল, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল নং-০১৮১৫৩৯৪০৫১।

বাংলাদেশ ফুটবলে নতুন জাগরণ

গত এক দশক ফুটবলের পারফরম্যান্স একদম তলাবিহীন ঝুড়ির মতো ছিল। তবে প্রবাসী ফুটবলারদের আগমনে দেশের ফুটবলে নতুন প্রলেপ পড়েছে, যার প্রতিফলন গত ৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নতুন রূপে দেখা গেছে। ভারতের সঙ্গে ড্র আর ভুটান বনাম বাংলাদেশ প্রস্তুতি ম্যাচে জয় এবং সবশেষে সিঙ্গাপুর ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে হারলেও লড়াইটা ছিল শক্তিশালী দলের মতো। সত্যিই বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার একটি সেরা ও পরিপক্ব দল। শুধু সর্বাত্মক ফলাফলের সেরাটা দিতে বাকি। আর সেটি পেতে হলে বাংলাদেশ দলকে হামজা, শমিত ও ফাহমিদুলকে নির্ভুল সঙ্গ দিতে হবে। এখনো দৃশ্যমান যে ত্রুটিগুলো খেলায় আছে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে জয় বাংলাদেশের পক্ষে থাকবে।

মো. সহীরুজ্জামান সজীব
গ্রাম- ধর্মপুর, ডাকঘর-গংগারহাট, উপজেলা-ফুলবাড়ি, জেলা- কুড়িগ্রাম।

ভাবতেই যেন অবাক লাগে

বাংলাদেশ একটি ক্রীড়াপ্রিয় দেশ। এ দেশের বেশির ভাগ মানুষই খেলাধুলাকে ভীষণ পছন্দ করে, এটা আমরা সবাই জানি এবং এক বাক্যে বিশ্বাস করে থাকি। তো এ খেলাধুলাকে আরও পাবলিকদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পত্রিকার অবদান ছিল, আর ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আশা করা যায়। আর সে পত্রিকাটির নাম হলো পাক্ষিক ক্রীড়াজগত। যেটাকে এ দেশের ক্রীড়াপ্রেমীরা ১৯৭৭ সাল থেকে চিনে আসছে। এ দেশের এবং আন্তর্জাতিক সব খেলাধুলার খবরাখবর আমাদের মতো পাঠকদের কাছে তুলে ধরার জন্য এ ম্যাগাজিনটির অবদান সত্যিই অপরিসীম। ১৯৭৭ সাল থেকে একটানা প্রকাশ হয়ে আসছে এ দেশের বাজারে তাই অবাক লাগে আমাদের। তা-ও আবার নির্ধারিত সময়ের আগেই বের হয়ে আসছে ইদানীং ম্যাগাজিনটি। যার জন্য পাঠকেরা ভীষণ আনন্দ পায় এবং বেশ উপকৃত হয়ে থাকি নানাভাবে। এখানে অবশ্য সম্পাদক এবং অন্যান্য যত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা রয়েছেন তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দায়িত্বশীলতার কারণে আজ এতটুকু সাফল্যতে আসতে পেরেছে উক্ত ম্যাগাজিনটি। এটা আমাদের মানতেই হবে। সামনে জুলাই মাসের ২০ তারিখে ম্যাগাজিনটি ৪৯ বর্ষে পা দেবে, যা জেনে খুবই আনন্দিত আজ যাঁরা উক্ত ম্যাগাজিনটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছি। সময়ের স্রোতে ৪৮ বছর শেষ হয়ে গেল ম্যাগাজিনটির। এখন ৪৯ এ পা দেবে ভাবলে অবাক লাগে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সব সময়ই ক্রীড়াজগতের সাফল্য কামনা করে থাকি। তাই এটি ৪৯-এ পা দিতে পারার জন্য আবারও ক্রীড়াজগতের সব কর্মকর্তা এবং সম্পাদককে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ রাসেল (মেজ মিয়া), আলম মঞ্জিল, আমতলী, কালাম উল্লাহ বাড়ি, মাইজভান্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ৪৩৫২। মোঃ ০১৮১৫৩৯৪০৫১

শমিত এখন বাংলাদেশের

৬ মে ২০২৫ সালের মঙ্গলবার, বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। কানাডাপ্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত সোম বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে খেলার জন্য ফিফার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র পেয়েছেন। এই অনুমোদন বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশি ফুটবলারদের অংশগ্রহণ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ২৭ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডারের আগমন বাংলাদেশ দলের মিডফিল্ডে শক্তি ও ভারসাম্য আনবে বলে আশা করছেন কোচিং স্টাফ এবং ফুটবল বিশ্লেষকেরা।

শমিত সোম কানাডায় জন্মগ্রহণকারী একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলার। বর্তমানে তিনি কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ক্যাভালরি এফসির হয়ে খেলছেন। তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু হয় কানাডার বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে। ২০১৬ সালে কানাডার অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে ৭টি ম্যাচ এবং ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে ৪টি ম্যাচ খেলেছেন। এ ছাড়া ২০২০ সালে কানাডার জাতীয় দলের হয়ে দুটি ম্যাচে অংশ নিয়েছেন। তবে হামজা চৌধুরীর বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেন, 'ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা হামজা যদি ইংল্যান্ডের বদলে বাংলাদেশের হয়ে খেলতে পারেন, তাহলে আমি কেন নয়?' শমিতের খেলার ধরন কেন্দ্রীয় মিডফিল্ডে দৃঢ়তা, গেম রিডিং বল কন্ট্রোল এবং ডিফেন্সিভ কভারেজের জন্য প্রশংসিত। সম্প্রতি ক্যাভালরি এফসির হয়ে ইয়র্ক ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ী ম্যাচে তিনি অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরে পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। এই পারফরম্যান্স তাঁকে কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের সপ্তাহের সেরা একাদশে জায়গা করে দিয়েছে।

শমিতের বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বেশ কয়েক মাস আগে। তিনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সঙ্গে যোগাযোগ করে লাল-সবুজের জার্সিতে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি দ্রুত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। ২০ এপ্রিল ২০২৫ সালে শমিত জন্মনিবন্ধন হাতে পান। এরপর ১ মে ২০২৫ সালে কানাডিয়ান সরকার অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে ছাড়পত্র পান। ২ মে ২০২৫ সালে টরন্টোর বাংলাদেশ হাইকমিশনের কনস্যুলেট অফিসে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন। মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ই-পাসপোর্ট প্রস্তুত হয়। প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র নিয়ে বাফুফে ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটিতে আবেদন করে। ৬ মে ২০২৫ সালে ফিফা শমিতকে বাংলাদেশের হয়ে খেলার চূড়ান্ত অনুমতি দেয়। বাফুফের সহসভাপতি ফাহাদ করিম নিশ্চিত করেছেন, 'ফিফা থেকে শমিতকে ছাড়পত্র দিয়েছে। আমরা সেই ছাড়পত্র হাতে পেয়েছি। বাংলাদেশের হয়ে খেলতে তাঁর আর কোনো আনুষ্ঠানিকতা বাকি নেই।'

শমিত সোমের ফিফা অনুমোদন বাংলাদেশের ফুবলের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ। হামজা চৌধুরীর পর তিনি দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রবাসী ফুটবলার যিনি জাতীয় দলে যোগ দিচ্ছেন। হামজার অভিষেকের পর থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি ফুটবলারদের মধ্যে জাতীয় দলের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। শমিতের আগমন এই প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা শমিতের মিডফিল্ডে শক্তিমত্তা ও ভারসাম্য আনার ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, 'শমিতের অভিজ্ঞতা এবং পেশাদারত্ব দলের রক্ষণ ও আক্রমণের ভারসাম্যে নতুন মাত্রা যোগ করবে'। ১০ জুন ২০২৫ সালে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে শমিতের অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ম্যাচে তাঁর পারফরম্যান্স বাংলাদেশ দলের মিডফিল্ডকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে বলে আশাবাদী সমর্থকেরা। শমিত সোমের এই যাত্রা শুধু ফুটবল মাঠের জন্যই নয়, তরুণ প্রজন্মের জন্যও একটি অনুপ্রেরণার বার্তা বহন করছে। তিনি বাংলাদেশ দলের অন্যান্য প্রবাসী ফুটবলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, যেমন তারিক কাজী, জামাল ভুঁইয়া, কাজেম শাহ এবং সায়েদ। তিনি বলেন, 'আমি বাংলাদেশের হয়ে খেলার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ঠিক সময়ে এই সুযোগ এসেছে'। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, শমিতের মতো প্রবাসী ফুটবলারদের আগমন বাংলাদেশের ফুটবলকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সাহায্য করবে। এটি দেশের তরুণ ফুটবলারদের জন্যও একটি উদাহরণ স্থাপন করবে, যারা বিশ্বমঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার স্বপ্ন দেখে। শমিত সোমের ফিফা অনুমোদন বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য একটি মাইলফলক। তাঁর পেশাদারত্ব, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং শেকড়ের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে বাংলাদেশ দলের একটি মূল্যবান সংযোজন করে তুলেছে। ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ম্যাচে লাল-সবুজের জার্সিতে তাঁর অভিষেকের অপেক্ষায় রয়েছে ফুটবলপ্রেমীরা। শমিত সোম শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি বাংলাদেশের ফুটবলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক।

রাশেদ আহমেদ , গুলশান, ঢাকা-১২১২।

গল স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট ড্র করে 'সন্তুষ্ট' থেকেছে বাংলাদেশ দল

আক্ষেপ আর স্বস্তি মিলেমিশে একাকার

মো. মাহবুবুর রশিদ

ম্যাচ শুরুর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ৪৫ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ার পরও যে শেষ পর্যন্ত টেস্টটা ড্র করা গেছে, এটা অবশ্যই স্বস্তির। কিন্তু চতুর্থ দিন শেষে ১৮৭ রানে এগিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও জিততে না পারা নিশ্চয় আক্ষেপের। গলে অনুষ্ঠিত শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবারের সিরিজের প্রথম টেস্ট বাংলাদেশের জন্য তাই হয়ে থাকল পাওয়া না-পাওয়ার মিশ্র অভিজ্ঞতার বিপরীতধর্মী অনুভূতির যুগলবন্দী। জয়ের দারুণ সম্ভাবনা তৈরি করেও যে নাজমুল হোসেন শান্তর দল শেষ হাসি হাসতে পারল না, এ জন্য যতটা না দায়ী বৃষ্টি, ঠিক ততটাই দায়ী নিজেদের নেতিবাচক মানসিকতা! পঞ্চম দিনে তো জয়ের ন্যূনতম তাড়নাই দেখা যায়নি বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে! তারচেয়ে নিরাপদ পথে হেঁটে আগেভাগে ড্রকেই ভবিতব্য মেনে নিয়েছেন মুশফিক-শান্তরা। এটা ঠিক যে মেরেকেটে ব্যাটিং করে আরেকটু আগেভাগে ইনিংস ঘোষণা করে জেতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লে এমনকি হেরে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকত। যদিও তাতে অন্তত টেস্টে 'সাবালক' হয়ে ওঠার বার্তাটা ঠিকই দেওয়া যেত।

যা-ই হোক সাদা পোশাকের বনেদী ক্রিকেট আঙিনায় ২৫ বছরের পথচলায় ১৫৩তম টেস্টে সব মিলিয়ে ১৯তম ড্রয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এটি বাংলাদেশের ষষ্ঠ ম্যাচ অমীমাংসিত রাখা। ২০২২ সালের মে মাসে লঙ্কানদের সঙ্গে চট্টগ্রামে শেষবার ড্র করার তিন বছর ও ২২ ম্যাচ পর আবারও নিস্ফলা টেস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো টাইগারদের।

গল ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের ঐতিহ্যগত রান-প্রসবা উইকেটে টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিং বেছে নিতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি নাজমুল হোসেন শান্ত। এক যুগ আগে এই মাঠেই নিজেদের টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৬৩৮ রানের দলীয় ইনিংসের সুখস্মৃতি রয়েছে বাংলাদেশের। স্কোরবোর্ডে ৫ রান জমা হতেই 'ডাক' মেরে প্যাভেলিয়নে ফিরেন ওপেনার এনামুল হক বিজয়, ব্যক্তিগত ১৪ রান করে আউট হন তাঁর সঙ্গী সাদমান ইসলাম এবং তিনে নামা টেস্ট স্পেশালিস্ট মুমিনুল হক করেন ২৯ রান। ৩ উইকেটে ৪৫, ব্যাটিং বিপর্যয়ের গন্ধ পেতে শুরু করা বাংলাদেশকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। সাবেক আর বর্তমান অধিনায়ক মিলে উইকেটে থিতু হয়ে লঙ্কান বোলারদের হতাশায় পুড়িয়ে চতুর্থ উইকেটে গড়েন ২৬৪ রানের দুর্দান্ত জুটি। এরপর ব্যক্তিগত ১৪৮ রান করে আউট হন শান্ত। বাংলাদেশি কাপ্তানের ২৭৯ বলের ইনিংসে ছিল ১৫টি চার ও ১টি ছক্কার মার। পঞ্চম উইকেটে ১৪৯ রানের আরেকটি কার্যকর পার্টনারশিপ পায় বাংলাদেশ। সেটি ভাঙে মুশফিকের বিদায়ে। ৩৫০ বলে ১৬৩ রানের দারুণ একটি ইনিংস আসে অনেক দিন ধরে বড় ইনিংস খেলতে না পারা এই মিস্টার ডিপেন্ডেবলের ব্যাট থেকে। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগানো লিটন দাস ৯০ রানের মাথায় উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন। মাত্র ২১ রান যোগ করতেই শেষ ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ অলআউট হয়ে যায় ৪৯৫ রানে। শ্রীলঙ্কার ডানহাতি পেসার আসিথা ফার্নান্ডো ৪টি এবং মিলান রত্নায়েকে ও অফস্পিনার থারিন্দু রত্নায়েকে ৩টি করে উইকেট তুলে নেন।

জবাব দিতে নেমে ৪৭ রানে ওপেনিং জুটি ভাঙার পর দ্বিতীয় উইকেটে ২০৪ রান পর্যন্ত গিয়ে দারুণ ভিত গড়ে তোলে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের বোলারদের শাষণ করে একপ্রান্তে স্টোকসমৃদ্ধ নক উপহার দেন পাথুম নিশাঙ্কা। ডানহাতি এই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানকে সরাসরি বোল্ড করে ১৩ রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি-বঞ্চিত করেন হাসান মাহমুদ। নিশাঙ্কার ২৫৬ বলে সাজানো ১৮৭ রানের দর্শনীয় ইনিংসে ছিল ২৩টি বাউন্ডারি ও ১টি ছয়। ৪ উইকেটে ৩৬৮ রানে তৃতীয় দিন শেষ করা লঙ্কানরা চতুর্থ দিনে একপর্যায়ে ৬ উইকেটে ৪৭০ রান পর্যন্ত গিয়ে বড় অঙ্কের 'লিড' নেওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়েছিল। কিন্তু তা হতে দেননি নাঈম হাসান। জ্বরের কারণে মেহেদী হাসান মিরাজ খেলতে না পারার সুবাদে একাদশে সুযোগ পাওয়া এই দীর্ঘদেহী অফস্পিনার টপাটপ শেষ ৩টি উইকেট দখল করে স্বাগতিকদের ইনিংস থামিয়ে দেন ৪৮৫ রানে। সব মিলিয়ে ১২১ রান খরচে ৫ উইকেট শিকার করেন নাঈম, পেসার হাসান

উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করার পুরস্কার হিসেবে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হন টাইগার কাপ্তান নাজমুল হোসেন শান্ত

মাহমুদ পান ৩ উইকেট এবং ১টি করে তাইজুল ইসলাম ও মুমিনুল হক।

বোলার-ফিল্ডারদের সৌজন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১০ রানের লিড পাওয়া বাংলাদেশের জন্য ছিল অনেক বড় ব্যাপার। তাতে করে নিষ্প্রাণ ড্রয়ের দিকে এগুতে থাকা ম্যাচে তৈরি হয়ে ফল আসার সম্ভাবনাও। অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসেও রান পাননি এনামুল হক বিজয় (৪), ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে থাকেন মুমিনুল হকও (১৪)। তবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আগের টেস্টে সেঞ্চুরি করা সাদমান ইসলাম পজেটিভ ব্যাটিং করে বাংলাদেশের স্কোরকার্ড বেশ দ্রুতই ছোটাতে থাকেন। বাঁহাতি এই ওপেনার ১২৬ বলে ৭৬ রান করে আউট হওয়ার পর নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম হাল ধরলেও বেশ কমে যায় সফরকারীদের রানরেট। প্রথম ইনিংসের দুই সেঞ্চুরিয়ান জুটি বেঁধে এতটাই সাবধানী ব্যাটিং করছিলেন যে মনে হচ্ছিল তখনই তাঁরা ম্যাচের ফলের আশা ছেড়ে দিয়ে ড্রয়ের দিকেই পাখির চোখ করেছেন।

তারপরও চতুর্থ দিন শেষে ৭ উইকেট হাতে রেখে ১৮৭ রানের লিড নিয়েছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জয়, শ্রীলঙ্কার জয়, ড্র- তিনটি সম্ভাবনাকে সামনে রেখে পঞ্চম দিনে পা রেখেছিল গল টেস্ট। সকালে ঘণ্টাখানেক খেলা হওয়ার পর বৃষ্টি নেমে এসে তিন ঘণ্টা স্থায়ী হওয়ায় দুই দলের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসে, বদলে যায় ম্যাচের দৃশ্যপটও। খেলা বন্ধের সময় বাংলাদেশ দল এগিয়ে ছিল ২৪৭ রানে। বৃষ্টি থামার পর আবারও ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে ২৮৫ রান করে তবেই ঘোষণা করে দ্বিতীয় ইনিংস। ততক্ষণে শেষ দিনের খেলা বাকি আর ৩৭ ওভার। জিততে হলে এ সময়ের মধ্যেই শ্রীলঙ্কাকে অলআউট করতে হতো বাংলাদেশের। তবে ৩২ ওভার পর্যন্ত বাংলাদেশের বোলাররা নিতে পেরেছেন ৪ উইকেট। বাকি কয়েক ওভারে শ্রীলঙ্কাকে অলআউট করা সম্ভব না ধরে নিয়ে ম্যাচে অমীমাংসিত ফল মেনে নেন দুই অধিনায়ক। এই ড্র এক অর্থে বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই গৌরবের। পাশাপাশি শেষ দিনে ব্যাটিংয়ের ধরন বেশ কিছু প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে। সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নটা হলো, সুবর্ণ সুযোগ আসার পরও জয়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল কি-না বাংলাদেশ? ম্যাচের গতি-প্রকৃতির দিকে তাকালে উত্তরটা এক কথায়, 'না'। বাংলাদেশ যদি দ্বিতীয় ইনিংসে ঝোড়ো ব্যাটিং করে আরেকটু আগে ঘোষণা করে দিত, অন্তত বৃষ্টির পর আর ব্যাটিংয়ে না নামতো; তাহলে বোলাররা শ্রীলঙ্কাকে অলআউট করার জন্য আরও বেশ কিছু ওভার বেশি পেত। সে ক্ষেত্রে অবশ্য টার্গেট কম হতো বলে লঙ্কানরাও জয়ের জন্য চেষ্টা করতো নিশ্চয়, ম্যাচে তৈরি হতো পারতো রোমাঞ্চ। এই যে বাংলাদেশ কোনো ঝুঁকি না নিয়ে ড্রয়ের নিরাপদ পথে হেঁটেছে, এর মধ্যে দল ও সময়ের দাবি অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত অর্জনের দিকে নজর দেওয়ার দৃষ্টিকটু প্রবণতাও সবার নজর কেড়েছে। প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান মুশফিকুর রহিম হাফ সেঞ্চুরির দিকে তাকিয়ে খুবই ধীরস্থীর ব্যাটিং করেছেন। আউট হওয়ার আগে লম্বা সময় বাউন্ডারি আসেনি তাঁর ব্যাট থেকে। এরপর বৃষ্টি প্রায় এসে যাওয়ার পর তড়িঘড়ি করে অসম্ভব একটা রান নিতে গিয়ে ব্যক্তিগত ৪৯ রানের মাথায় রানআউট হয়েছেন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই ব্যাটসম্যান। অন্যদিকে যেভাবেই হোক, জোড়া শতকে পাখির চোখ করেছিলেন শান্ত। সেঞ্চুরি করার আগে ৩৬ বলে কোনো বাউন্ডারি হাঁকাতে পারেননি তিনি, অথচ সেঞ্চুরি পূর্ণ হওয়ার পরের ৯ বলে ঠিকই করেছেন ২৫ রান, দুই ওভারেই মেরেছেন ৩টি ছক্কা! বাংলাদেশ অধিনায়ক সেঞ্চুরির আগে এমন বিস্ফোরক ব্যাটিংটা করতে পারতেন না? তাতে কী হতো? হয়তো কয়েক ওভার আগেই সেঞ্চুরি পেতেন কিংবা আউট হয়ে যেতেন, তখন 'দান' ছেড়ে দিলে বোলাররা আরও কয়েকটা ওভার বেশি পেত শ্রীলঙ্কাকে চেপে ধরতে। ২৯৬ রানের জয়ের লক্ষ্যে নামা লঙ্কানদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৮ রানের মধ্যেই ৪ উইকেট তুলে নিয়ে তাইজুল ইসলাম ও নাঈম হাসান যেমন ক্যারিশমা দেখিয়েছেন, তেমনি বাংলাদেশের সমর্থকদের আক্ষেপও বাড়িয়েছেন।

মুশফিকুর রহিমের ব্যাট থেকে প্রথম ইনিংসে আসে ১৬৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

* তারিখ : ১৭-২১ জুন ২০২৫
* ভেন্যু : গল ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম
* টস জয় : বাংলাদেশ (ব্যাটিং)
* বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস : ১৫৩.৪ ওভারে ৫৯৫ রানে অলআউট (মুশফিকুর রহিম ১৬৩, নাজমুল হোসেন শান্ত ১৪৮, লিটন দাস ৯০, মুমিনুল হক ২৯, সাদমান ইসলাম ১৪, নাঈম হাসান ১১; আসিথা ফার্নান্ডো ৪/৮৬, মিলান রত্নায়েকে ৩/৩৯, থারিন্দু রত্নায়েকে ৩/১৯৬)
* শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংস : ১৩১.২ ওভারে ৪৮৫ রানে অলআউট (পাথুম নিশাঙ্কা ১৮৭, কামিন্দু মেন্ডিস ৮৭, দীনেশ চান্ডিমাল ৫৪, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ ৩৯, মিলান রত্নায়েকে ৩৯, লাহিরু উদানা ২৯, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ১৯, প্রবাথ জয়াসুরিয়া অপরাজিত ১১; নাঈম হাসান ৫/১২১, হাসান মাহমুদ ৩/৭৪, মুমিনুল হক ১/২৮, তাইজুল ইসলাম ১/১৫৬)

* বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংস : ৮৭ ওভারে ৬ উইকেটে ২৮৫ রানে ইনিংস ঘোষণা (নাজমুল হোসেন শান্ত অপরাজিত ১২৫, সাদমান ইসলাম ৭৬, মুশফিকুর রহিম ৪৯, মুমিনুল হক ১৪; থারিন্দু রত্নায়েকে ৩/১০২, মিলান রত্নায়েকে ১/২৬, প্রবাথ জয়াসুরিয়া ১/৯২)
* শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ইনিংস : ৩২ ওভারে ৪ উইকেটে ৭২ রান (পাথুম নিশাঙ্কা ২৪, কামিন্দু মেন্ডিস অপরাজিত ১২, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা অপরাজিত ১২; তাইজুল ইসলাম ৩/২৩, নাঈম হাসান ১/২৯)
* ফল : ম্যাচ ড্র
* প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ : নাজমুল হোসেন শান্ত (বাংলাদেশ)

প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার করে বাংলাদেশকে লিড এনে দিয়েছিলেন অফস্পিনার নাঈম হাসান

ওয়ানডেতে 'নতুন বাংলাদেশের' ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন

মো. মাহবুবুর রশিদ

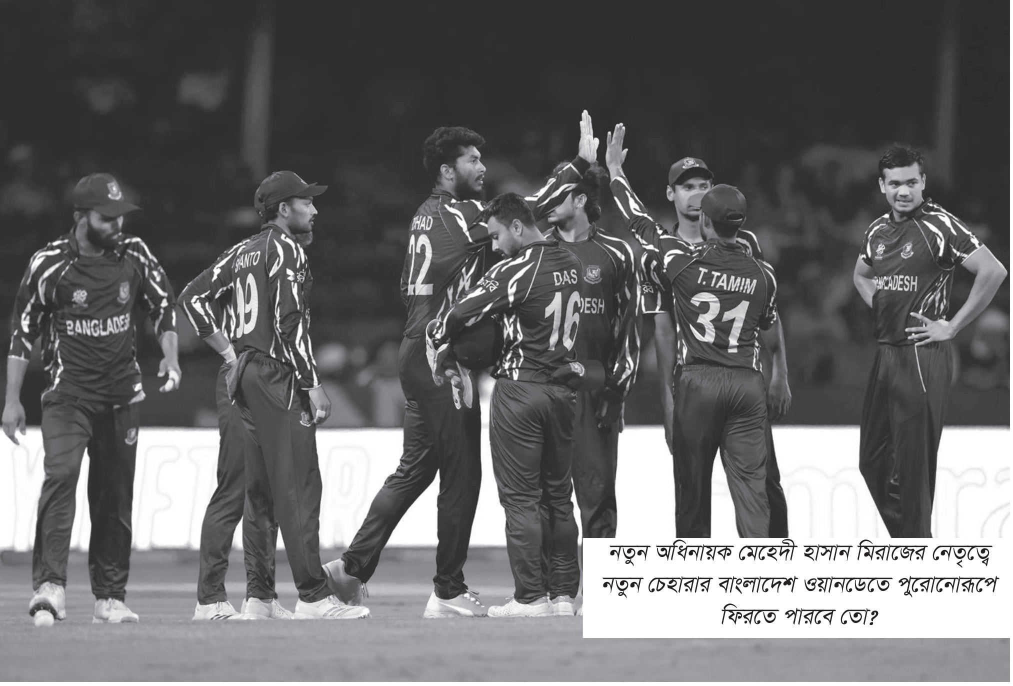

নতুন অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে নতুন চেহারার বাংলাদেশ ওয়ানডেতে পুরোনোরূপে ফিরতে পারবে তো?

বাংলাদেশ VS Sri Lanka Cricket

চার মাসেরও বেশি সময় পর ওয়ানডে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে যুগ্মভাবে পাকিস্তান ও দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর এই সংস্করণে আর কোনো ম্যাচ খেলেনি টাইগাররা। এবারের সফরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২ টেস্টের সিরিজ শেষে রয়েছে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে এবং সমানসংখ্যক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। 'পছন্দের সংস্করণ' পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে চরম দুঃসময়ের ঘূর্ণাবর্তে পতিত বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো?

বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, ওয়ানডেতে লাল-সবুজ বাহিনী লঙ্কানদের মোকাবিলা করতে নামবে অনেকটাই নতুন চেহারার একটা দল নিয়ে। নতুন অধিনায়ক হিসেবে এই সিরিজ দিয়েই শুরু হবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বের সূচনা। অনেকটা হঠাৎ করেই নাজমুল হোসেন শান্তকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে এক বছরের জন্য এই অলরাউন্ডারের ওপর আস্থা রেখেছে বিসিবি। বাংলাদেশ দলে দেখা যাবে না দীর্ঘদিনের দুই লড়াকু সৈনিক মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর দেশে ফিরে দুজনই ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন। তাতে মাহমুদউল্লাহর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারেরই পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর মুশফিক সাদা বলের ক্রিকেট ছেড়ে এখন কেবলই টেস্ট খেলছেন, রয়েছেন শততম টেস্টের মাইলফলক ছোঁয়ার দুই কদম দূরত্বে। সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি মুর্তজা তো অনেক আগেই 'অতীত' হয়ে গেছেন। ওদিকে লম্বা সময় দোদুল্যমান অবস্থায় থাকার পর জাতীয় দলকে গুডবাই বলে দিয়েছেন তামিম ইকবালও। আর সাকিব আল হাসান আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের ঘোষণা না দিলেও বর্তমান বাস্তবতায় এই অলরাউন্ডারের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার কার্যত শেষ ধরেই নেওয়া যায়।

সব মিলিয়ে ওয়ানডেতে লম্বা সময় পর সম্পূর্ণরূপে 'পঞ্চপাণ্ডব মুক্ত' বাংলাদেশ মাঠে নামতে যাচ্ছে এই প্রথম। যে পাঁচ তারকা ক্যারিয়ারের স্বর্ণালী সময়ে সম্মিলিতভাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে এই ফরম্যাটে বৈশ্বিক শিরোপা জেতাতে না পারলেও বাংলাদেশকে দারুণ সব সাফল্য এনে দিয়েছেন। প্রায় দুই দশক পর ওয়ানডেতে এমন একটা বাংলাদেশকে ২২ গজে দেখা যাবে, যে দলে মাশরাফি, মুশফিক, সাকিব, তামিম ও মাহমুদউল্লাহর একজনও নেই! বাংলাদেশের এখনকার প্রজন্মের ক্রিকেট অনুসারীদের জন্য সত্যিকার অর্থেই এটা হতে যাচ্ছে একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা। আর মিরাজের নেতৃত্বে মাঠে নামতে যাওয়া দলের জন্যও নতুন অভিজ্ঞতার অভাব নেই। পছন্দের সংস্করণে বাংলাদেশ যে খেলতে নামবে র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০ নম্বর দলের 'তকমা' নিয়ে! এমন কিছুও যে বাংলাদেশের জন্য অনেকটাই 'নতুন'!

সাম্প্রতিক সময়ে ওয়ানডে ক্রিকেটে কেমন দিনকাল কাটাচ্ছে বাংলাদেশ? এক কথায় উত্তর দিলে বলতে হয়, এতটাই শোচনীয় দশা বিরাজ করছে যে জিততেই যেন ভুলে গেছে দলটা! এই ফরম্যাটে শেষ দুটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজই হেরেছে টাইগাররা। যদিও প্রতিপক্ষ এমন কোনো আহামরি শক্তিশালী দল ছিল না। ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে তাদের মাটিতে লজ্জাজনকভাবে ৩-০ তে 'ধবলধোলাই' হওয়ার আগের মাসে শারজায় বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষে। এরপর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে জয়শূন্য থেকে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে যায় শান্ত বাহিনী। অথচ, বৈশ্বিক এই ওয়ানডে টুর্নামেন্টের পূর্ববর্তী ২০১৭ আসরের সেমিফাইনালে খেলেছিল বাংলাদেশ। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও এটাই নির্মম বাস্তব যে, ওয়ানডেতে নিজেদের খেলা সবশেষ ৬ ম্যাচেই বাংলাদেশের কপালে জুটেছে টানা ৬ পরাজয়!

মূলত একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের চরম দুঃসময়ের প্রতিফলনই ঘটেছে র‍্যাঙ্কিংয়ে। গত মে মাসে প্রকাশিত বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের বার্ষিক হালনাগাদে এক ধাপ অবনমন হয় লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের। তারা ৯ নম্বর থেকে ছিটকে গেছে দশে! বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য এটি সত্যিকার অর্থেই '১০ নম্বর বিপদ সংকেত' বলা যায়। এবারের আগে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে শেষ কবে দশে ছিল বাংলাদেশ, স্মৃতির ভেলায় চড়ে তা সহজে মনে করতে পারার সম্ভাবনা কম! রেকর্ডের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এজন্য যে ফিরে যেতে হচ্ছে প্রায় ১৯ বছর আগে! সেই ২০০৬ সালে শেষবার পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটের র‍্যাঙ্কিং তালিকায় দশে ছিল বাংলাদেশের নাম। ওই বছরের ১৬ অক্টোবর জিম্বাবুয়েকে টপকে প্রথমবার নয় নম্বরে উঠা বাংলাদেশ পরবর্তী সময়ে বেশির ভাগ সময় ৭ থেকে ৯-এর মধ্যেই অবস্থান করেছে। এমনকি ২০১৭ ও ২০২২ সালে দুই দফায় অল্প

পঞ্চপাণ্ডবের একজনও ওয়ানডে দলে নেই, প্রায় দুই দশক পর এমন বিরল অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের...

এক বছরের জন্য ওয়ানডের অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর মেহেদী হাসান মিরাজের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট শ্রীলঙ্কা সিরিজ

বাংলাদেশের ওয়ানডে দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন ২৮ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম

কিছুদিনের জন্য ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬ নম্বরে পর্যন্ত উঠেছিল টাইগার বাহিনী, যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অবস্থান। সেখান থেকে পেছাতে পেছাতে এবার কি-না হলো এতটা অধঃপতন...।

অথচ, ক্রিকেটের অন্য দুই সংস্করণের তুলনায় ওয়ানডেতে ভালো খেলে বাংলাদেশ এবং পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচে দেশে-বিদেশে যেকোনো জায়গায় যেকোনো দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে; এমন একটা ধারণা জোরালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ২০১২ এশিয়া কাপের ফাইনাল, ২০১৫ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল এবং ২০১৭ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনালে খেলা বাংলাদেশ এর আগে-পরে বেশ কিছু দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয়ের সুবাদে ওয়ানডেতে দারুণ অবস্থানে চলে যায়। তখন ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত-সমালোচিত পঞ্চপাণ্ডবের (সাকিব আল হাসান, মাশরাফি মুর্তজা, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ) ক্যারিয়ারের সুবর্ণ সময়। অপেক্ষা ছিল 'পরের স্তরে' পা রেখে আরও স্মরণীয় সাফল্য অর্জনের। কিন্তু গত বছর দুয়েক ধরেই বদলে যেতে থাকে দৃশ্যপট, ব্যর্থতার বৃত্তে বন্দী হয়ে ক্রমান্বয়ে পায়ের নিচের মাটি হারাতে থাকে বাংলাদেশ। শেষ ৬টি দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজের মধ্যে ৫টিতেই পরাজিত হয়ে কেবল একটি জিতেছে বাংলাদেশ এবং সবশেষ খেলা ৬ ম্যাচে হেরেছে প্রত্যেকটিতেই- পছন্দের সংস্করণে বাংলাদেশের করুণ অবস্থা বোঝাতে এই ছোট পরিসংখ্যানই যথেষ্ট।

এমন প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন একটাই, ওয়ানডেতে সুনাম পুনরুদ্ধারের মিশনে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো টাইগাররা? এ ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার চেয়ে 'আদর্শ প্রতিপক্ষ' আর হতে পারতো না। কারণ, পনেরো মাস আগে বাংলাদেশ সবশেষ যে ওয়ানডে সিরিজটি জিতেছে সেটি লঙ্কানদের বিপক্ষেই (গত বছরের মার্চে, ঘরের মাঠে ২-১ ব্যবধানে)। এখানেই শেষ নয়, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে শেষ ২টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজেরই ট্রফি জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ (গত সিরিজের আগে ২০২১ সালের মে মাসে হোম সিরিজে, ২-১ এ)। এমনিতে পরিসংখ্যানে কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে শ্রীলঙ্কা। এ পর্যন্ত ওয়ানডেতে দুই দলের মধ্যকার ৫৭ মোকাবিলায় বাংলাদেশের ১২ জয়ের বিপরীতে লঙ্কানদের জয়সংখ্যা ৪৩ এবং অন্য ২টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। শ্রীলঙ্কার মাঠে তাদের বিপক্ষে ২৪ ম্যাচে ২০টিতে পরাজিত হওয়া টাইগাররা জয় পেয়েছে কেবল ২টিতে (২০১৩ সালের মার্চে পাল্লেকেলে মাঠে বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় ওয়ানডেতে ডার্কওয়ার্থ লুইসস্টার্ন পদ্ধতিতে ৩ উইকেটে এবং ২০১৭ সালের মার্চে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ডাম্বুলায় ৯০ রানে)। এ ছাড়া পরস্পরের বিপক্ষে ১০টি দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজের ৬টিই জিতেছে শ্রীলঙ্কা, শেষ ২টিতে জয়ের হাসি হেসেছে বাংলাদেশ এবং অমীমাংসিত থেকেছে অন্য ২টি সিরিজ।

সার্বিক বিবেচনায় শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের আশার পাশাপাশি আশঙ্কার কারণও কিন্তু আছে! এই সংস্করণে শেষ ৪টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের মধ্যে ৩টিই জিতে বেশ ফর্মে রয়েছে দলটি। সবচেয়ে বড় কথা, ২০২১ সালের জুলাইয়ে ভারতের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার পর লঙ্কানরা ঘরের মাঠে গত চার বছরে আর কোনো ওয়ানডে সিরিজেই হারেনি। অথচ, এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়া শ্রীলঙ্কা এর আগে ২০২৩ বিশ্বকাপের টিকিটও কেটেছিল বাছাইপর্বের বৈতরণী পেরিয়ে। গত কয়েক বছরে বেশির ভাগ সময় ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের আটে কিংবা নয়ে পড়ে থাকা বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সাবেক চ্যাম্পিয়ন লঙ্কানরা দুঃসময় পেরিয়ে বিশেষ করে দ্বিপক্ষীয় সিরিজগুলোতে সাফল্যের সুবাদে এতটাই উন্নতি করেছে যে, এই সংস্করণের সবশেষ বার্ষিক হালনাগাদে এক লাফে উঠে এসেছে চার নম্বরে! শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবার শ্রীলঙ্কার মাঠে মিরাজের নেতৃত্বে ওয়ানডে সিরিজে 'টেক্কা' দিতে পারবে কি-না বাংলাদেশ, সময়ই কেবল তা বলতে পারবে।

বাংলাদেশের ওয়ানডে স্কোয়াড : মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, নাঈম শেখ, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, লিটন কুমার দাস, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারি, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ।

ওয়ানডে সিরিজের সূচি...

প্রথম ওয়ানডে	: ২ জুলাই, কলম্বো
দ্বিতীয় ওয়ানডে	: ৫ জুলাই, কলম্বো
তৃতীয় ওয়ানডে	: ৮ জুলাই, পাল্লেকেলে

এক নজরে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ১০টি দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজের ফল...

সময়কাল	আয়োজক সিরিজের ফল	ম্যাচ	বাংলাদেশ জয়ী	শ্রীলঙ্কা জয়ী	ফলহীন
আগস্ট - ২০০২	শ্রীলঙ্কা	৩	০	০	শ্রীলঙ্কা ৩-০ তে জয়ী
আগস্ট-সেপ্টেম্বর- ২০০৫	শ্রীলঙ্কা	৩	০	০	শ্রীলঙ্কা ৩-০ তে জয়ী
সেপ্টেম্বর- ২০০৬	বাংলাদেশ	৩	১	০	শ্রীলঙ্কা ২-১ এ জয়ী
জুলাই-২০০৭	শ্রীলঙ্কা	৩	০	০	শ্রীলঙ্কা ৩-০ তে জয়ী
মার্চ- ২০১৩	শ্রীলঙ্কা	৩	১	১	১-১ এ সিরিজ ড্র
ফেব্রুয়ারি- ২০১৪	বাংলাদেশ	৩	০	০	শ্রীলঙ্কা ৩-০ তে জয়ী
মার্চ-এপ্রিল- ২০১৭	শ্রীলঙ্কা	৩	১	১	১-১ এ সিরিজ ড্র
জুলাই-২০১৯	শ্রীলঙ্কা	৩	০	০	শ্রীলঙ্কা ৩-০ তে জয়ী
মে- ২০২১	বাংলাদেশ	৩	২	০	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী
মার্চ- ২০২৪	বাংলাদেশ	৩	২	০	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী

প্রায় দুই বছর পর ওয়ানডেতে ফেরানো হয়েছে বাঁহাতি ওপেনার নাঈম শেখকে

ফুরিয়ে যাননি মুশফিকুর রহিম

মো. রেজাউল হক

অনেকদিন পর রান-খরা কাটানোর স্বস্তিতে আপ্লুত মুশফিকুর রহিম

শ্রীলঙ্কাগামী বিমানে চড়ার সময়ও প্রবল চাপে ছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে চলছিল আলোচনা-সমালোচনা। এমনকি দলে জায়গা নিয়েও উঠেছিল প্রশ্ন। অভিজ্ঞতার সঙ্গে পারফরম্যান্সের যে কোনো রসায়নই মিলছিল না। ফলে চেনা জায়গাটাও হয়ে যাচ্ছিল বড্ড অচেনা। অবশ্য নিবেদনে কোনো ঘাটতি ছিল না মুশফিকুর রহিমের। নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল, জানতেন পরিশ্রমে সফলতা মিলবেই। চোয়ালবদ্ধ সেই প্রতিজ্ঞাতেই অন্ধকার কাটিয়ে পেলেন আলোর দেখা। ব্যাট হাতে আবারো স্বরূপে ফিরলেন মুশফিক, জীবনের ৩৮ বসন্ত পেরিয়ে এলেও জানান দিলেন ফুরিয়ে না যাওয়ার বার্তা। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৬৩ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস খেলার পর দ্বিতীয় দফায় করলেন ৪৯ রান। এই সেঞ্চুরি যতটা না স্বস্তির, তারচেয়েও বেশি মুক্তির!

কিসের মুক্তি? রান-খরা কাটিয়ে ওঠার মুক্তি। সেই যে গত বছরের আগস্টে পাকিস্তান সফরে ঝলসে উঠেছিল মুশফিকুর রহিমের ব্যাট, তারপর থেকে হয়ে পড়ে একেবারে নিষ্প্রভ। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাক বোলারদের শাষণ করে খেলেছিলেন ৩৪১ বলে ১৯১ রানের অবিস্মরণীয় একটি ইনিংস। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে নামতে হয়নি তাঁকে। ইতিহাস গড়ে বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছিল ১০ উইকেটে, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পেয়েছিলেন মুশফিক। একই মাঠে পরের টেস্টও জিতে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে হইচই ফেলে দিয়েছিল বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বোলারদেরকে তাঁদেরই মাঠে আচ্ছাসে পিটিয়ে প্রায় দুইশ ছুঁই ছুঁই ইনিংস খেলার পর কী যে হলো মুশফিকের, আচমকাই হারিয়ে ফেললেন ফর্ম। সাদা পোশাকে হয়ে গেলেন একেবারেই সাদামাটা। ১৯১ রানের দাপুটে ইনিংস খেলার পরের ৭ টেস্টের ১৩ ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে সাকুল্যে ১৮৮ রান, গড় মাত্র ১৫.৬৬, যা ক্যারিয়ার গড়ের অর্ধেকেরও কম। শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে গত নয় মাসে কোনো হাফ সেঞ্চুরির দেখাও পাননি মুশফিক, সর্বোচ্চ ৪০ রান জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টে; সিরিজের প্রথম ম্যাচে সিলেটে আগের দুই ইনিংসে করেছিলেন ৪ ও ৪! এর মধ্যে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলে এসে ওয়ানডে থেকেও অবসর নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ছেড়েছেন তো আগেই। এক সময়ের 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল' মুশফিক কীভাবে যেন দলের বোঝা হয়ে যেতে বসেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে একশ টেস্ট খেলার হাতছানির সামনে থাকায় তাঁকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবা যায়নি আসলে।

অধিকাংশ ব্যাটসম্যান যেমন নব্বইয়ের কোটায় এসে সেঞ্চুরির সুবাস পেয়ে 'নার্ভাস নাইনটিজে' ভোগেন, মুশফিকের অবস্থাও হয়েছিল অনেকটা তাই! শততম টেস্ট খেলার রোমাঞ্চে কি-না কে জানে, ব্যাট হাতে বেশ নড়বড়ে অবস্থায় পতিত হন তিনি। বলার মতো বড় ইনিংস তো খেলতে পারছিলেনই না, এমনকি উইকেটে যাওয়ার পর এতটুকু স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছিল না তাঁকে। দলে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছিলেন না বলে মনে হচ্ছিল যেন টেস্ট খেলার 'সংখ্যা' বাড়ানোর জন্যই খেলছেন মুশফিক! স্রেফ ব্যক্তিগত মাইলফলক অর্জনের দিকে তাকিয়ে এভাবে একজন সিনিয়র ক্রিকেটারের খেলে যাওয়া উচিত কি-না, আড়ালে আবডালে উঠেছিল এমন প্রশ্নও। এবার শ্রীলঙ্কা সফরে ব্যাট হাতে নেমেই সব প্রশ্ন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। গলে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে খেলেছেন ১৬৩ রানের সময়োপযোগী একটি ইনিংস। তাঁর ৩৫০ বলের ধৈর্যশীল ইনিংসে ছিল মাত্র ৯টি চারের মার, বোঝাই যাচ্ছে অনেক পরিশ্রমী ছিল ইনিংসটা। টেস্টে এটি মুশফিকের দ্বাদশ সেঞ্চুরি। একই ম্যাচে দ্বিতীয় দফায় করেছেন ১০২ বলে ৪৯ রান। লঙ্কানদের চাপে ফেলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ড্র আদায় করে নেওয়ার ক্ষেত্রে মুশফিকের ইনিংস দুটোর অবদান অনস্বীকার্য।

কেন জানি শ্রীলঙ্কাকে সামনে পেলেই 'চওড়া' হয়ে ওঠে মুশফিকের ব্যাট। এই গল মাঠেই এক যুগ আগে ২০১৩ সালের মার্চে করেছিলেন বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিটি (৩২১ বলে ২২ চার আর ১ ছক্কায় ২০০ রান)। দলটির বিপক্ষে ১৭ টেস্টের ৩০ ইনিংসে ৫৩.৮৪ গড়ে ১৩৪৬ রান, সেঞ্চুরি ৩টি, হাফ সেঞ্চুরি ৭টি- এমন পরিসংখ্যান নিয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়ার পর এবারো ঝলসে উঠেছে মুশফিকের ব্যাট।

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্টের গৌরবময় মাইলফলক ছোঁয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন মুশফিক। এই সংস্করণে আর ২টা ম্যাচে মাঠে নামতে পারলেই পা রাখবেন সেই মাহেন্দ্রক্ষণে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নভেম্বর-ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডের পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ সফরে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির সঙ্গে যদি দুই টেস্টের সিরিজটিও মাঠে গড়ায়, তবে তখনই অন্যরকম 'শতক' পূর্ণ হয়ে যাবে মুশফিকের। নইলে তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। ২০২৬

সালের ওই সময়ে বাংলাদেশে এসে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার আগে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে ২টি টেস্টও খেলবে পাকিস্তান।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরির পর ব্যাট উঁচিয়ে মুশফিকুর রহিমের সাদামাটা উদ্‌যাপন

গিলক্রিস্টকে ছাপিয়ে...

অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অ্যাডাম গিলক্রিস্টের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কখনও বোলিং না করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের মালিক এখন বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান। গল টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৬৩ রান করার পথে ১১২ রান করতেই মুশফিক টপকে গেছেন গিলক্রিস্টকে। ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত এক যুগের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তিন সংস্করণ মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জার্সি গায়ে ৩৯৬ ম্যাচে ১৫৪৬১ রান করেছেন গিলক্রিস্ট। (২৮৭ ওয়ানডেতে ৯৬১৯ রান, ৯৬ টেস্টে ৫৫৭০ রান, ১৩ টি-টোয়েন্টিতে ২৭২ রান)। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট শুরুর আগে বাংলাদেশের হয়ে ৪৭২ ম্যাচে ১৫৩৫০ রান নিয়ে মুশফিক ছিলেন দুই নম্বরে। ওই ম্যাচে ১৬৩ ও ৪৯ রানের দুটি ইনিংস শেষে তাঁর রান দাঁড়ায় ১৫৫৬২। উল্লেখ্য, ওয়ানডে, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি; তিন সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কখনও বোলিং না করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ১০ হাজারের বেশি রান আছে মোট ৮ জনের।

জুটির রেকর্ডে মুশফিক

গল স্টেডিয়ামে নাজমুল হোসেন শান্তর জোড়া সেঞ্চুরির (১৪৮ ও ১২৫*) কীর্তিতে আরেকটি 'জোড়া সেঞ্চুরি' প্রায় চাপা পড়তে বসলেও পরিসংখ্যানের আলোয় ঠিকই উদ্ভাসিত হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে মাত্র ১৫তম ব্যাটসম্যান হিসেবে একাধিকবার জোড়া সেঞ্চুরি করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। এই ম্যাচে দ্বিতীয় আরেকটি জোড়া সেঞ্চুরিও কিন্তু আছে। সেটি এসেছে জুটিতে।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গল টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৬৩ রানের ইনিংস খেলার পথে চতুর্থ উইকেটে নাজমুল হোসেন শান্তর সঙ্গে ২৬৪ এবং পঞ্চম উইকেটে লিটন দাসের সঙ্গে ১৪৯ রানের জুটি গড়েন মুশফিকুর রহিম। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যক্তিগত ৪৯ রানে আউট হলেও মুশফিক চতুর্থ উইকেটে অধিনায়ক শান্তর সঙ্গে মিলে যোগ করেছিলেন ১০৯ রান। এতে হয়েছে আরেক রেকর্ড, এমন কিছু আগে কখনো দেখেনি বাংলাদেশের ক্রিকেট। এই প্রথমে নাজমুলের সঙ্গে রয়েছেন মুশফিক। দু'জন মিলে গল টেস্টে প্রথম ইনিংসে ২৬৪ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ১০৯, দু'বারই চতুর্থ উইকেটে।

টেস্টে বাংলাদেশের একশ ছাড়ানো জুটি আছে মোট ১০৬টি। এক ম্যাচে সর্বোচ্চ তিনটি সেঞ্চুরি জুটিও কম দেখেনি বাংলাদেশ। এবার গল টেস্টেই তিনটি সেঞ্চুরি জুটি ছিল বাংলাদেশের। মুশফিক-নাজমুলের দুটি ও প্রথম ইনিংসে মুশফিক-লিটনের একটি। সব মিলিয়ে ছয়টি টেস্টে বাংলাদেশের তিনটি করে সেঞ্চুরি জুটি আছে। তবে মুশফিক-নাজমুলের মতো এর আগে এক ম্যাচে আর কোনো জুটি দুবার ১০০ ছুঁতে পারেননি। উল্লেখ্য, টেস্টে ব্যাটসম্যানদের জোড়া সেঞ্চুরির ঘটনা আছে ৯৬টি। তবে জুটিতে জোড়া সেঞ্চুরি এর প্রায় অর্ধেক- ৫১টি। ১৯২৪ সালে সর্বপ্রথম যে কীর্তি গড়েছিলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা উদ্বোধনী জুটি ইংল্যান্ডের জ্যাক হবস ও হার্বার্ট সাটক্লিফ। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১৫৭ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁরা যোগ করেছিলেন ১১০ রান। ইতিহাসে মাত্র দুটি জুটি দুবার জুটিতে জোড়া সেঞ্চুরি করতে পেরেছেন। প্রথম জুটিটি ইংল্যান্ডের লেন হাটন ও সিরিল ওয়াশব্রুকের। ১৯৪৭ সালে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি জুটি গড়ার পর ১৯৪৮ সালে হেডিংলিতে সেই অজিদের বিপক্ষেই একই কীর্তির পুনরাবৃত্তি করেন ওই দুই ইংলিশম্যান। দ্বিতীয় জুটিটি দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স ও জ্যাক ক্যালিসের। ২০০৮ সালে পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এবং দুই বছর পর সেন্ট কিটসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।

(এই প্রতিবেদনের সব পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্টের আগ পর্যন্ত)

এক নজরে মুশফিকের ১২টি টেস্ট সেঞ্চুরি...

রান	বল	৪/৬	ইনিংস	পজিশন	বিপক্ষ	ভেন্যু	ম্যাচ শুরুর তারিখ	ফল
১০১	১১৪	১৭/১	প্রথম	পাঁচ	ভারত	চট্টগ্রাম	১৭ জানুয়ারি ২০১০	ভারত ১১৩ রানে জয়ী
২০০	৩২১	২২/১	দ্বিতীয়	ছয়	শ্রীলঙ্কা	গল	৮ মার্চ ২০১৩	ম্যাচ ড্র
১১৬	২৪৩	১৫/১	তৃতীয়	ছয়	ও.ইন্ডিজ	কিংসটাউন	৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ও.ইন্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী
১৫৯	২৬০	২৩/১	প্রথম	ছয়	নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	১২ জানুয়ারি ২০১৭	নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী
১২৭	২৬২	১৬/২	দ্বিতীয়	ছয়	ভারত	হায়দরাবাদ	৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	ভারত ২০৮ রানে জয়ী
২১৯*	৪২১	১৮/১	প্রথম	পাঁচ	জিম্বাবুয়ে	মিরপুর	১১ নভেম্বর ২০১৮	বাংলাদেশ ২১৮ রানে জয়ী
২০৩*	৩১৮	২৮/০	দ্বিতীয়	পাঁচ	জিম্বাবুয়ে	মিরপুর	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০	বালাদেশ ই ও ১০৬ রানে জয়ী
১০৫	২৮২	৪/০	দ্বিতীয়	পাঁচ	শ্রীলঙ্কা	চট্টগ্রাম	১৫ মে ২০২২	ম্যাচ ড্র
১৭৫*	৩৫৫	২১/০	প্রথম	পাঁচ	শ্রীলঙ্কা	মিরপুর	২৩ মে ২০২২	শ্রীলঙ্কা ১০ উইকেটে জয়ী
১২৬	১৬৬	১৫/১	দ্বিতীয়	চার	আয়ারল্যান্ড	মিরপুর	৪ এপ্রিল ২০২৩	বাংলাদেশ ৭ উইকেটে জয়ী
১৯১	৩৪১	২২/১	দ্বিতীয়	পাঁচ	পাকিস্তান	রাওয়ালপিন্ডি	২১ আগস্ট ২০২৪	বাংলাদেশ ১০ উইকেটে জয়ী
১৬৩	৩৫০	৯/০	প্রথম	পাঁচ	শ্রীলঙ্কা	গল	১৭ জুন ২০২৫	ম্যাচ ড্র

* ইনিংস বলতে ম্যাচের ইনিংস বোঝানো হয়েছে

প্রশ্নের মুখে হাভিয়ার কাবরেরার কৌশল

মো. সামীম সরদার

স্পেনের হাভিয়ার কাবরেরা বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ হিসেবে থাকবেন কি থাকবেন না, সেটা এখন কঠিন এক ধাঁধার নাম। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের পর তাঁকে বিদায় করার দাবি উঠেছে চারদিক থেকে। তাঁর নিয়োগ দেওয়া প্রতিষ্ঠান বাফুফে থেকেই উঠেছে এমন দাবি। বাফুফের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের সামনেই কোচ কাবরেরার পদত্যাগ চেয়েছেন নির্বাহী কমিটির সদস্য সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া শাহিন, যিনি তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল টিমস কমিটিরও সদস্য।

শাহিনের এই আকস্মিক দাবিতে বিব্রত হয়েছেন বাফুফের শীর্ষ কর্মকর্তারা। তবে এ দাবি বাফুফের ওই সদস্যের মুখ থেকে বেড়িয়ে আসলেও সেটা দেশের বেশির ভাগ ফুটবলপ্রেমীরই দাবি। শাহিনের ভাষায় ছিল ‘এ দাবি দেশের ১৮ কোটি মানুষের।’ কোচের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে ১৮ কোটি মানুষকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেও অনুরোধ করেছেন প্রথমবার বাফুফের সদস্য নির্বাচিত হওয়া এই ফুটবল সংগঠক। ২০২১ সালের অক্টোবরে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়েছিল কিরগিজস্তানে। সেপ্টেম্বরে বিশকেকে হওয়া ওই টুর্নামেন্টে শেষবারের মতো বাংলাদেশের ডাগআউটে দাঁড়িয়েছিলেন ইংল্যান্ডের জেমি ডে। ফিলিস্তিন ও কিরগিজস্তানের কাছে হারের পরই বিদায়ঘণ্টা বেজেছিল জেমির। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর ১৩ দিন আগে ১৭ সেপ্টেম্বর জেমি ডের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে বাফুফের। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে সাফের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বসুন্ধরা কিংসের ওই সময়ের স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজনকে। সাফের পর শ্রীলঙ্কায় চার জাতির টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব পান আবাহনীর তৎকালীন পর্তুগিজ কোচ মারিও লেমস।

২০২২ সালের ৮ জানুয়ারি স্পেনের হাভিয়ার কাবরেরাকে নিয়োগ দেয় বাফুফে। দায়িত্ব পাওয়ার আড়াই মাস পর ডাগআউটে দাঁড়নোর সুযোগ হয় কাবরেরার। ২০২২ সালের ২৪ মার্চ মালদ্বীপে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ। সেই থেকে এ বছর ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে ডাগআউটে দাঁড়িয়ে একটি রেকর্ডও ভেঙেছেন এই স্প্যানিশ কোচ। গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল কাবরেরার বাংলাদেশের কোচ হিসেবে ৩০তম ম্যাচ। ওই ম্যাচের ডাগআউটে দাঁড়িয়ে তিনি জেমি ডে'র ২৯ ম্যাচের রেকর্ড ভাঙেন। এর পর ভুটান ও সিঙ্গাপুরের ম্যাচ যোগ হয়েছে। কাবরেরার অধীনে বাংলাদেশ খেলেছে ৩২ ম্যাচ। ২০২৩ সালে ভারতের বেঙ্গালুরুতে হওয়া সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশকে সেমিফাইনালে ওঠানোর পর প্রশংসায় ভেসেছিলেন কাবরেরা। বেজায় খুশি ছিল বাফুফেও। সেমিফাইনালে ওঠাতেই ফুটবলারদের বিশাল অঙ্কের বোনাস দিয়েছিল বাফুফে। সেই কাবরেরা এখন সমালোচনার কাঠগড়ায়। তাঁকে বাংলাদেশের কোচ হিসেবে দেখতে চান না অনেকে। কাবরেরার গ্রহণযোগ্যতা ধপাস করে নেমে যাওয়ার কারণ এএফসি এশিয়ান কাপ ফুটবলের প্রথম দুই ম্যাচ। ভারতের বিপক্ষে ড্র এবং ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হারটা মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। এই হারের জন্য সবাই কোচের কৌশলকেই দায়ী করছেন। সাবেক ফুটবলার থেকে শুরু করে দেশের কোচ, সংগঠক ও খেলোয়াড়রা কাবরেরার কৌশলের তীব্র সমালোচনা করছেন। রীতিমতো প্রশ্নের মুখে ৪০ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ কোচের কৌশল। বাফুফের সঙ্গে কাবরেরার চুক্তি আছে আগামী বছর ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। এখনই তাঁকে বাদ দিলে বাফুফেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাঁকে। সবচেয়ে বড় কথা কাবরেরাকে রাখবে কি রাখবে না, সে বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি বাফুফে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের পর ১১ জুন ভোরেই দেশে চলে গেছেন কাবরেরা। ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুই ম্যাচের প্রতিবেদনও তিনি জমা দেননি। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১০ ঘণ্টার মধ্যে কাবরেরার দেশে চলে যাওয়াটাও অনেক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। দর্শক-সমর্থক থেকে শুরু করে সেই সমালোচনার ঢেউ লেগেছে বাফুফেতেও। শক্তিতে এগিয়ে থাকা ভারতকে তাদেরই মাটিতে রুখে দিয়েছে। এগিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাংলাদেশ হারলেও ভালো খেলেছে। তাহলে সব সমালোচনার তীর কাবরেরার দিকে কেন? এই প্রশ্নের জবাব হলো–ভারত ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি নিয়ে সমর্থকদের আকাশচুম্বী প্রত্যাশার কারণ ছিল হামজা দেওয়ান

চৌধুরী, শমিত সোম ও ফাহমিদুল ইসলামদের অন্তর্ভুক্তি। ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় ইংলিশ লিগের ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরীর, ভুটানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে অভিষেক হয় ইতালির চতুর্থ বিভাগ লিগের ফুটবলার ফাহমিদুল ইসলামের ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অভিষেক হয় কানাডা প্রিমিয়ার লিগের ফুটবলার শমিত সোমের।

বিশেষ করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হামজা এবং কানাডা জাতীয় দলের জার্সিতে দুই ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শমিত সোমের অন্তর্ভুক্তির পরই তরতর করে বেড়ে যায় প্রত্যাশার পারদ। ৪৫ বছর পর বাংলাদেশ আবার এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলবে, সেই স্বপ্ন উজ্জ্বল হয় সমর্থকদের। তবে একটি শক্তিশালী দল নিয়েও বাংলাদেশ কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি। দুই ম্যাচ থেকে মাত্র এক পয়েন্ট পাওয়ায় বাংলাদেশের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার সম্ভাবনাও ফিঁকে হয়ে গেছে। এ জন্য কাবরেরার নেতিবাচক কৌশলকেই দায়ী করছেন বেশির ভাগ ফুটবলবোদ্ধা।

ভারত কবে বাংলাদেশের বিপক্ষে এতটা নার্ভাস ছিল স্মৃতি হাতরিয়ে তা বলতে পারছিলেন না ফুটবল অঙ্গনের অনেকেই। হামজার কারণেই ভারত হয়েছিল নার্ভাস। কিন্তু নেতিবাচক খেলে সুযোগ হারিয়েছেন কাবরেরা। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ঘরের মাঠেও কোচ ছিলেন রক্ষণাত্মক মুডে। যে ম্যাচটি জিততেই হবে বাংলাদেশকে, সেই ম্যাচে কোচ দল সাজালেন রক্ষণে খেলোয়াড় বাড়িয়ে। অথচ বাংলাদেশের মধ্যমাঠ এ মুহূর্তে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা। হামজা, শমিত ও ফাহমিদুলকে নিয়েও বাংলাদেশি কোচ আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে সাহস পাননি। ২-০ গোলে পিছিয়ে হুঁস হয়েছিল কোচের, নিয়েছিলেন অ্যাটাকিং কৌশল। তাতে একটি গোল শোধ হলেও ম্যাচে ফেরা হয়নি। তখন থেকেই সমালোচকেরা মৌমাছির মতো হুল ফোঁটাতে থাকেন কাবরেরাকে।

বাংলাদেশকে সাফের সেমিফাইনালে তুলে কাবরেরা বাহবা পেলেও সার্বিক সাফল্যে জেমি ডের চেয়ে পিছিয়ে আছেন এই স্প্যানিশ। জেমি ২৯ ম্যাচে জয় পেয়েছিলেন ৯টি। সাফল্যের হার ৩১.০৩ ভাগ। ৩২ ম্যাচে কাবরেরার জয়ও ৯টি। তাঁর সাফল্যের হার ২৬.৬৭। কাবরেরা যখন দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখনকার বাংলাদেশ আর এখনবার বাংলাদেশ এক নয়। হামজা ও শামিতের অন্তর্ভুক্তির পর বাংলাদেশ যে মানের দল হয়ে উঠেছে, সেই দলের কোচ হিসেবে কাবরেরা একদমই যান না বলে উল্লেখ করেছেন দেশের অনেক সাবেক তারকা ফুটবলার। হামজা-শমিতকে পরিচালনা করার যোগ্যতা আছে, এমন কোচ নিয়োগ দেওয়ার দাবি উঠেছে চারদিক থেকে।

দায়িত্ব নেওয়ার পর কাবরেরা জাতীয় দলের ৩২ ম্যাচ পরিচালনার পাশাপাশি অলিম্পিক দলেরও ডগআউটে দাঁড়িয়েছেন। সর্বশেষ এশিয়ান গেমস ফুটবলে বাংলাদেশের গ্রুপে ছিল মিয়ানমার, ভারত ও চীন। তিন ম্যাচের দুটি হেরে একটি ড্র করে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল কাবরেরার দল। এশিয়ান গেমস না, কাবরেরার জন্য

কাবরেরার অনুশীলন

গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাতীয় দলের ম্যাচ। এই জায়গায় তার কৌশল ও যোগ্যতায় খুশি নন অনেকে। তাই তো চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে বিদায় করে দেওয়ার দাবি উঠেছে।

জাতীয় দলের ৩২ ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বাধিক ৬টি ম্যাচ খেলেছে মালদ্বীপের বিপক্ষে। তিনটি জিতে ও একটি ড্র করে হেরেছে দুটি। দ্বিতীয় সর্বাধিক চার ম্যাচ খেলেছে ভুটানের বিপক্ষে। তিন মাচ জিতে হেরেছে একটিতে। তিন ম্যাচ খেলেছে লেবাননের বিপক্ষে, দুটি করে ম্যাচ খেলেছে কম্বোডিয়া, সিসেলস, আফগানিস্তান, অস্টেলিয়া ও ফিলিস্তিনের বিপক্ষে। একবার করে মোকাবিলা করেছে ইন্দোনেশিয়া, বাহরাইন, তুর্কমেনিস্তান, নেপাল, কুয়েত, ভারত, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার বিপক্ষে। কম্বোডিয়ার বিপক্ষে দুই ম্যাচের দুটিই জিতেছে, সিসেলসের বিপক্ষে দুই ম্যাচের একটি জিতেছে, একটি হেরেছে, লেবাননের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের একটি ড্র করেছে ও দুটি হেরেছে, আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচের দুটিই ড্র করেছে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই ম্যাচের দুটিই হেরেছে, ফিলিস্তিনের বিপক্ষে দুই ম্যাচের দুটিই হেরেছে। এক ম্যাচ খেলা দলগুলোর বিপক্ষে কোনো জয় নেই। ড্র করেছে ভারত ও মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে। হেরেছে বাহরাইন, তুর্কমেনিস্তান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ কাগজে-কলমে টিকে থাকলেও বাস্তবে সম্ভাবনা কম। ভারতের মাটিতে ভারতের কাছ থেকে এক পয়েন্ট আনার পরই বাংলাদেশের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কাবরেরা সেই সুবিধাটা ধরে রাখতে পারেনি সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ভুল কৌশলে। এখনো চারটি ম্যাচ বাকি, যার মধ্যে দুটি হোম ম্যাচ। হংকং ও ভারতের বিপক্ষে দুই হোম ম্যাচের ফলাফল পক্ষে আনতে পারলে সুযোগ বেঁচে থাকবে। ঘরের দুই ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট না পেলে মাটি চাপা পড়বে ৪৫ বছর পর আবার এশিয়ান কাপে খেলার সম্ভাবনা। গ্রুপের সব প্রতিপক্ষই র‌্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। তাই আন্ডারডগ হিসেবে শুরু করলেও বাংলাদেশকে ফেবারিট ধরা হয়েছিল হামজা-শমিতদের কারণে। প্রতিপক্ষরা বাংলাদেশকে ভয় করলেও প্রকৃতপক্ষে ভয়টা দেখাতে পারেনি বাংলাদেশ। কাবরেরার প্রশ্নবোধক কৌশলই এখন দেশের ফুটবলের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। ক্যাবেরাই কি জাতীয় দলের পরের ম্যাচগুলোতে ডাগআউটে দাঁড়াবেন? নাকি নতুন কেউ? ঘুরপাক খাচ্ছে সেই প্রশ্নই। ন্যাশনাল টিমস কমিটির পরের সভায়ই মিলবে আভাস। কাবরেরা থাকবেন নাকি বিদায় নেবেন।

এক নজরে ক্যাবরেরার অধীনে ৩০ ম্যাচ

প্রতিপক্ষ	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল
মালদ্বীপ	৬	৩	১	২	৮/৬
ভুটান	৪	৩	০	১	৬/২
কম্বোডিয়া	২	২	০	০	২/০
সিসেলস	২	১	০	১	১/১
লোবানন	৩	০	১	২	১/৭
আফগানিস্তান	২	০	২	০	১/১
অস্ট্রেলিয়া	২	০	০	২	০/৯
ফিলিস্তিন	২	০	০	২	০/৬
ইন্দোনেশিয়া	১	০	১	০	০/০
বাহরাইন	১	০	০	১	০/২
তুর্কমেনিস্তান	১	০	০	১	১/২
নেপাল	১	০	০	১	১/৩
কুয়েত	১	০	০	১	০/১
ভারত	১	০	১	০	০/০
সিঙ্গাপুর	১	০	০	১	১/২
মঙ্গোলিয়া	১	০	১	০	০/০
মালয়েশিয়া	১	০	০	১	১/৪
মোট	৩২	৯	৭	১৬	২৩/৪৭

একনজরে ক্যাবরেরার অধীনে অলিম্পিক দলের ৩ ম্যাচ

প্রতিপক্ষ	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল
মিয়ানমার	১	০	০	১	০/১
ভারত	১	০	০	১	০/১
চীন	১	০	১	০	০/০

বাংলাদেশের ফুটবল জাগরণ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

পরাগ আরমান

এ দেশের মানুষের জীবনে আনন্দের উপলক্ষ খুবই কম। তবু যেটুকু পাওয়া যায়, তাঁর পুরোটাই বিনোদনে কাজে লাগায় সবাই। সিঙ্গাপুর ম্যাচকে ঘিরে বেশ কয়েকটা দিন মেতে উঠেছিলেন এ দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। তাঁর পুরোটাই অবশ্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেলা হামজা চৌধুরীর কল্যাণে। প্রবাসী খেলোয়াড় হিসেবে বাংলাদেশ দলে খেলে জামাল ভূঁইয়া যে অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন, হামজা চৌধুরী সেই অধ্যায়ের আপাতত সবচেয়ে বড় তারকা। তাঁর আগমন উপলক্ষে সাড়া পড়ে ফুটবলাঙ্গনে। মানুষ আবারও আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেন দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলকে নিয়ে। হামজার পথ ধরে একে একে আসতে শুরু করেন ইতালিপ্রবাসী ফাহমিদুল ইসলাম, কানাডা জাতীয় দলে খেলা সামিত সোম। লাল-সবুজের জার্সি গায়ে জড়ানোর অপেক্ষায়ও আছেন কেউ কেউ। এবারের এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব বাংলাদেশের জন্য এসেছিল ভিন্নমাত্রা আর মাহাত্ম্য নিয়ে। তাতে জাতীয় দলের পাশাপাশি নাড়া দিয়েছে ফুটবলপ্রেমীদেরও। নতুন করে ভালোবাসতে শিখিয়েছে দেশের ফুটবল ও ফুটবলারদেরকেও। কিন্তু ফুটবলের প্রতি এই প্রেম আর ভালোবাসা ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য হাহাকার হয়ে এসেছে। শুধু সঠিক পরিকল্পনা আর সঠিক পদক্ষেপের কারণে।

ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে তিন বছরেরও বেশি সময় পর ফিরেছে ফুটবল। সেই ফেরার ম্যাচে সিঙ্গাপুরের কাছে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত হয় জামাল-সামিত-হামজারা। প্রতিপক্ষকে হারাতে না পারলেও হারেনি ফুটবল। জিতে গেছে এ দেশের প্রিয় খেলাটি। এই ম্যাচ নিয়ে ক্রীড়াপ্রেমীদের আগ্রহ ৮০-৯০-এর দশকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ফুটবলমোদীদের। শতভাগ অনলাইনে টিকিট বিক্রি করার কথা বললেও, ছিল টিকিট না পাওয়ার হাহাকার। ফুটবল সমর্থকেরা টিকিট পেতে ফুটবল ফেডারেশন ভবন অবরোধ কিংবা ঝাড়ুমিছিল করলেও প্রাপ্যতা ছিল না। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে যাঁরা এ দেশের ফুটবলের জন্য দিনের পর দিন স্লোগান দিয়েছেন, খেলাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে মাঠে গিয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদেরও যৌক্তিক দাবির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখায়নি বাফুফে। কঠোর সমালোচনাও বাফুফের কর্তাব্যক্তিদের কানে পৌঁছেনি। দায়িত্ব শেষ করেছেন তাঁরা সামান্য কটি টিকিট বরাদ্দ রেখে। তাতে রাগ প্রশমন তো হয়নি, উল্টো বেড়েছে বাফুফের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি ক্ষোভ।

কিন্তু বিভিন্নভাবে টিকিট জোগাড় করে যদিওবা দর্শক উপচে পড়া গ্যালারিতে পৌঁছানো গেল, তবু ঝামেলা কমল না। সিটে বসা নিয়ে শুরু হয় ব্যবসা। এই ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাদ পড়েননি জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড়রাও। তাঁর মানে হলো, ব্যবস্থাপনার ঘাটতি। সিট প্ল্যানের ঠিক না থাকা। কিংবা কার সিট কোথায়, সেটা যথাযথভাবে নির্দেশনা দিতে না পারা। অর্থাৎ ফুটবলপ্রেমীদের বসার আসন খুঁজে দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্কাউট নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তাঁদের অপর্যাপ্ততাই ঝগড়া-বিবাদের নিয়ামক হয়ে দেখা দেয়। তবে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল এ সবকিছু মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড়রাই ভুল করেছিলেন। তাঁরাই নিজের সিটে না বসে অন্যের সিটে বসেন বলে ঝগড়ার সূত্রপাত। অথচ সাবেক ফুটবলার এবং জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়কেরা যেকোনো সাধারণ দর্শক নন, তাঁদের জন্য আলাদা করে বসার জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা উচিত, সেটি তিনি ভাবেননি। যেকোনো সমস্যাই পরবর্তী সময়ে সমাধানের পথ নির্দেশ করে। আশা করা যায়, পরের আন্তর্জাতিক ম্যাচে আর এমন ভুল হবে না বাফুফের। এবারের ভুল থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষা নিয়ে তারা নতুন করে ভাববে, নতুন পথের সন্ধান পাবে।

ম্যাচ শুরুর ৫ ঘণ্টা আগে স্টেডিয়ামের গেট খুলে

দেওয়ার সিদ্ধান্ত মোটেই সঠিক ছিল না। যে কারণে আগে মাঠে গিয়ে খাবার এবং প্রকট পানি সমস্যায় পড়েন দর্শক-সমর্থকেরা। বিক্রয় করার জন্য যেটুকু খাবার ছিল গ্যালারিতে, প্রচুর চাহিদার কারণে নিমেষেই শেষ হয়ে যায়। শেষ দিকে তো খাবারের আকাশচুম্বী দাম হাঁকেন বিক্রেতারা। এক লিটার পানি বিক্রি করা হয়েছে ২০০ টাকায়। এতে অব্যবস্থাপনার চিত্র আরও প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের কাজ ফেলে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা খেলা দেখতে থাকেন। তাতে করে সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। দর্শক-সমর্থকদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বেড়ে যায়। কারণ, যাঁরা এসব ঠেকানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরাই তখন খেলা দেখার মতো মহান ব্রতে মগ্ন। এসব ছাড়া আরও অনেক ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ করা গেছে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচে। নিশ্চয়ই সেগুলো পরের ম্যাচে কাটিয়ে ওঠার জন্য এখন থেকেই নিজেদের তৈরি করতে থাকবে বাফুফে।

১৬১ র‍্যাঙ্কিংধারী সিঙ্গাপুর অনেক এগিয়ে থাকলেও হামজা, সামিত, ফাহমিদুলদের উপস্থিতি বাংলাদেশকে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী করেছিল। নিদেনপক্ষে ম্যাচ ড্র তো হতেই পারত। ভারতের শিলংয়ে স্বাগতিকদের সঙ্গে ১-১ গোলের ড্রটি আশাবাদী করে তুলেছিল হাভিয়ার কাবরেরার দলকে। স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন দর্শকেরাও। খেলার শেষ মুহূর্তে হামজার বুলেট গতির শট যদি জাল কাঁপাত কিংবা ফয়সাল আহমেদ ফাহিম যদি বারপোস্টের ওপর দিয়ে বল মেরে সুযোগ নষ্ট না করতেন, তাহলে সিঙ্গাপুর ম্যাচের গল্পটি অন্য রকম হতে পারত। সেটি হলে, বাংলাদেশের ফুটবল উন্মাদনায় যোগ হতে পারত নতুন এক মাত্রা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্বলে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ দলের আক্রমণভাগ। তাই নতুন কোনো কাব্যকথা লেখা হয়নি। তবে ভাগ্যটাও বাংলাদেশের হয়ে কথা বলেনি। এমনকি রেফারির ভুল সিদ্ধান্তও এল স্বাগতিকদের বিপক্ষেই। এতে করে, দর্শকদের তুমুল উত্তেজনা শেষ হয়, আফসোস আর হতাশার মধ্য দিয়ে।

দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে যে লড়াকু পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে কাবরেরার দল মুগ্ধ করেছে দর্শক হৃদয়। পরাজয়ও ঠেকাতে পারেনি বাংলাদেশের দর্শকদের আনন্দ আলোড়ন। সিঙ্গাপুরের কাছে ২-১ গোলের পরাজয়ে এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার সুপ্ত ইচ্ছাটা বড় ধাক্কা খেল বাংলাদেশের। গ্রুপ 'সি'তে দুই ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট মাত্র ১। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট আছে সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের। আর ১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শেষ দল ভারত। বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে এই ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামেই।

সিঙ্গাপুর ম্যাচে ষষ্ঠ প্রবাসী খেলোয়াড় হিসেবে লাল-সবুজের জার্সিতে অভিষেক হয় কানাডাপ্রবাসী সামিত সোমের। তাঁর সঙ্গে শুরুর একাদশে তারিক কাজী, হামজা চৌধুরী, কাজেম শাহ ও ফাহমিদুল ইসলাম এই চারজনকে একাদশে রেখেছিল স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ার কাবরেরা। ছয় প্রবাসীর মধ্যে সেরা একাদশে রাখা হয়নি অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে। তবে নতুন স্টেডিয়ামে, ম্যাচের শুরু থেকেই নিখুঁত পাসিং, প্রতিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি, দুর্দান্ত বোঝাপড়া আর ছন্দময় এক ফুটবল উপহার দেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা। প্রথমার্ধে শুধু গোলই পায়নি লাল-সবুজের দল। কিন্তু তাঁদের ছন্দময় ফুটবলশৈলী মুগ্ধ করে স্টেডিয়ামের গ্যালারি এবং টিভি পর্দায় খেলা দেখা দর্শক-সমর্থকদের। মধ্যমাঠে হামজা চৌধুরীকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের সব আক্রমণ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ স্টাইলে তাঁর লং পাসগুলো ছিল বিপজ্জনক। বারবার প্রতিপক্ষের বুকে ভীতি সঞ্চার করে। আর সামিত সোমের মুভমেন্ট, বল কন্ট্রোলিং, কিংবা স্পিড নতুন দিনের এক বাংলাদেশের যেন জন্ম দেখায়। তা ছাড়া ফাহমিদুল, বল যেখানে সেখানেই ছিল তাঁর উপস্থিতি। এদিকে, শাকিল আহমেদ, তপু বর্মণ, রাকিব হোসেন এরা তো পূর্ব পরীক্ষিত। তাঁরা বারবার ব্যর্থ না হলে, সিঙ্গাপুরের বিপক্ষেই খুঁজে পাওয়া যেত নতুন দিনের নতুন বাংলাদেশ ফুটবল দলকে। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ দলের সমর্থকদের আনন্দ পরিণত হয় বিষাদে। জয়ের আশা নিয়ে মাঠে গিয়ে হতাশ হয়ে ফেরার মধ্যে কোনো আনন্দ থাকে না।

পরাজয়ের ম্যাচে সমালোচনা একটু বেশিই হয়। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচ ঘিরেও সমালোচনার শেষ নেই। তা হলো, স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরার খেলার কৌশল নিয়ে। পুরো ম্যাচে বাংলাদেশের আক্রমণভাগ মাত্র একবার পরীক্ষা নিতে পেরেছে সিঙ্গাপুরের গোলরক্ষকের।

ঢাকার দুর্বিষহ গরমের কারণে আক্রমণাত্মক কৌশলের পরিবর্তে সাবধানী ফুটবল খেলেছিল সিঙ্গাপুর। পাঁচ খেলোয়াড় নিয়ে মাঝমাঠ নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা ছিল তাঁদের। কিন্তু কাবরেরা সিঙ্গাপুরের কোচের কৌশল বুঝতে পারেননি। খেলোয়াড় বদলি করানো নিয়েও নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেখানে ছিল না ন্যূনতম বিচক্ষণতা। তাই গত ১৪ জুন বাফুফে আয়োজিত মিট দ্য প্রেসে খোদ বাফুফের সদস্যই কোচ কাবরেরার পদত্যাগ চাইলেন। ভরা মজলিশে কাবরেরার পদত্যাগ চেয়েছেন বাফুফে ও জাতীয় দল কমিটির সদস্য শাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া শাহীন। তিনি বলেন, জাতীয় দল কমিটির সদস্য হিসেবে কাবরেরার পদত্যাগ চাইছি। কোচকে সড়ানোর এজেন্ডা নিয়েই আমি কথা বলতে এসেছি। তাকে সরিয়ে ১৮ কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। এদিকে, হাভিয়ের কাবরেরার সঙ্গে বাফুফের চুক্তি ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। এর আগে তাকে পদত্যাগ করাতে গেলে বাড়তি জরিমানা দিতে হবে বাফুফেকে। কাবরেরার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি ফেডারেশন। তবে জাতীয় দল কমিটির পরবর্তী সভায় সিঙ্গাপুর ম্যাচ হারের কারণ জানতে চাওয়া হবে বাংলাদেশের স্প্যানিশ কোচের কাছে। তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝা গেল, কাবরেরার কৌশলটি যে ভুল ছিল তা কারও চোখ এড়িয়ে যায়নি।

সে যা-ই হোক, ফলাফলে না হলেও আয়ে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচটা লাভজনক ছিল ফুটবল ফেডারেশনের জন্য। স্পন্সরশিপ, টিভি স্বত্ব আর টিকিট বিক্রি থেকে তাঁরা পেয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। হামজা-ফাহমিদুল-সামিতদের উপস্থিতিতে মাঠমুখী হয়েছেন দর্শক-সমর্থকরা। তাই বলা যায়, দল হেরে গেলেও ভবিষ্যতে আয়ে কোনো প্রভাব পড়বে না বাফুফের। তবে ভেন্যু ব্যবস্থাপনাতে আরও পেশাদার হওয়ার লক্ষ্য ফেডারেশনের। সভাপতি তাবিথ আউয়াল গণমাধ্যমের কাছে সে কথাও বলেছেন অকপটে।

ফুটবলের এই জাগরণ ধরে রাখতে হবে

মো. সামীম সরদার

ফুটবল বাঙালির প্রাণের খেলা। জনপ্রিয়তায় কেবল বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বে যত খেলা আছে, তার মধ্যে ফুটবলই শীর্ষে। ফুটবল সেই খেলা, যে খেলা মানুষ হৃদয় দিয়ে উপভোগ করে। প্রাকৃতিকভাবেই ফুটবল জায়গা করে নেয় মানুষের মনে। একসময় ফুটবলকে কেন্দ্র করে দেশে আনন্দের জোয়ার তৈরি হতো, দুই জনপ্রিয় ক্লাব মোহামেডান ও আবাহনীর ম্যাচ কেন্দ্র করে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত দেশের মানুষ। সেই উৎসবমুখর দিন এখন কেবলই মধুময় অতীত।

গত ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাংলাদেশের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ ফুটবলের অতীত মনে করিয়ে দিয়েছিল। আশি-নব্বইয়ের দশকে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে একটি ফুটবল ম্যাচ ঘিরে যে উন্মাদনা তৈরি হতো, ঠিক সেই দৃশ্য দেখা গেছে সিঙ্গাপুর বনাম বাংলাদেশের খেলায়। দর্শকের তুমুল আগ্রহ, টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি, ফটক ভেঙে দর্শকদের গ্যালারিতে ঢুকে যাওয়া–সবই তো আশি-নব্বই দশকের স্মৃতিগুলো মনে করিয়ে দিয়েছে।

ফুটবল ঘিরে এই জাগরণ তৈরি হওয়ার কারণ মোটা দাগে দুটি। এক. বাংলাদেশ দলে যোগ হয়েছেন দুজন তারকা ফুটবলার। একজন ইংলিশ লিগে খেলা হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও কানাডা প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড় শমিত সোম। দুই. প্রায় ৫ বছর পর ফুটবল ফিরেছে তার আসল ঘরে। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে দীর্ঘদিন পর ফুটবল ফেরাটাও ছিল জাগারণ তৈরি হওয়ার অন্যতম উপলক্ষ।

ফিফা যেদিন হামজা দেওয়ান চৌধুরীকে বাংলাদেশ দলে খেলার ছাড়পত্র দেয় সেদিন থেকেই তৈরি হতে থাকে ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা। হামজা খেলবেন ভারতের বিপক্ষে, এটা নিশ্চিত হওয়ার পর আলোচনার শীর্ষে উঠে আসে ফুটবল। সবাই ক্ষণ গুনতে থাকেন কবে আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, হামজার অভিষেক ম্যাচ। গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার।

হামজার অভিষেকের পরই বাংলাদেশ দলে খেলতে বাফুফের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেন কানাডাপ্রবাসী শমিত সোম। শমিতের বাবা-মা দুজন বাংলাদেশের হওয়ায় তাঁকে ফিফার ছাড়পত্র আনতে তেমন অপেক্ষা করতে হয়নি, যতটা করতে হয়েছিল হামজার বেলায়। শমিতের লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে। পাঁচ বছর ধরে সংস্কারকাজ চলেছে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে। ফুটবল তার প্রধান ভেন্যু থেকে চলে যায় দূরে। জনপ্রিয় এই খেলার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ার এটাও একটা কারণ ছিল। সেই ভেন্যুতে ফুটবল ফিরেছে বীরদর্পেই। বলা যায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে ফুটবলের দুর্দান্ত কামব্যাক।

হামজা চৌধুরী সিলেটে এসেছেন অনেকবার। তবে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি যখন দেশে আসলেন তখন অন্য রকম এক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল ফুটবলে। এক কথায় পুরো ক্রীড়াঙ্গনে। ইংল্যান্ড থেকে সিলেট এবং সিলেট থেকে ঢাকা ও পরে শীলং। এক হামজার আগমনেই পাল্টে গিয়েছিল ফুটবলের চিত্র। সবার মুখেমুখে ফুটবল, সবার মুখেমুখে হামজা চৌধুরী। এই উন্মাদনার আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছিল ভারতের বিপক্ষে ড্র। বাংলাদেশ ড্র করে ফিরেছে, জিততেও পারতো। অতীতে কবে ভারতের বিপক্ষে এতটা দাপুটে ফুটবল খেলেছিল বাংলাদেশ সেটা মনে করতে পারছিলেন না কেউ। দারুণ খেলেও বাংলাদেশ জিততে পারেনি।

বাংলাদেশের ফুটবলে হামজার সফল ল্যান্ডিংয়ের পর শমিত সোমসহ আরও কিছু প্রবাসী আগ্রহী হয়ে পড়েন লাল-সবুজ জার্সিতে খেলতে। শমিতকে পাওয়া যায় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে। অভিষেকেই তিনি নিজের জাতটা চিনিয়ে দিয়েছেন। লম্বা ভ্রমণ। বিশ্রাম ছাড়া অনুশীলন। মাত্র ৫ সেশন অনুশীলন করে শমিত মাঠে নেমেছিলেন হামজার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। হামজা খেলবেন, শমিত খেলবেন। খেলবে ইতালি লিগের ফাহামিদুল ইসলামও। এই তিন প্রবাসীর অন্তর্ভুক্তি, ভারতের বিপক্ষে ড্র আর ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবল ফেরাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্র। প্রায় ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন করে সেজে উঠেছিল ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম। চেয়ার বসানোর কারণে দর্শকধারণ ক্ষমতা কমেছে দেশের প্রধান এই ক্রীড়া ভেন্যুর। যে কারণে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে টিকিটের চাহিদা ছিল প্রচুর। সাধারণ গ্যালারির টিকিট ছিল মাত্র ১৮ হাজার ৩০০টি। অনলাইনে টিকিট বিক্রি করেছিল বাফুফে। প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে টিকিট বিক্রি করতে গিয়ে দর্শক কিছু বিড়ম্বনার শিকার হয়েছিল। টিকিটের জন্য ছিল রীতিমতো হাহাকার। ফুটবল ম্যাচের টিকিট চাই–দেশের খেলাধুলায় এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বহুদিন পর। প্রায় দেড় মাস ফুটবলের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল দেশের অন্যসব খেলা। জাতীয় দলের পরের ম্যাচ আগামী অক্টোবরে। ওই সময় আবার আসবেন হামজা, শমিত ও ফাহামিদুল। আবার হয়তো ম্যাচ দেখার টিকিট নিয়ে শুরু হবে দর্শকদের গলদঘর্ম। সবাই প্রত্যাশা করছেন, আরেকটি উন্মাদনা দেখা যাবে অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ ঘিরে। অনেকের আবার সন্দেহ এই জাগরণ কী থাকবে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচে? এ প্রশ্নটি করার কারণই থাকতো না যদি বাংলাদেশ জিতে যেত সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচটি। নিজেরা শক্তিশালী দল হওয়া, ঘরের

মাঠে খেলা–এসব বিবেচনা করে দর্শকেরা খুব করে চেয়েছিল জয়। বাংলাদেশ জিততে পারেনি। এমন কী ড্রও নয়। ভালো খেলে হেরে যাওয়ায় উচ্ছ্বসিত হয়ে মাঠে আসা দর্শক-সমর্থকেরা হতাশ হয়ে ঘরে ফিরেছে।

ফুটবলের জাঁকজমকতা ধরে রাখার অন্যতম একটা শর্ত হলো জয়। দর্শক কখনো বারবার হার দেখতে চায় না। দল জিতবে, মানুষ মাঠে আসবে। এভাবেই তৈরি হবে ফুটবলের জাগরণ। আরেকটা শর্ত হলো দলে তারকা খেলোয়াড় থাকা। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের তারকা খেলোয়াড় আছেন। হামজা-শমিতরা সেই শর্ত পূরণ করে দিয়েছেন। তাঁদের খেলা দেখতে দর্শক আসবে। কিন্তু এক হামজা বা শমিতকে দিয়ে আপনি কত দিন উন্মাদনা ধরে রাখবেন? এই জাগরণ ধরে রাখতে এবং আগামীতে আরও বাড়াতে দরকার দলে তারকা খেলোয়াড় বৃদ্ধি এবং জয়ের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। তারকা খেলোয়াড় প্রবাস থেকে কয়জন পাওয়া যাবে? তা ছাড়া সবাই তো হামজার মতো তারকা নন। যে কারণে স্থানীয়দের তারকা বানানোটাও একটা বড় কাজ বাংলাদেশের জন্য। আর তারকা বানাতে হলে ঘরোয়া ফুটবল আরও শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। আমাদের দেশে ঘরোয়া ফুটবলের যে কাঠামো তাতে রুটিং ওয়ার্কটাই হয়, সেভাবে দেখা যায় না ফুটবল ডেভেলপমেন্ট। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচটি নিয়ে অনেক কাঁটাছেঁড়া হয়েছে। এখনো চলছে। আসলে হাতের মুঠোয় থাকা ম্যাচ হাতছাড়া হলে কারণ তো খুঁজে বের করতেই চাইবেন ফুটবলবোদ্ধারা। দেশের সাবেক ফুটবলার, কোচ ও ঝানু সংগঠকদের বিশ্লেষণ থেকে বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যার মাধ্যমে ফুটবলের এই জাগরণ ধরে রাখা সম্ভব। এক ম্যাচ ভালো খেলেছে, দর্শক এসেছে–এ নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভুগলেই সর্বনাশ। তাহলে আবার মানুষ ফুটবল মাচ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

বিভিন্নজনের বিশ্লেষণ পর্যালোনা করলে বোঝা যায় খেলোয়াড় তৈরির ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ, প্রবাস থেকে ২/১ একজন আনলে ক্ষণিকের জন্য আলোড়ন তৈরি হতে পারে। কাজ করতে হবে দীর্ঘমেয়াদি। যাতে আরও বেশি খেলোয়াড় বেড়িয়ে আসে। বেশি খেলোয়াড় মানে বেশি প্রতিভা। জেলা লিগ পুরোদমে চালু করা, শীর্ষ লিগের বাইরে ঘরোয়া যে খেলাগুলো আছে সেগুলোকে নিয়মিত করা এবং বয়সভিত্তিক খেলোয়াড়দের ভালোভাবে নার্সিং করার মাধ্যমে মেধাবী ফুটবল বের করে আনা সম্ভব। বাংলাদেশের ফুটবলে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে গোল করতে না পারায় ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। দেশের ফুটবলে বড় সংকট স্ট্রাইকারের। অনেক দিন ধরেই এই সমস্যা মোকাবিলা করছে জাতীয় দল। প্রথাগত স্ট্রাইকার ছাড়াই খেলে আসছে বাংলাদেশ। এ সমস্যাটা কীভাবে দূর করা যায়, সেদিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে বাফুফেকে। গোল করার দক্ষ স্ট্রাইকার থাকলেই জয়ের ধারায় ফিরতে পারবে জাতীয় দল। স্ট্রাইকারকে দক্ষ করতে হলে তাঁকে ঘরোয়া ফুটবলে নির্ধারিত পজিশনে খেলতে দিতে হবে, পর্যাপ্ত প্লেইং টাইম দিতে হবে। সমস্যা হচ্ছে ঘরোয়া ফুটবলে ক্লাবগুলো নাম্বার নাইন হিসেবে বিদেশিদের খেলিয়ে থাকে, যার ফলে স্থানীয় স্ট্রাইকাররা পর্যাপ্ত প্লেইং টাইম পান না। আবার অনেক ক্লাবের কোচ স্থানীয় স্ট্রাইকারদের অন্য পজিশনে খেলিয়ে থাকেন। ভালো মানের আরও প্রবাসী আনার বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞ। দলে বেশ কয়েকজন প্রবাসী থাকলে কেউ ইনজুরিতে পড়লে কেউ কার্ড পেলে বিকল্প হাতে থাকবে কোচের। এটা নিশ্চিত বাংলাদেশ চাইলেও হামজার মতো ফুটবলার সহজে আর পাবে না। হামজাই বা কত দিন খেলতে পারবেন। তারপর কী হবে? যে কারণে, নতুন নতুন তারকা তৈরি করা ছাড়া বাফুফের আর কোনো বিকল্প নেই।

আলোড়ন ধরে রাখতে ঘরোয়া ফুটবলকে ঢাকায় রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন অনেক অভিজ্ঞজন। ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ ঘিরে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল ঘরোয়া ফুটবলেও তেমনটি দেখা যাবে, যদি খেলা ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলা হয়। লিগের বড় খেলাগুলো এবং টুর্নামেন্টগুলোর ফাইনাল যদি ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজন করে তাহলে গ্যালারি ভরে যাবে। ফুটবল জাগরণের এই ধারাবাহিকতা অবশ্যই ধরে রাখা দরকার। বাফুফে চাইলে এ নিয়ে একটা রাউন্ড টেবিল আলোচনার আয়োজন করতে হবে। ফুটবলের সব ধরনের অংশীজনরা তাদের মতামত উপস্থাপন করলে সেখান থেকে ভালো কিছু সুপারিশ বেড়িয়ে আসবেই।

দর্শক হচ্ছে ফুটবলের প্রাণ। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে সেই দর্শকেরা অব্যস্থাপনার শিকার হয়েছেন। আগামীতে দর্শকের কথা গুরুত্বসহকারের বিবেচনা করতে হবে বাফুফেকে। দর্শক একবার মুখ ফিরিয়ে নিলে তাদের আবার স্টেডিয়ামমুখী করা কঠিনই হবে। নতুন করে সাজানো-গোছানো এই স্টেডিয়ামে ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে দর্শকেরা কী কী সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, সেটা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে বাফুফেকে।

যেকোনো কিছুরই একবার জনপ্রিয়তা হারালে ফিরে পাওয়া কঠিন। ফুটবলের হারিয়ে যেতে বসা জনপ্রিয়তা ঘুরে দাঁড়াবে এমন একটা আভাস দিয়ে গেছে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুরের ম্যাচটি। এই যে উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা সেটা ধরে রাখার দায়িত্ব বাফুফের। এই জাগরণ ধরে রাখতেই হবে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের সামনের ম্যাচগুলোর জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে। ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে হবে। পরের ম্যাচে বাংলাদেশ যদি হংকংকে হারাতে পারে তাহলে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের চেয়ে জাগরণ দ্বিগুণ হবে। ৪৫ বছর পর বাংলাদেশ আবার এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারুক বা না পারুক, বাংলাদেশ যদি এক দুটি ম্যাচ জিতে তাহলেই ফিরে আসতে শুরু করবে পেছনে পরে যাওয়া ফুটবলের গৌরব।

টুর্নামেন্ট বাড়ছে নতুন মৌসুমে

মো. সামীম সরদার

খেলোয়াড় নিবন্ধন কার্যক্রম দিয়ে নতুন ফুটবল মৌসুমের (২০২৫-২৬) এর ঘণ্টা বেজেছে ১ জুন। ফুটবলারদের দলবদল চলবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে মাঠে গড়াবে নতুন মৌসুমের ফুটবল। ফুটবল শুরুর প্রাথমিক একটা সময় ঠিকও করেছে বাফুফের প্রফেশনাল লিগ কমিটি। সবকিছু ঠিক থাকলে ১২ সেপ্টেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে শুরু হবে নতুন মৌসুম। চ্যালেঞ্জ কাপ, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপ গত মৌসুমেও হয়েছিল। এবার তিনটা থেকে আয়োজন বেড়ে দাঁড়াবে ৫ এ। বিদায়ী মৌসুমে স্বাধীনতা কাপ আয়োজন করেনি বাফুফে। এই টুর্নামেন্টটি থাকছে ২০২৫-২৬ মৌসুমে। স্বাধীনতা কাপ দিয়ে শেষ হবে মৌসুম। তার আগে হবে সুপার কাপ। এক যুগের মতো বিরতি দিয়ে আবার ফিরছে কোটি টাকার টুর্নামেন্ট হিসেবে পরিচিত এই সুপার কাপ।

বাফুফের প্রফেশনাল লিগ কমিটির সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১২ সেপ্টেম্বও চ্যালেঞ্জ কাপ, ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ, ১০ জানুয়ারি সুপার কাপ ও ২৯ এপ্রিল স্বাধীনতা কাপ শুরু হবে। মৌসুমের শেষ টুর্নামেন্ট স্বাধীনতা কাপ হবে শুধু স্থানীয় খেলোয়াড় দিয়ে। তিনটি টুর্নামেন্টই হবে লিগের ফাঁকে। সপ্তাহের দুই দিন শুক্রবার ও শনিবার হবে প্রিমিয়ার লিগের খেলা এবং টুর্নামেন্টের ম্যাচ হবে মঙ্গলবার।

এবার বিদেশি নিবন্ধনের কোটা কমিয়ে ৫ জন করা হয়েছে। একাদশে রাখা যাবে তিনজন। বিদেশির বদলি হিসেবে একজন বিদেশি খেলানো যাবে। বিদেশিদের একজন এশিয়ার যেকোনো দেশের হতে হবে। একজন করে খেলোয়াড় নেওয়া যাবে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশ থেকে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর খেলোয়াড়েরা বাংলাদেশি হিসেবেই খেলবেন। বিদেশি কোটার সাথে এই খেলোয়াড়দের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। বাফুফের কোনো কোনো কর্মকর্তা ক্লাবের দায়িত্ব নিয়ে ডাগআউটে থাকেন। তাতে রেফারি ও সহকারী রেফারিরা প্রভাবিত হতে পারেন। এ নিয়ে বহুদিন ধরেই আলোচনা চলছে। এবার অবশ্য সেই সুযোগ পাবেন না তাঁরা। বাফুফের নির্বাহী কমিটির, স্ট্যান্ডিং কমিটির ও অ্যাডহক কমিটির কেউ টিমবেঞ্চে বসার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন না। এবার থেকে শুধু চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি ও পদক প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাফুফের প্রফেশনাল লিগ কমিটি। রানার্সআপ দলকে কোনো পুরস্কার প্রদান করা হবে না। ঢাকার বাইরের ভেন্যুতে খেলতে এবার ক্লাবগুলোকে দেওয়া হবে ট্রান্সপোর্ট ও আবাসন সুবিধা। অন্যান্য মৌসুমের দলবদলের কার্যক্রম শুরুর অনেক আগেই বাজার গরমের খবর পাওয়া যায়। এ মৌসুমে সেই জায়গা আলোচনা কম। এই প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত কোনো খেলোয়াড়েরই দলবদলে অংশ নেওয়ার কথা শোনা যায়নি। প্রতি মৌসুমেই ক্লাবগুলোতে পরিবর্তন আসে। খেলোয়াড় থেকে শুরু করে কোচও পরিবর্তন হয়। এরই মধ্যে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস তাদের কোচ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত মৌসুমে তিনটির দুটি ট্রফি জিতিয়ে দেওয়া রোমানিয়ান কোচ ভ্যালেরি তিতেকে বিদায় করে নতুন কোচের সন্ধান করছে ক্লাবটি। অন্য ক্লাবগুলোর মধ্যে কোনো দল কোচ বদল করছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি। নতুন মৌসুমের জন্য ভালো খবর হতে পারে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম। নতুন মৌসুমের শুরুর দিকে এই স্টেডিয়ামে হয়তো খেলা আয়োজন সম্ভব হবে না। কারণ, স্টেডিয়ামের ঘাস তুলে নতুন ঘাস লাগানোর পরিকল্পনা করেছে বাফুফে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর-এই ৩ মাস লাগতে পারে মাঠের ঘাস বদলাতে। অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের পর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে ঘরোয়া ফুটবল ফেরার সম্ভাবনা আছে। ঘরোয়া ফুটবল ফিরলে দেশের প্রধান এই ক্রীড়াভেন্যু আবার সরগরম হয়ে উঠবে।

সূচনায় থাকবে নতুন টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে গত মৌসুমে কয়েকটি ক্লাব ফুটবল থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। কয়েকটি ক্লাবের সরে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল। বাফুফে যে কারণে মৌসুম সংক্ষিপ্ত করে শুধু লিগ, ফেডারেশন কাপ ও এক ম্যাচের টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ আয়োজন করে। ২০২৫-২৬ মৌসুমও মাঠে গড়াবে চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে। দলবদল শেষে ক্লাবগুলোর প্রস্তুতির জন্য এমন টুর্নামেন্ট আয়োজন হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশে। বাফুফেও সেই আদলে চালু করেছে এক ম্যাচের চ্যালেঞ্জ কাপ। আগের মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন দলই মুখোমুখি হবে চ্যালেঞ্জ কাপে। একই দল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন হলে লিগ চ্যাম্পিয়নের সাথে খেলবে লিগ রানার্সআপ দল। আর ভেন্যু হবে লিগ চ্যাম্পিয়ন দলের মাঠ। প্রথম আসরে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান খেলেছিল নতুন এই টুর্নামেন্ট। এই মৌসুমেও মুখোমুখি হবে সেই দুই দল। তবে পরিচয় বদলে গেছে। এবার মোহামেডান খেলবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে, ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। চ্যালেঞ্জ কাপের প্রথম মৌসুম ছিল ঘটনাবহুল। ম্যাচটি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনায় ভরপুর। এগিয়ে থাকা মোহামেডানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বসুন্ধরা কিংস। মোহামেডান আগে গোল করে লিড নিলেও ধরে রাখতে পারেনি। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় হওয়া

ম্যাচটিতে বিশৃঙ্খলা হয়েছিল স্বাগতিক সমর্থকরা মাঠে স্মোক ফ্লেয়ার নিক্ষেপ করলে। ধুয়ার কারণে ম্যাচ বন্ধ ছিল বেশ কিছু সময়। পুনরায় খেলা শুরু হলেও ছন্দ হারিয়ে ফেলে মোহামেডান। পিছিয়ে থাকা কিংস ২ গোল করে নাটকীয়ভাবে ম্যাচ জিতে ঘরোয়া ফুটবলের নতুন টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতে ইতিহাস গড়ে। ম্যাচের পর মোহামেডানের কোচ আলফাজ আহমেদ অভিযোগ করেছিলেন, কিংসের সমর্থকদের উশৃঙ্খল আচরণের কারণেই তাঁরা হেরে গেছে। ওই ম্যাচের পর মোহামেডান বাফুফেতে আবেদন করে বিচার চেয়েছিল। জড়িতদের শাস্তি না দিলে কিংস অ্যারেনায় তাঁরা কোনো ম্যাচ না খেলার হুমকিও দিয়েছিল। যদিও বাফুফে আমলে নেয়নি মোহামেডানের নালিশ। এবার বদলে গেছে ম্যাচের ভেন্যু। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের হোমভেন্যু কুমিল্লার ভাষা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে চ্যালেঞ্জ কাপের ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়াবে ২০২৫-২৬ মৌসুমের ফুটবল।

আবার ফিরছে সুপার কাপ

১৬ বছরে হয়েছে ৩ বার। ঘরোয়া ফুটবলের আলোচিত টুর্নামেন্ট সুপার কাপ একেবারেই অনিয়মিত। এই টুর্নামেন্ট যাত্রা করেছিল ২০০৯ সালে বাফুফের সাবেক সভাপতি কাজী মো. সালাউদ্দিনের হাত ধরে। প্রাইজমানি ছিল কোটি টাকা। তাই টুর্নামেন্টটি পরিচিত পেয়েছিল 'কোটি টাকার সুপার কাপ' হিসেবে। মাঠে ঝড় তুললেই অর্থ সংকটে সুপার কাপের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি বাফুফে। ২০০৯, ২০১১ ও ২০১৩ সালে টুর্নামেন্ট হয়েছে দুই বছর পরপর। তারপর হিমাগারে প্রয় এক বছর। গত মৌসুমে সুপার কাপ আয়োজনের ঘোষণা ছিল বাফুফের। তবে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে ক্রীড়াঙ্গনের ওপর দিয়েও একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল। সবকিছু মিলিয়ে বাফুফেকে ঘোষণা থেকে সরে আসতে হয়েছে। এক যুগ পর টুর্নামেন্ট আবার মাঠে নামানোর ঘোষণা দিয়েও পারেনি দেশের ফুটবলের অভিভাবক সংস্থাটি। নতুন মৌসুমে আবার ফিরে এসেছে কোটি টাকার সুপার কাপের আলোচনা। এবার বাফুফে এই টুর্নামেন্ট করবে বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনবার হওয়া সুপার কাপের দুইবারই শিরোপা জিতেছে মোহামেডান। প্রথম আসরে মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফাইনালে তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীকে হারিয়ে। দ্বিতীয় আসরে মোহামেডানের বিপক্ষে প্রতিশোধ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আবাহনী। তৃতীয়বার ফাইনাল হয়েছিল মোহামেডান ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের মধ্যে। ফাইনাল জিতে ট্রফি উদ্ধার করেছিল সাদাকালোরা। ট্রফি এখন মতিঝিলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটিতেই আছে। বাফুফের প্রফেশনাল লিগ কমিটি নতুন মৌসুমের যে সূচি ঘোষণা করেছে সেখানে সুপার কাপ রাখা হয়েছে আগামী বছর ১০ জানুয়ারি। এবার পরিবর্তিত ফরম্যাটে হবে সুপার কাপ। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সব দল খেলার সুযোগ পাবে না। শেষ হওয়া মৌসুমের শীর্ষ চার ক্লাব মোহামেডান, আবাহনী, বসুন্ধরা কিংস ও রহমতগঞ্জকে নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে বাফুফের প্রফেশনাল লিগ কমিটি।

স্বাধীনতা কাপ শুধুই স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে

গত মৌসুমে স্বাধীনতা কাপ হয়নি। নানা কারণে বাফুফে টুর্নামেন্ট কমিটি মৌসুম শেষ করেছিল। তাই স্বাধীনতা কাপ হয়নি। নতুন মৌসুমে এই টুর্নামেন্ট হবে। লিগের ফাঁকে ফাঁকেই হবে টুর্নামেন্টের খেলা। মৌসুমের সর্বশেষ টুর্নামেন্ট হবে স্বাধীনতা কাপ। এই টুর্নামেন্টে থাকবেন না কোনো বিদেশি ফুটবলার। শুধু স্থানীয়দের নিয়েই আয়োজন করা হবে স্বাধীনতা কাপ। স্বাধীনতা কাপ সর্বশেষ হয়েছিল ২০২৩ সালে। শিরোপা আছে বসুন্ধরা কিংসের হাতে। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে মোহামেডানকে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো জিতে নেয় এই টুর্নামেন্টের ট্রফি। স্বাধীনতা কাপ প্রবর্তন হয়েছে ১৯৭২ সালে। দীর্ঘ এই ৫৩ বছরে টুর্নামেন্ট হয়েছে মাত্র ১৪টি। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে ঘরোয়া ফুটবলে বেশ অনিয়মিত হয়ে আসছে এই টুর্নামেন্টেটি। ২০১৮ সালে বসুন্ধরা কিংস শীর্ষ ফুটবলে নাম লেখানোর পর ৬ বছরের তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দলটি। তারা ফাইনাল খেলেছে চারবার। কিংসের আগমনের পর দেশের দুই জনপ্রিয় ক্লাব মোহামেডান ও আবাহনীর দাপট কিছুটা কমেছে।

প্রত্যাবর্তনের চ্যালেঞ্জ আবাহনীর

বসুন্ধরা কিংস শীর্ষ লিগে নাম লেখানোর পর আবাহনী পায়নি প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা। ফেডারেশন কাপও জিতেছে সর্বশেষ ২০২৩ সালে। বিদায়ী মৌসুমে শ্রেষ্ঠত্ব ফিরিয়ে আনার দারুণ এক সুযোগ তৈরি হয়েছিল আকাশি-নীলদের সামনে। তবে পারেনি, ঘটনাবহুল ফাইনালে আবাহনীকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখে বসুন্ধরা কিংস। ঘরোয়া ফুটবলের ট্রফি যেন আবাহনীতে যাওয়ার পথ ভুলে গেছে। সর্বশেষ তিন ফেডারেশনের ফাইনালে উঠেও শ্রেষ্ঠত্ব ফিরিয়ে আনতে পারেনি তারা। এবার আবাহনীর জন্য বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। এই মৌসুমে ৫টি আয়োজন আছে। যার মধ্যে চারটি খেলবে আবাহনী। এই চারটির মধ্যে আবাহনী যদি কোনো একটির ট্রফি ঘরে না নিতে পারে তাহলে সেটা হবে ঐতিহ্যবাহী দলটির জন্য বিশাল ব্যর্থতা। আগস্টের মাঝামাঝিতে দলবদল শেষ হলেই বোঝা যাবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বাধিক ৬ বারের চ্যাম্পিয়ন দলটি এবার কেমন শক্তিশালী হয়েছে। গত মৌসুমে আর্থিক সংকটের কারণে বেশি ভালো দল করতে পারেনি ধানমন্ডির ক্লাবটি। তারপরও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপে রানার্সআপ সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে মারুফুল হকের দলটি। লিগের প্রথম পর্বে আবাহনী তো বিদেশিই আনতে পারেনি। এক অর্ধ বিদেশি ছাড়া খেলেই আবাহনী শেষ পর্যন্ত দুটিতে রানার্সআপ হতে পেরেছে।

ক্রিকেটে বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তির রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল

শ্রীলঙ্কায় তাহসিন চ্যাম্পিয়ন : ভিয়েতনামে রানারআপ ফাহাদ

মোরসালিন আহমেদ

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় ওয়েস্টার্ন এশিয়ান জুনিয়র অনূর্ধ্ব-২০ র‍্যাপিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপে ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এদিকে ভিয়েতনামে হা লং শহরে কুয়াং নিন গ্র্যান্ডমাস্টার্স-২ টুর্নামেন্টে রানারআপ হয়েছেন আন্তর্জাতিকমাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান। অপরদিকে ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২৫তম দুবাই ওপেন চেস টুর্নামেন্ট ‘বি ক্যাটাগরি’ গ্রপে ষষ্ঠ হয়ে এক হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন থেকে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন ফিদে আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। এসব সাফল্যগুলো নিয়েই সাজানো হয়েছে এ প্রতিবেদন।

পুরস্কার হাতে প্রধান অতিথির সঙ্গে তাহসিন

ওয়েস্টার্ন এশিয়ান জুনিয়র র‍্যাপিডে তাহসিন অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন

ওয়েস্টার্ন এশিয়ান জুনিয়র অনূর্ধ্ব-২০ র‍্যাপিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপের ষষ্ঠ শীর্ষবাছাই ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া ও শীর্ষবাছাই স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিকমাস্টার ডি সিলভা ৭ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করায় টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে শিরোপা নির্ধারণ হলে তাহসিন অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন এবং ডি সিলভা রানারআপ হয়েছেন। শিরোপা জয়ের মিশনে তাহসিন ৫ জয় আর ২ ড্র নিয়ে এ কৃতিত্ব দেখান। সেই সঙ্গে ২২ রেটিং বৃদ্ধি করেছেন। তাহসিন শ্রীলঙ্কার তিন দাবাড়ু যথাক্রমে অ্যামেচার ক্যান্ডিডেটমাস্টার সিরিওয়ার্দেন সিথুম নেভানজিথ, ক্যান্ডিডেটমাস্টার জানুক সান ও ক্যান্ডিডেটমাস্টার বিজেরথনা বিনুকা দিহাইন এবং তুর্কমেনিস্তানের হ্যালিনিয়াজভ ভেপালি ও কাজাখস্তানের বায়ানতাস আসমানকে পরাজিত করেন। তবে লঙ্কার আন্তর্জাতিকমাস্টার ডি সিলভা ও উজবেকিস্তানের ফিদেমাস্টার আবদুখাকিমভ আকবরআলির সঙ্গে ড্র করেন। এ ইভেন্টে আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় অবশ্য অংশ নেননি। তবে ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ চতুর্থ শীর্ষবাছাই হয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে দুই ধাপ পিছিয়ে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। তিনি ৭ ম্যাচে ৪ জয় আর ২ ড্র পেয়েছেন। হেরেছেন ১ ম্যাচ। সঙ্গে ১২ রেটিং খুইয়েছেন। এদিকে নারী বিভাগে নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ তৃতীয় শীর্ষবাছাই হয়েও নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। তিনি ৭ ম্যাচে ৩ জয় আর ৪ হার নিয়ে ৩৩ ধাপ পিছিয়ে ৩৬তম হয়েছেন। ভালো পারফরম্যান্স করতে না পারায় ১৩৮ রেটিং খুইয়েছেন। এ ইভেন্টে তুর্কমেনিস্তানের নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার সোহরাদোভা লেইলা ৬.৫ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। উল্লেখ্য ৫-১১ জুন শ্রীলঙ্কার ওয়াসকাদুয়াসার সাইট্রাস হোটেলে স্ট্যান্ডার্ড, র‍্যাপিড ও ব্লিটজে ওপেন ইভেন্টে ৭ দেশের ৫৭ জন এবং নারী বিভাগে ৮ দেশের ৫৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ব্লিটজ: দেশীয় দাবাড়ুদের মধ্যে একমাত্র সাকলাইনই ব্লিটজ টুর্নামেন্টে সেরা পাঁচের মধ্যে ছিলেন। এমন কি, ব্রোঞ্জপদক জয়ের অবস্থানেও ছিলেন। কিন্তু টাইব্রেকিং পদ্ধতির গ্যাড়াকলে নবম সিডেড হয়ে সাকলাইন ৭ ম্যাচে ৫ জয়, ১

দাবা ফেডারেশনের ‘ফিদে আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন অ্যাওয়ার্ড’ লাভ

ড্র আর ১ হারসহ ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। সঙ্গে ৩৩ রেটিং বৃদ্ধি করেন। তবে নীড় ও তাহসিন সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। উভয়ে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে যথাক্রমে ১৬ ও ১৭তম হয়েছেন। নীড় পাঁচ নম্বর সিডেড হয়ে ৪ জয় পেলেও হেরেছেন ৩ ম্যাচ এবং ৩৭ রেটিং খুইয়েছেন। তাহসিন ছয় নম্বর সিডেড হয়ে ৪ জয়ের বিপরীতে ৩ ম্যাচ হেরেছেন। সেই সঙ্গে ১৭ রেটিং কমিয়েছেন। যদিও নারী বিভাগে ওয়াদিফা তুলনামূলকভাবে ভালো করেছেন। ২৩ নম্বর সিডেড হয়ে ২৬তম হয়েছেন। ৭ ম্যাচে ৩ জয়, ১ ড্র আর ৩ হারসহ ৩.৫ পয়েন্ট পেয়ে ৪৯ রেটিং বৃদ্ধি করেন। উল্লেখ্য ওপেনে ৬ পয়েন্ট পেয়ে উজবেকিস্তানের ফিদেমাস্টার আবদুখাকিমভ আকবর আলী ও নারী বিভাগে ৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ফিদে প্রতিনিধি ইয়ঙ্কার আলিসা জেনরিয়েটা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

স্ট্যান্ডার্ড: নীড় আর তাহসিনের কাছে স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্টে ভালো কিছু প্রত্যাশা করা হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেননি তাঁরা। তবে উভয়ে সেরা দশের ভেতরেই ছিলেন। নীড় তিন নম্বর শীর্ষবাছাই হলেও দুই ধাপ পিছিয়ে পঞ্চম হন। ৯ ম্যাচে ৫ জয়, ৩ ড্র আর ১ হারসহ ৫.৫ পয়েন্ট পান। ভালো না খেলার খেসারত দিয়েছেন ১২ রেটিং খুইয়ে। এদিকে চার নম্বর সিডেড তাহসিন পাঁচ ধাপ পিছিয়ে নবম হয়েছেন। ৯ ম্যাচে ৫ জয়, ২ ড্র আর ২ হার নিয়ে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ

করে কমিয়েছেন ২৮ রেটিং। অপর দিকে সাত নম্বর সিডেড সাকলাইন ১২ ধাপ পিছিয়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে ১৯তম হয়ে হারিয়েছেন ৩০ রেটিং। তিনি ৯ ম্যাচে ৪ জয় ও ২ ড্র পেয়েছেন। হেরেছেন ৩ ম্যাচ। তবে নারী বিভাগে ওয়াদিফা আট নম্বর সিডেড হয়ে আসর শেষে আট ধাপ পিছিয়ে হয়েছেন ১৬তম। ৯ ম্যাচে ৩ জয়, ৫ ড্র আর ১ হারসহ পেয়েছেন ৬.৫ পয়েন্ট। অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের সঙ্গে পারফরম্যান্স প্রত্যাশিত না হওয়ায় ৪৫ রেটিং খুইয়েছেন। উল্লেখ্য ওপেনে ৭.৫ পয়েন্ট পেয়ে ফিদে প্রতিনিধি ফিদেমাস্টার পপভ কনস্ট্যান্টিন ও নারী বিভাগে ৮.৫ পয়েন্ট নিয়ে ফিদে প্রতিনিধি নারী ফিদেমাস্টার মিখিভা গ্যালিনা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

দাবা বোর্ডে চাল দিচ্ছেন রানারআপ ফাহাদ

কুয়াং নিন গ্র্যান্ডমাস্টার্স টুর্নামেন্টে ফাহাদ রানারআপ

আন্তর্জাতিকমাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমানের কাছে শিরোপা জয়ের চেয়ে 'গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম' অর্জন জরুরি হয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালে তিনি গ্র্যান্ডমাস্টারের একটি নর্ম পূরণ করেন। লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে তাঁকে আরও 'দুটি নর্ম' পেতে হবে। সেই লক্ষ্যে ভিয়েতনামের কুয়াংয়ের হা লং শহরে খেলতে গিয়েছিলেন 'কুয়াং নিন গ্র্যান্ডমাস্টার্স-২ টুর্নামেন্ট। সেখানে নর্ম অর্জন করতে না পারলেও রানারআপ হয়েছেন। ফাহাদ ১০ ম্যাচে ২টি জয় আর ৭টি ড্রসহ ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে এ কৃতিত্ব দেখান। শেষ রাউন্ডে তিনি অবশ্য প্রতিপক্ষকে ওয়াকওভার দেন। তারপরও এ আসর থেকে ৪ রেটিং বৃদ্ধি করেছেন। ডাবল রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির এ টুর্নামেন্টে ফাহাদ (২৪২৭) চ্যাম্পিয়ন থাইল্যান্ডের আন্তর্জাতিকমাস্টার লাওহাউইরাপাপ প্রিন (২৩৭০) এবং ইন্দোনেশিয়ার আন্তর্জাতিকমাস্টার সেতইয়াকি আজারইয়া জদি (২৩৪৩) উভয়ের সঙ্গে একবার করে জিতেছেন এবং একবার করে ড্র করেছেন। তবে স্বাগতিক ভিয়েতনামের গ্র্যান্ডমাস্টার ইয়েন আন দাং (২৪২৯) এবং ফিলিপাইনের গ্র্যান্ডমাস্টার গোমেজ জন পোল (২৪০২) উভয়ের সঙ্গেই দু'বার করে ড্র করেছেন। কিন্তু ভিয়েতনামের অপর গ্র্যান্ডমাস্টার বুই ভিনের (২৩৫৮) সঙ্গে একবার ড্র করলেও পরবর্তী ম্যাচে ওয়াকওভার দিয়েছেন। উল্লেখ্য ৬-১২ জুন পর্যন্ত ৫ দেশের ৩ জন গ্র্যান্ডমাস্টার ও ৩ জন আন্তর্জাতিকমাস্টারসহ মোট ৬ জন খেলোয়াড় ডাবল রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে ৭.৫ পয়েন্ট পেয়ে শিরোপা জয় করেন থাইল্যান্ডের আন্তর্জাতিকমাস্টার লাওহাউইরাপাপ প্রিন।

দুবাই ওপেনে সাকলাইন পেলেন এক হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার

ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ সংযুক্ত আরব আমিরাতে '২৫তম দুবাই ওপেন চেস টুর্নামেন্ট বি ক্যাটাগরি' গ্রপে ৯ ম্যাচে ৬.৫ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থান লাভ করে এক হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ৯ ম্যাচে ৫টি জয়, ২টি ড্র ও একটিতে পরাজিত হন। সাকলাইন (২২৩৪) স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের তিন দাবাড়ু যথাক্রমে রশিদ হোসেন আলহাম্মাদী (১৮৫৩), আহমদ আল রোমাইথি (১৯৭৮) ও হামাদ এসাম (১৯১৬) এবং মালদ্বীপের ফিদেমাস্টার মুহাম্মদ শুয়াউ (২০৮২) ও ভারতের মিথিলেশ রঞ্জিত কুমারকে (১৯৭১) পরাজিত করেন। তবে আর্মেনিয়ার অ্যান্টোনিয়ান হ্যামলেট (১৯৭৫), সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফিদেমাস্টার আহমেদ ফরিদ (২০৯০) ও ভারতের মুকুন্দ হেমন্ত আগরওয়ালের (২০৭৫) সঙ্গে ড্র করায় শিরোপা রেসে পিছিয়ে পড়ে। যদি শ্রীলঙ্কার লিয়ানাগে পেসাড়ু রশ্মিথার (২১১৪) কাছে হেরে না যেতেন তাহলে সাকলাইনের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার একটা সুযোগ ছিল। এ আসর থেকে সাকলাইন অবশ্য ১০ রেটিং খুইয়েছেন। এদিকে ফিদেমাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন (২১৪৫) ৬ পয়েন্ট পেয়ে ১৫তম হয়েছেন। সেই সঙ্গে ২০ রেটিং হারিয়েছেন। অপরদিকে নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম (২০১৩) ৫ পয়েন্ট পেয়ে ৩৯তম হয়ে ২৯ রেটিং খোয়াতে হয়েছে। এ ছাড়া দাবার দুই সহোদর নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ (২১০৯) ও নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার আহমেদ ওয়ালিজা (১৯৮৪) খুব একটা ভালো খেলতে পারেননি। এমন কি তাঁরা শেষ তিন রাউন্ডেও অংশ নেননি। ফলে উভয়ে ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে যথাক্রমে ওয়াদিফা ৭৭তম হয়ে ৬৪ রেটিং এবং ওয়ালিজা ৭৮তম হয়ে ২৮ রেটিং খুইয়েছেন। এতে ইরানের ফিদেমাস্টার নিকুকার মাহদী (২২০২) ৭.৫ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। উল্লেখ্য 'বি' ক্যাটাগরিতে ২৫ দেশের ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন। এদিকে '২৫তম দুবাই ওপেন চেস টুর্নামেন্ট এ ক্যাটাগরি' গ্রুপে আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় (২৪০৩) ও ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া (২৩৭৪) প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেননি। এমন কি, তাঁরা শেষ রাউন্ডেও অংশ নেননি। ফলে ৯ ম্যাচের টুর্নামেন্টে এক ম্যাচ কম খেলে ৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে নীড় ৪ রেটিং খুইয়ে ৬৫তম এবং তাহসিন ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ৪৫ রেটিং খুইয়েছেন। তবে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার গ্রেবনেভ আলেক্সি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। 'এ' ক্যাটাগরিতে ২৪ দেশের ৮৩ জন অংশগ্রহণ করেন। গত ২৭ মে থেকে ৬ জুন টুর্নামেন্ট দুটি অনুষ্ঠিত হয়।

এক হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার পেলেন সাকলাইন

ফিদে আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন অ্যাওয়ার্ড লাভ

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন (বাদাফে) 'ফিদে আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে। দাবা খেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আঙিনায় বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও অবদান রাখায় আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন (ফিদে) থেকে ২০২৫ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশনের সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের লুসান শহর থেকে ডাকযোগে এ পদক প্রেরণ করা হয়েছে।

টি-টোয়েন্টিতে পরাজয়ের বৃত্তে বন্দী বাংলাদেশ কী জয়ের পথ খুঁজে পাবে?

পথ হারিয়ে পথের খোঁজে...

মো. মাহবুবুর রশিদ

বাংলাদেশের এবারের শ্রীলঙ্কা সফর শেষ হবে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের 'অঙ্ক' মেলাতে পারবে তো লাল-সবুজ বাহিনী? গত বছরের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুইবারের চ্যাম্পিয়নদের তাদেরই মাটিতে অবিশ্বাস্যভাবে হোয়াইটওয়াশ করার পর মনে হয়েছিল টাইগাররা বুঝি নতুন দিনের দেখা পেতে চলেছে। কিন্তু এরপরই আবারও পতনের শুরু! এতটাই যে পরাজয়ই হয়ে উঠে নিত্যসঙ্গী। পরের ছয় মাসে এই ফরম্যাটে বাংলাদেশ ৬ ম্যাচ খেলে হেরেছে ৫টিতেই! এর মধ্যে মে মাসে শারজায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ পরাজয় তো বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসেরই চরম লজ্জাজনক ঘটনাগুলোর একটি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। অনিশ্চয়তার খেলার দোহাই দিয়ে 'খারাপ দিন' গেছে অযুহাতে না-হয় একটা ম্যাচ হারকে 'অঘটন' হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আইসিসির সহযোগী সদস্য দেশের সঙ্গে কোনোক্রমে প্রথম ম্যাচ জিতলেও পরপর দুই ম্যাচ পরাজিত হয়ে আস্ত একটা সিরিজ খোয়ালে তো এর আসলে কোনো ব্যখ্যা থাকে না। আমিরাত-দুঃস্বপ্নের কাটা ঘায়ে 'নুনের ছিটা' হয়ে আসে এর পরপরই মাঠে গড়ানো পাকিস্তান সিরিজ! ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে নিয়ে ছেলেখেলায় মেতে উঠে পাকিস্তান, ব্যাটে-বলে অসহায় আত্মসমর্পণ করা লিটন দাসের দলের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত জুটে ৩-০ তে 'ধবলধোলাই' কলঙ্ক!

টি-টোয়েন্টিতে নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্বভার পাওয়া লিটন দাস বুঝে উঠতে পারছেন না ঠিক কীভাবে কী করবেন! নাজমুল হোসেন শান্তর অনুপস্থিতিতে 'ভারপ্রাপ্ত নেতা' হিসেবে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে অবিস্মরণীয় সাফল্যের মুখ দেখলেও পূর্ণকালীন নেতৃত্ব পাওয়ার পর দেখছেন কেবলই দলের ভরাডুবি। আমিরাতের পর পাকিস্তান চোখে আঙুল দিয়ে নতুন করে দেখিয়ে দিয়েছে এই সংস্করণে টাইগারদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার চিত্র। একদিন ব্যাটিং কিছুটা ভালো হলে বোলিংয়ে দুর্দশা ফুটে উঠে। আবার অন্যদিন বোলাররা কার্যকর ভূমিকা পালন করলে ব্যাটসম্যানরা হতাশ করেন। ফিল্ডিংয়েও নেই কোনো ধারাবাহিকতা। পুরো দলের মধ্যে এতটুকু আত্মবিশ্বাসের লেশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যেন সবাই যার যার মতো করে ছন্নছাড়াভাবে মাঠে নামার দায় সারছেন। এভাবে কি ভালো কিছু অর্জন সম্ভব? সেটা যে সম্ভব নয় তার প্রমাণ–আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ পিছিয়ে ১০ নম্বরে চলে যাওয়া। টি-টোয়েন্টিতে পথ হারানো বাংলাদেশ এখন পথের খোঁজে রীতিমতো হয়রান।

এমন পটভূমিতে রয়েছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ। ১০, ১৩ ও ১৬ জুলাই মাঠে গড়াবে ম্যাচগুলো। এ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের দিকে চোখ রেখে আশাবাদী হতে পারে বাংলাদেশ। এবারের আগপর্যন্ত টি-টোয়েন্টিতে দুই দল মুখোমুখি হয়েছে মোট ১৭ বার। এর মধ্যে লঙ্কানরা জিতেছে ১১ ম্যাচ, টাইগারদের জয় সংখ্যা ৬। এই সংস্করণে জিম্বাবুয়ে (২৫ ম্যাচে ১৭ জয়, পরাজয় ৮) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের (১৯ ম্যাচে জয় ৮, হার ৯, ফলহীন ২) পর শ্রীলঙ্কার সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বড় কথা, লঙ্কানদের মাটিতে বাংলাদেশেরই জয়ের পাল্লা ভারী, ৫ ম্যাচে ২ হারের বিপরীতে ৩টিতেই এসেছে জয়। অবশ্য বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ৪টি দ্বিপক্ষীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের মধ্যে ৩টিই জিতেছে লঙ্কানরা (২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে এসে ২-০ ব্যবধানে, ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিজেদের আঙিনায় ২-০ ব্যবধানে এবং ২০২৪ সালের মার্চে বাংলাদেশ সফরে ২-১ ব্যবধানে)। এ ক্ষেত্রে ২০১৭ সালের এপ্রিলে দেশটিতে গিয়ে ১-১ এ সিরিজ ড্র করে আসাই টাইগারদের সর্বোচ্চ সাফল্য।

এই সংস্করণে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ার সুখস্মৃতি রয়েছে বাংলাদেশের। গত বছরের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে লো স্কোরিং ম্যাচে টাইগাররা লঙ্কানদের হারিয়েছিল ২ উইকেটে। এক বছর পর আবারও মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দল দুটো। টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের দলীয় সর্বোচ্চ স্কোর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে, ২১৫/৫। সেটি এই ফরম্যাটে সর্বোচ্চ এবং একমাত্র দুই শ ছাড়ানো ইনিংস তাড়া করে জয়ের বাংলাদেশের ক্রিকেটের আরেক গৌরবময় অধ্যায়। ওই ম্যাচটি হতে পারে এবারের সিরিজের অনুপ্রেরণা। ২০১৮ সালের মার্চে বাংলাদেশ ও ভারতকে নিয়ে শ্রীলঙ্কা আয়োজন করেছিল ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি আসর 'নিদাহাস ট্রফি'। ওই টুর্নামেন্টটি ছিল ডাবল লিগ পদ্ধতির, ফাইনালে ভারতের কাছে হেরে রানার্সআপ হয় বাংলাদেশ। আসরের তৃতীয় ম্যাচে মোকাবিলা করে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। কলম্বোর রমেশ প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়া বাংলাদেশের বোলারদের পিটিয়ে লঙ্কান ব্যাটসম্যানরা স্কোরবোর্ডে জমা করে ৬ উইকেটে ২১৪ রান। কল্পনাকে হার মানিয়ে ২ বল আগে বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতে নেয় ৫ উইকেটে। ঐতিহাসিক জয়ে বাংলাদেশকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুশফিকুর রহিম, ৩৫ বলে ৭২ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কারও জিতেছিলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। শেষ ৫ ওভারে ৫৮ রানের কঠিন সমীকরণ মেলাতে অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহর ১১ বলে ২০ রানের ঝোড়ো ইনিংসটিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে তামিম ইকবাল করেছিলেন ২৯ বলে ৪৭ রান। মুশফিক আগেই টি-টোয়েন্টি ছেড়েছেন আর তামিম ও মাহমুদউল্লাহ তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেই অবসর নিয়েছেন। ওই ম্যাচে ১৯ বলে ৪৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে 'জয়ের সুর' বেঁধে দেওয়া লিটন দাসের কাঁধে এখন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বের ভার। শ্রীলঙ্কার মাটিতে এবার অন্তত একটা ম্যাচ জিতে হলেও এই সংস্করণের 'শনির দশা' থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে তো বাংলাদেশ?

সিরিজের সূচি...

প্রথম টি-টোয়েন্টি : ১০ জুলাই, পাল্লেকেলে

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি : ১৩ জুলাই, ডাম্বুলা

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি : ১৬ জুলাই, কলম্বো

বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাসের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা

মেহেদী হাসান মিরাজ : ওয়ানডে অধিনায়ক

নাজমুল হোসেন শান্ত : টেস্ট অধিনায়ক

লিটন দাস : টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক

আবারও তিন অধিনায়কের যুগে বাংলাদেশ

মো. রেজাউল হক

মেহেদী হাসান মিরাজের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। বাইশ গজে ব্যাটে-বলে সাফল্য পাচ্ছেন নিয়মিত। গড়ছেন একের পর এক রেকর্ড। প্রতিনিয়ত জন্ম দিচ্ছেন গৌরবময় সব কীর্তির। ২৭ বছর বয়সী এই স্পিন অলরাউন্ডার আইসিসির বিবেচনায় নির্বাচিত হয়েছেন গত এপ্রিল মাসের সেরা খেলোয়াড়। এবার ওয়ানডের নতুন অধিনায়ক হিসেবে তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে বিসিবি। হঠাৎ করেই নাজমুল হোসেন শান্তকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় উড়াল দেওয়ার প্রাক্কালে এক বছরের জন্য বাংলাদেশের পঞ্চাশ ওভারের দলের নেতৃত্বের ভার তুলে দেওয়া হয়েছে মিরাজের কাঁধে। এর ফলে পালাবদলের খেলায় আবারো তিন অধিনায়কের পথে হাঁটলো বাংলাদেশ। গত বছর তিন সংস্করণেই এককভাবে অধিনায়কত্ব করা শান্ত এখন শুধুই টেস্ট দলের অধিনায়ক। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান কয়েক মাস আগে স্বেচ্ছায় টি-টোয়েন্টি দলের দায়িত্ব ছাড়ার পর ওই পদে বসানো হয়েছে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান লিটন কুমার দাসকে। সবশেষ বিসিবির এক অনলাইন বোর্ড সভায় ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে শান্তকে আচমকা অব্যাহতি দিয়ে মিরাজের হাতে অর্পন করা হয়েছে নেতৃত্বের ব্যাটন।

ঘরোয়া অঙ্গনে তো বটেই, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব মোটেই নতুন কিছু নয় মিরাজের জন্য। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের হয়ে ৪টি ওয়ানডে এবং ২টি টেস্ট ম্যাচে টস করেছেন তিনি। গত বছরের নভেম্বরে প্রথমবার লাল-সবুজ বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন মিরাজ। নিয়মিত অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত চোটে পড়ায় শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দেন তিনি, বাংলাদেশ ওই ম্যাচে পরাজিত হয় ৫ উইকেটে এবং সিরিজটা হারে ২-১ ব্যবধানে। ইনজুরড শান্তর অনুপস্থিতিতে পরের মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ওয়ানডে ও টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব করেন মিরাজ। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে প্রথমে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ এ ড্র করলেও পরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয় বাংলাদেশ।

তবে 'ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক' হিসেবে আপৎকালীন দায়িত্ব সামলানো আর আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে নিশ্চয়। ওয়ানডে নেতৃত্বের রদবদলের ব্যাপারে বিসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তির পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মিরাজ বলছিলেন, 'দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যে কোনো ক্রিকেটারের জন্যই এক বিশাল সম্মান। বোর্ড আমার প্রতি যে আস্থা রেখেছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই দলে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমরা সাহসী ক্রিকেট খেলতে চাই, আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে চাই এবং দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে গর্ববোধ করতে চাই।' মিরাজকে দায়িত্ব দেওয়ার কারণ হিসেবে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেছেন, 'ব্যাট ও বল হাতে মিরাজের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স, তাঁর লড়াই ও দলকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা, মাঠ ও মাঠের বাইরে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর উপস্থিতি- তাঁকে এই পালাবদলের সময়ে ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মনে করেছে বোর্ড। আমাদের বিশ্বাস, তাঁর ওই টেম্পারামেন্ট ও ম্যাচিউরিটি আছে বাংলাদেশকে এই সংস্করণে এগিয়ে নেওয়ার জন্য।' এর আগে ৪টি ওয়ানডেতে অধিনায়কত্ব করে ৪টিতেই পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পাওয়া মিরাজের এই সংস্করণে এক বছরের জন্য নিয়োগ পাওয়ার পর প্রথম অভিযান শ্রীলঙ্কা সিরিজ। এবারের পূর্ণাঙ্গ সফরে লঙ্কানদের বিপক্ষে ২ টেস্টের পর ৩ টি-টোয়েন্টির আগে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ তিনটি মাঠে গড়াবে ২, ৫ ও ৮ জুলাই।

এক সময় জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করবেন, এমন স্বপ্ন নিশ্চয় অনেক আগে থেকেই দেখে আসছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর অধিনায়কত্বেই ২০১৬ সালে ঘরের মাঠে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছে বাংলাদেশি যুবারা। ওই টুর্নামেন্টে টাইগার যুবাদের সহ-অধিনায়ক ছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। অথচ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেই শান্তই বাংলাদেশের অধিনায়ক হয়েছেন মিরাজের আগে। বেটার লেট, দ্যান নেভার। দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত এক বছরের জন্য মিরাজ পেয়েছেন ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব। অনেকে অবশ্য মনে করছেন, পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটের চেয়ে টেস্টের অধিনায়কত্বই বেশি মানানসই হতো তাঁর জন্য। তবে একটা সময় যে সাদা পোশাকের নেতৃত্বও পাবেন মিরাজ, এটা তো এক প্রকার ভবিতব্যই। বিশেষ করে শান্তর টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার যে গুঞ্জন চলছে, তাতে হয়তো ওই 'একটা সময়' চলে আসতে পারে সহসাই।

তা যখন আসে, তখন। আপাতত শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে মিরাজের সামনে। যদিও লঙ্কানদের বিপক্ষে শেষ ২টি দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ, দুটোই অবশ্য ঘরের মাঠে। ওদিকে শ্রীলঙ্কা নিজেদের আঙিনায় গত চার বছরে পঞ্চাশ ওভারের কোনো সিরিজই হারেনি। অধিনায়ক মিরাজ পূর্ণকালীন অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন এমন একটা কম অভিজ্ঞ দল নিয়ে, যে স্কোয়াডে বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত-সমালোচিত পঞ্চপাণ্ডবদের সবাই অনুপস্থিত! মাশরাফি, সাকিব, তামিম, মুশফিক ও মাহমুদউল্লাহর একজনও একাদশে নেই- গত বিশ বছরে ওয়ানডেতে এমন দৃশ্য দেখেনি বাংলাদেশের ক্রিকেট!

মিরাজের নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশের যে ১৬ সদস্যের ওয়ানডে দল সাজানো হয়েছে, সেখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলামের প্রথমবার এই সংস্করণে ডাক পাওয়া। এ ছাড়া ফেরানো হয়েছে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান লিটন দাস, বাঁহাতি ওপেনার নাঈম শেখ, 'ফিনিশার' শামীম পাটোয়ারি ও পেসার হাসান মাহমুদকে। সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল থেকে বাদ পড়েছেন নাসুম আহমেদ, চোট থেকে সেরে উঠলেও জায়গা পাননি সৌম্য সরকার এবং মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ ওই টুর্নামেন্ট খেলে ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছেন।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের ওয়ানডে দল : মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, নাঈম শেখ, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, লিটন কুমার দাস, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারি, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ।

ক্রীড়াঙ্গনের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠছে ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

মোরসালিন আহমেদ

ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনের জন্য জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আশীর্বাদ হয়ে উঠছে। দেশের সাবেক ও বর্তমান ক্রীড়াবিদ, সংগঠক, প্রশিক্ষক, মেধাবী ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার দুঃসময়ে এ প্রতিষ্ঠানটি সাধ্যমতো পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৬৭৮ জন ক্রীড়াসেবীকে ৪ কোটি ২ লাখ ৭২ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করে। তিনটি ক্যাটাগরির মাধ্যমে মূলত ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন অনুদান দিয়ে থাকে। এক. অস্বচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ব্যক্তিদের বছরে এককালীন ২৪ হাজার টাকা করে ক্রীড়াভাতা দেওয়া হয়। দুই. ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তির আওতায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি এবং একাদশ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী যাঁরা ক্রীড়া ক্ষেত্রে পারংগম, তাঁদের যথাক্রমে বছরে এককালীন ১২ হাজার ও ২৪ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। তিন. চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তার আওতায় যেসব ক্রীড়াবিদ দূরারোগ্যব্যাধিতে আক্রান্ত ও চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে অসমর্থ, তাঁদের এককালীন চিকিৎসাভাতা দেওয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে খেলাধুলায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস এবং ক্রীড়ার মানোন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এ প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান স্থায়ী মূলধন হচ্ছে ৭৭ কোটি ৮৫ লাখ টাকা এবং সিডমানি থেকে আনুমানিক আয় ৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা। প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন থেকেই অস্বচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্রীড়াভাতা প্রদান কার্যপ্রণালি সম্পর্কে জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক কৃষ্ণেন্দু সাহা বলেন, প্রতি অর্থবছরে ক্রীড়াভাতা/অনুদান দেওয়া হয়। এটি একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়। প্রথমে দুটি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়। প্রচারের জন্য জেলা প্রশাসক, জেলা ক্রীড়া অফিসার, ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন এবং সংশ্লিষ্টদেও পত্র মাফরত জানানো হয়। অপর প্রশ্নে ক্রীড়াভাতা পাবার যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি জানান, আন্তর্জাতিক, জাতীয়, বিভাগীয় অথবা জেলা পর্যায়ের ক্রীড়াবিদ হতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে একবার বা আন্তর্জাতিক পর্যায় অংশগ্রহণ অথবা জাতীয় প্রতিযোগিতা কিংবা লিগে দুইবার কিংবা বিভাগ ও জেলা পর্যায় পাঁচবার অংশগ্রহণের প্রমাণ থাকতে হবে। তবে সংগঠকদের ক্ষেত্রে জাতীয়, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ৫ বছরের সম্পৃক্ততা হতে হবে। অন্যদিকে জাতীয়, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কোচ, রেফারি, আম্পায়ার হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অন্যদিকে মাঠকর্মী হিসেবে জাতীয়, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা লাগবে। এ ছাড়া ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে ১২ বছর ক্রীড়ার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা থাকতে হবে। সর্বোপরি বার্ষিক আয় ১ লাখ টাকার নিচে হতে হবে।

কৃষ্ণেন্দু সাহা আরও বলেন, উপরোক্ত শর্তাবলি যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তাঁরাই কেবল ক্রীড়াভাতার জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে ক্রীড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা যদি সরকারি চাকরিরত অথবা পেনশনভোগী হন, অন্য কোনো নিয়মিত সরকারি অনুদান বা ভাতাভোগী হন কিংবা কোনো সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান বা ভাতাপ্রাপ্ত হন তাহলে তাঁরা ক্রীড়াভাতা পাবার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ক্রীড়াভাতা বাছাইপ্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি জানান, প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি রয়েছে। জেলা কমিটির আহ্বায়ক হলেন জেলা প্রশাসক এবং জেলা ক্রীড়া অফিসার সদস্য সচিব। তাঁরা অনলাইনে প্রাপ্ত জেলার আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে অগ্রাধিকার তালিকা করে আমাদের কাছে পাঠান। এ ছাড়া ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন থেকেও সরাসরি অনলাইনে পাঠানো হয়। আমাদের এখানেও আবার তিনটি কমিটি রয়েছে। এক. অস্বচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ক্রীড়াভাতা কমিটি। দুই. ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি কমিটি। তিন. চিকিৎসা/আর্থিক সহায়তা কমিটি।

উল্লেখ্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে ২৮০৭ জন আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে ১৬৭৮টি আবেদন চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। মাসে ২ হাজার করে বছরে এককালীন ২৪ হাজার টাকা করে একেক জন পেয়েছেন। সে হিসেবে ১৬৭৮ জন ক্রীড়াসেবীকে এককালীন ৪ কোটি ২ লাখ ৭২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তাবাবদ ৭ জন ক্রীড়াসেবীকে ৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১০০ জন ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণি হতে দশম শ্রেণির ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের মাসিক ১০০০ টাকা হারে বার্ষিক ১ হাজার ২০০ টাকা এবং একাদশ হতে স্নাতক ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের ২ হাজার টাকা হারে বার্ষিক ২ হাজার ৪০০ টাকা প্রদান করা হবে। এদিকে ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শুধু ভাতা বা বৃত্তিতে সীমাবদ্ধ না থেকে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশের ক্রীড়ায় অবদানের জন্য এপ্রিসিয়েশনসহ সাস্টেইনেবল সহযোগিতা করার নির্দেশনা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

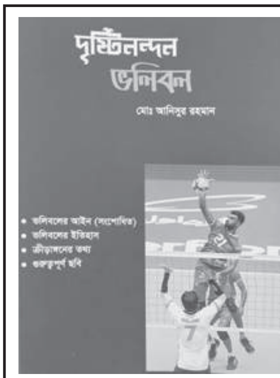

দৃষ্টিনন্দন ভলিবল

মো. আনিসুর রহমান

প্রকাশক– ঝুমঝুমী প্রকাশন, মূল্য ৩০০ টাকা।

কম খরচে আনন্দ ও বিনোদনের খেলা ভলিবলকে যিনি ফুটবল, ক্রিকেটকে ছাপিয়ে দেশের ১ নম্বর খেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবনপাত করেছেন মো. আনিসুর রহমান তাঁদের একজন। দেশের প্রায় ৫০টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। কোন খেলার ওপর কোন বই প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ ভলিবল খেলার ওপর আনিসুর রহমান তাঁর অষ্টম বই 'দৃষ্টিনন্দন ভলিবল' এ দেশের খেলাধুলা জগতে এক স্মরণীয় মাইলফলক। মনে রাখতে হবে যে অবিরাম খেলাধুলা করলে খেলার মান বাড়ানো যায় না। খেলাধুলার কালচার বা চর্চা ও সাংস্কৃতি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তার উন্নতি বা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। খেলাধুলার উপর যত বই, আলোচনা-সমালোচনা সভা সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে এ খেলার এগিয়ে যাওয়া সুনিশ্চিত হবে। ভলিবল খেলাকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আনিসুরের বই প্রকাশ সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। লেখক নিজে ভলিবলের রেফারি ও কর্মকর্তা হওয়ায় তাঁর একটি বাড়তি সুবিধা হয়েছে। এ বইটিতে ভলিবলের সংশোধিত আইন তার ইতিহাস ক্রীড়াঙ্গনের নানা তথ্য সংযোজিত হওয়ায় তা ক্রীড়াপ্রেমীদের সাহায্যে আসবে। ভলিবল খেলা নিয়ে এ রকম আইন ও নিয়মকানুন নিয়ে বই প্রকাশ আগে হয়নি। ভলিবল সম্পর্কে আন্তঃইতিহাস বইটির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া ডায়াগ্রাম এঁকে পাঠককে বোঝাবার চেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। বইটির নামের মতো দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। বইটির দাম ১০০ টাকার মতো হলে ভালো হতো। বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন বা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় ৫টি কপি করে বই পাঠালে ভলিবল খেলাকে আরও জনপ্রিয়তা করে তুলতে পারে। বইটি কাটতি পাবে বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে সাবেক কৃতী ফুটবলার ও টেনিস ফেডারেশনের সেক্রেটারি মাসুদ হাসান জামালীকে।

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান

মালদ্বীপে বাস্কেটবল দলের ব্রোঞ্জপদক জয়

সাদিয়া তাবাসসুম

সাউথ এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৬ বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ বালক দল ব্রোঞ্জপদক জিতেছে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে লাল-সবুজের দেশ ৭৫-৪২ পয়েন্টে স্বাগতিক মালদ্বীপকে হারিয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন করে। তবে বালিকা দল টানা চার ম্যাচ হেরে শূন্য হাতে দেশে ফেরে। গত ১২-১৫ জুন মালদ্বীপে এ চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও স্বাগতিক মালদ্বীপসহ চারটি দেশ অংশগ্রহণ করে। চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত উভয় বিভাগেই শিরোপা জয় করেছে। চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ বালক দল চার ম্যাচে দু'টি জয় পেলেও বালিকা দল টানা চারটি ম্যাচই হেরে যায়।

বালক দল : গ্রুপ পর্বে টানা দুই ম্যাচ শোচনীয়ভাবে হেরে যাওয়ার পর বাংলাদেশের কাছে পদক জয় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের কাছে ১১৭-২৯ পয়েন্টে এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ১১৬-২৮ পয়েন্টে হেরে যাওয়ায় গ্রুপের শেষ ম্যাচের উপর সবার দৃষ্টি ছিল। প্রতিপক্ষ স্বাগতিক হওয়ায় জয়ের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সব সংশয় দূর করে ছেলেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে ৬৪-৫৫ পয়েন্টে মালদ্বীপকে হারিয়ে পদক জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তোলে। গ্রুপ পর্বে স্বাগতিকরা তুলনামূলকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলার সুযোগ পেলেও স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। বিশেষ করে সান রজার ম্রং, মোহাম্মদ আফ্রিদি ও অতল আরবি নেহালদের উপর ভর করে বালক দল ৭৫-৪২ পয়েন্টে মালদ্বীপকে হারিয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্রোঞ্জপদক জয় করে।

বালিকা দল : প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক আঙিনায় পা রেখে মেয়েরা নিজেদের রাঙিয়ে তুলতে পারেননি। মাত্র কয়েক দিনের প্রস্তুতি নিয়ে কঠিন লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল তাঁদের। একবারে আনকোড়া একটি দল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে সেটাই কর্মকর্তাদের আশাবাদী করে তুলেছেন ভবিষ্যতের জন্য। এ চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় ব্যবধানে ১৩৭-১৩ পয়েন্টে ভারতের কাছে পরাজিত হয়। স্বাগতিক মালদ্বীপের কাছে হেরে যায় ১০৪-১৭ পয়েন্টে। এমন কি, শ্রীলঙ্কা ৮৭-২১ পয়েন্টে হারিয়েছে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচ অর্থাৎ ব্রোঞ্জপদকের লড়াইয়ে মালদ্বীপ ৮৬-২২ পয়েন্টে বাংলাদেশকে পরাজিত করে।

ব্রোঞ্জপদকজয়ী বাংলাদেশ বালক দল

এদিকে বালিকা দলের টানা চার হার প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক মেজর অব. মোহাম্মদ আতিকুল হাফিজ বলেন, প্রথমবারের মতো অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাঠিয়েছিলাম। ফল কী হয়েছে সেদিকে যাচ্ছি না, তারচেয়ে বরং মেয়েরা আন্তর্জাতিক আঙিনায় পা রাখতে শুরু করেছেন এটাই অনেক বড় বিষয়। অন্তত দেশের বাইরে পাঠানো তো শুরু করলাম। এটাই শেষ নয়। কেবল শুরু। ভবিষ্যতে এ দলটিকে শক্তিশালী জাতীয় দল গঠনের উপযোগী করে তোলার জন্য আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। অপর প্রশ্নে বলেন, মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরা হয়ত অনেক বড় ব্যবধানে হেরেছে বটে, কিন্তু নতুন অবস্থায় তাঁরা যা খেলেছেন তাতে আমরা আশাবাদী। দল দু'টিকে দীর্ঘ মেয়াদি বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হবে। আশা করছি আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে দল দাঁড়িয়ে যাবে। আজ যাঁদের কাছে হেরেছি তাঁদেরকেই আমরা একদিন হারাব, পদক জিতব। আতিকুল হাফিজ আরও জানান, বড় ব্যবধানে হারলেও তাঁদের খেলায় কিন্তু উন্নতির ছাপ ছিল। সবশেষে বলেন, আমাদের নিজস্ব বাস্কেটবল জিমনেসিয়াম নেই, অনুশীলন করার মতো ভেন্যু নেই। মিটিং করার মতো নিজস্ব কার্যালয়ও নেই। সবকিছু ভেন্যু প্রাপ্তি সাপেক্ষে করতে হয়। এমন সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে বালক দলের এ অর্জন শান্তনার হলেও ভবিষ্যতে আমরা বড় সাফল্যের লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছি।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৬ বালক ও বালিকা বাস্কেটবল দল

হেড অব ডেলিগেশন : মো. ফয়সাল আজিম। প্রধান কোচ : মো. মিজানুর রহমান। কোচ : মো খালেদ মাহমুদ আকাশ (বালক দল), অভি চৌধুরী (বালিকা দল)। ট্রেইনার : নাবিলা ইসলাম (বালিকা দল)। ম্যানেজার : আশরীন মৃধা। সহকারী ম্যানেজার : শারমিন আক্তার।

বালক দল : অগ্রদীপ বসাক, অন্তিক সাহা, ফাহাদ রহমান, মো. আদম আলী, মো. ফয়সাল হোসেন, রেদোয়ান আহমেদ তুলন, মো. রিফাত ইসলাম, শেখ রেহান, মো. তৌসিফ করিম, মোহাম্মদ আফ্রিদি, অতল আরবি নেহাল, সান রজার ম্রং।

বালিকা দল : আরিয়ানা জামান নিনিশ, আয়রা তাহিয়া মাহমুদ, সানজিদা ইয়াসমিন সাথী, সামারা আয়শা খান, সিদরাতুল মুনতাহা শশি, সংশা ওজোশ, জোহরা দুররিয়াহ আহমেদ, ইসরাত মেহজাবিন রাহা, মাইশা সুলতানা, ফজিলাতুন নেসা চৌধুরী, ফারাহ ইবনাত ও মোস্মামৎ লাবনী।

বাংলাদেশ বালিকা দল

উৎসবেও হতাশা মোহামেডানের

ঘরোয়া আসরের মতো আন্তর্জাতিক ফুটবলেও গৌরব ছড়ানোর ইতিহাস মোহামেডানের। তবে সেই রঙিন ইতিহাস বিগত দেড় যুগেরও বেশি অনেকটাই ফ্যাকাসে সাদা-কালোদের মতো। ঘরোয়া ফুটবলে পিছিয়ে পড়ছিল বলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পা পড়ছিল না ক্লাবটির। ২০০৬ সালে এএফসি কাপে সর্বশেষ খেলেছে তাঁরা। এরপর আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেখা যায়নি মতিঝিলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটিকে।

অথচ বৈশ্বিক আসরে মোহামেডান ১৯৮৭ সাল থেকে বলতে গেলে নিয়মতিই খেলতো। ওই সময় বাংলাদেশের ক্লাবগুলোর যে দাপট ছিল মোহামেডান সেই স্বাক্ষর রেখেছে দেশে ও বিদেশের মাটিতে। বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট বাদ দিয়ে মোহামেডান এএফসির প্রতিযোগিতার ম্যাচ খেলেছে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত। এরপর সর্বশেষ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগের বছর ২০০৭ সালে। এরপরই

মো. সামীম সরদার

আন্তর্জাতিক মাঠে অনিয়মিত হয়ে যায় জাকারিয়া, পিন্টু, বাদল রায়দের ক্লাবটি। অনেক দিন পর আবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের চেনানোর সুযোগ ছিল মোহামেডানের। তবে সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন দলটি। ক্লাবটির সাংগঠনিক অদক্ষতার কারণে হতাশ হয়েছে সমর্থকরা। প্রথমবারের মতো প্রফেশনাল ফুটবল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহামেডান। সেই সুবাদে তাঁরা সুযোগ পেয়েছিল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। তবে এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার প্রধান যে শর্ত ক্লাব লাইসেন্সিং তা করেনি মোহামেডান। যার ফলে ২৩ বছর পর ঘরোয়া ফুটবলের শীর্ষ লিগ জিতেও এএফসির প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া হচ্ছে না সাদা-কালোদের।

প্রিমিয়ার লিগে মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হতে পারে সেই আভাস মিলছিল শুরু থেকেই। দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে লিগ শেষ পর্যন্ত কখনো পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ স্থান হারায়নি তাঁরা। দুই প্রবল প্রতিপক্ষ আবাহনী ও বসুন্ধরা কিংসকে যখন বেশ পেছনে ফেলে প্রথম পর্ব শেষ করেছিল, তখন থেকেই মোহামেডানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে থাকে। চ্যাম্পিয়ন হলে যে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার সুযোগ পাবে মোহামেডান সেটাও নির্ধারিত ছিল। তারপরও মোহামেডানের টনক নড়েনি। ক্লাব লাইসেন্সিং করতে গুরুত্বই দেয়নি।

ঢাকা মোহামেডান

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মোহামেডানের মনে হয়েছিল তাঁরা খেলবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। তবে ক্লাব কর্মকর্তারা ভুলে গিয়েছিলেন এটা বাংলাদেশের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা না। এএফসির সবকিছুই নিয়ম মেনে চলে। সময় মতো আবেদন না করায় এএফসি মোহমেডানকে খেলার সুযোগ দেয়নি। এশিয়ান ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের রানার্সআপ আবাহনীকে খেলার সুযোগ দিয়েছে। ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসও খেলবে এএফসির প্রতিযোগিতায়। সমর্থকরা হতাশ। অনেক দিন তাঁরা প্রিয় ক্লাবকে দেখে না আন্তর্জাতিক মাঠে। হাতের মুঠোয় থাকা সেই সুযোগ হারানোয় অনেক সমর্থক ক্লাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভও প্রকাশ করেছে। মোহামেডানের মতো দলের ক্লাব লাইসেন্সিং নেই যা মর্যাদায় আঘাত করেছে সমর্থকদের। তাঁরা আশায় ছিল মোহামেডান লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এএফসির প্রতিযেগিতায় অংশ নেবে এবং দীর্ঘ দিন পর বৈশ্বিক আসরে আবার সরব উপস্থিতি থাকবে তাঁদের প্রিয় ক্লাবের। সেই আশায় গুঁড়েবালি।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ রানার্সআপ আবাহনী ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্রিলিমিনারি স্টেজে খেলবে। প্রিলিমিনারি স্টেজে খেলবে এশিয়ার ১৮টি ক্লাব। দুই জোনে (পশ্চিম ও পূর্ব) ম্যাচ হবে ৯টি। চ্যাম্পিয়ন ৯ দল উঠে যাবে গ্রুপ পর্বে, যেই পর্বে সরাসরি খেলবে ১১টি ক্লাব। ২০টি ক্লাব নিয়ে হবে গ্রুপ পর্ব। বাংলাদেশের দুই ক্লাব পড়েছে প্রিলিমিনারি স্টেজের পশ্চিম জোনে। দুই ক্লাবেরই প্রতিপক্ষ ভুটানের দল। আবাহনী খেলবে ভুটানের পারো এফসির বিপক্ষে এবং বসুন্ধরা কিংস খেলবে দেশটির মাজিয়া স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিপক্ষে। ১২ আগস্ট ম্যাচ দুটি হবে ঢাকায়। বসুন্ধরা কিংস খেলবে তাঁদের

মাঠে। আবাহনী ভেন্যু হিসেবে সিলেট জেলা স্টেডিয়ামকে দেখিয়েছিল। তাঁরা এখন ম্যাচটি ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলতে চায়। বাফুফে এই মাঠের ঘাস পরিবর্তন করতে চাইছে। তাই আবাহনীকে খেলার সুযোগ দিতে পারবে কিনা নিশ্চিত নয়। ঢাকা স্টেডিয়াম না পেলে আবাহনী সিলেটেই খেলবে। আগে তাঁরা এএফসির ম্যাচ সিলেটে খেলেছে।

এএফসির প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ক্লাবগুলোর ইতিহাস দেখলে প্রথমেই আসবে আবাহনীর নাম। এশিয়ান লেভেলের টুর্নামেন্টে আকাশি-নীলরা প্রথম অংশ নিয়েছিল এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে। শ্রীলঙ্কায় হওয়া প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে আবাহনীর প্রতিপক্ষ ছিল ভারতের ইস্টবেঙ্গল, শ্রীলঙ্কার সান্ডার্স এসসি, পাকিস্তানের পিআইএ, মালদ্বীপের ভ্যালেন্সিয়া ও নেপালের নিউ রোড টিম। পরের রাউন্ডে উঠতে না পারলেও অভিষেক আসরে খারাপ ছিল না আবাহনীর পারফরমেন্স। প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে হেরে বাকি চার ম্যাচই জিতেছিল আবাহনী। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চেয়ে দুই পয়েন্ট পেছনে থেকে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছিল বাংলাদেশের জায়ান্টরা।

আবাহনীর এক বছর পর মোহামেডানের এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে অভিষেক হলেও সাদাকালোরা লম্বা একটা সময় নিয়মিত খেলেছেন এই টুর্নামেন্ট। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মোহামেডান ধারাবাহিকভাবে অংশ নিয়ে ১৯৯১ সালে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। দুর্ভাগ্য ছিল মোহামেডানের। দক্ষিণ কোরিয়ার এপ্রিল টোয়েন্টি ফাইভ দলের সমান ৩ পয়েন্ট থাকার পরও মোহামেডান কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল গোল গড়ে পিছিয়ে থেকে। ওই আসরে গ্রুপ পর্ব টপকানো ৮ দলকে নিয়ে দুই গ্রুপে ভাগ করে কোয়ার্টার ফাইনাল হয়েছিল। মোহামেডান সেমিফাইনালের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে আসে।

বাংলাদেশের আরেক ক্লাব মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রও এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছে। ৬ ম্যাচে তাঁদের দু'টি জয়ও ছিল মালদ্বীপের ক্লাবের বিপক্ষে। ২০০৪ সাল থেকে এএফসির প্রতিযোগিতার নাম হয়ে যায় এএফসি কাপ। ২০ বছর এই নামেই ছিল এশিয়ান ক্লাব পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতা। এখন হয়ে থাকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ। এএফসি কাপে সবচেয়ে বেশি ৬ বার খেলেছে আবাহনী। বসুন্ধরা কিংস ৪ বার, মুক্তিযোদ্ধা, ব্রাদার্স, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র দুইবার করে অংশ নিয়েছে এএফসি কাপ। মোহামেডান ও শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব একবার করে খেলেছে এশিয়ার এই ক্লাব প্রতিযোগিতায়।

এএফসি কাপে আবাহনী ২০১৯ সালে উঠেছিল টুর্নামেন্টের ইন্টার জোন প্লে-অফ সেমিফাইনালে। প্লে-অফ ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ পেয়েছিল আবাহনী। উত্তর কোরিয়ার এপ্রিল টোয়েন্টি ফাইভ দলকে ঘরের মাঠে ৪-৩ গোলে হারিয়ে অ্যাওয়ে ম্যাচে হেরে যায় ২-০ গোলে। দুই লিগ মিলিয়ে আবাহনী হেরে যায় ৪-৫ গোলে এবং স্বপ্নভঙ্গ হয় ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকার।

বসুন্ধরা কিংস ঘরের দাপট দেখালেও এশিয়ান মঞ্চে গিয়ে প্রতিবার হোঁচট খেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, মোহামেডান, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র, শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও ফর্টিস এফসির দৌড় থেমেছে এএফসি কাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই। একবার অংশ নিয়ে মোহামেডানের হয়েছে তীক্ত অভিজ্ঞতা। গ্রুপ পর্বে জর্ডানের আল ওয়াহদাত ক্লাবের সঙ্গে পড়েছিল মোহামেডান। আম্মানে ৭-০ গোলে হেরেছে এবং ঢাকায় হেরেছে ২-১ গোলে।

মোহামেডানের যখন দাপুটে সময় ছিল তখন দলটি দেশ-বিদেশে অনেক আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েও সাফল্য ঘরে এনেছে। নিজেদের মাঠে হওয়া আগাখান গোল্ডকাপ, ভারতের অল এয়ারলাইন্স গোল্ডকাপ, আশীষ-জব্বার শিল্ড, বরদোলাই ট্রফি, জেসি গুহা মেমোরিয়াল ট্রফি এবং আইএফএ শিল্ডের মতো মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টে দাপটের সঙ্গে খেলেছে দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। আগাখান গোল্ডকাপে ৩ বার, আশীষ-জব্বার শিল্ড ও অল এয়ারলাইন্স গোল্ডকাপেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহামেডান। ফাইনাল খেলেছে বরদোলাই ট্রফি, জেসি গুহা মেমোরিয়াল ট্রফি এবং আইএফএ শিল্ডে। ঘরে-বাইরে নানা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে যে দলটির থাকতো সরব উপস্থিতি, সেই দলটি এবার হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিল এএফসির ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের ক্ষেত্রে। অনেক দিন পর মোহামেডান এশিয়ান পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করেছে। দলটির সমর্থকরা ক্ষোভ আর হতাশায় দিন অতিক্রম করছেন। এএফসির প্রতিযোগিতায় খেলছে না তাঁদের প্রিয় দল। নতুন মৌসুমের খেলোয়াড় নিবন্ধন শুরু হলেও মোহামেডান এখনো সরব হয়ে ওঠেনি। গুঞ্জন আছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন দলটির বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়ের দিকে কয়েকটি ক্লাবের নজর আছে। চ্যাম্পিয়ন দলটি অক্ষত থাকবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ে আছেন সমর্থকরা।

ক্লাব লাইসেন্সিং না থাকায় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার সুযোগ হারানোয় প্রথম ধাক্কা খেয়েছে সমর্থকরা। এখন আবার তাঁদের চিন্তা নতুন মৌসুমের দলটি কেমন হয় তা নিয়ে। সমর্থকরা চাচ্ছেন তাঁদের প্রিয় ক্লাব এবার আরও শক্তিশালী দল গঠন করে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবে। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ক্লাবটি একটা উৎসবের আয়োজন করলেও নতুন মৌসুমের দল গঠন নিয়ে সেভাবে সক্রিয় দেখা যায়নি। তাঁর মধ্যে আবার ক্লাবটির ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর পদ ছেড়ে দিয়েছেন।

টিম ম্যানেজমেন্টের কর্মকর্তারা বলছেন, তাঁরা চ্যাম্পিয়ন দলটির গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। সেই সাথে কিছু খেলোয়াড় পরিবর্তন করবেন। আর বিদেশি সংগ্রহে মুন্সিয়ানাও দেখাতে হবে। তবে দলবদলের প্রতিযোগিতার বাজারে মোহামেডানে বিগত কয়েক বছর ধরেই পেছনে থাকে। এবার কী করবে সময়ই বলে দেবে। চ্যাম্পিয়ন দল বলেই অন্য ক্লাবের নজর থাকবে মোহামেডানের দিকে। যেই তরুণদের ওপর ভর করে দীর্ঘ সময় পর হেসেছে মোহামেডান, সেই তরুণদের ধরে রাখতে না পারলে হাসি দ্রুতই মিলিয়ে যেতে পারে।

ক্লাবে সমর্থকদের আনাগোনা চলছে। কেমন দল তৈরি করতে যাচ্ছে তাঁদের প্রিয় ক্লাব তা জানার চেষ্টা করেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কয়েকটি ঘটনাই হতাশ করেছে সাদা-কালো সমর্থকদের। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার সুযোগ নষ্ট করা, ফুটবল কমিটির প্রধানের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া এবং নতুন মৌসুসের দল গঠনে নড়েচড়ে না বসায় মিলে একটা হতাশা তৈরি হয়েছে উৎসবের পর।

ট্রফি হাতে মোহামেডান দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা

শাটলারদের স্বচ্ছলতার পথ দেখানোর চেষ্টা করছি

রাসেল কবির সুমন

মোরসালিন আহমেদ

নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। ফেডারেশনের ফান্ড খুব বেশি সমৃদ্ধ নয়। ভেন্যুর এসি ঠিক মতো কাজ করছে না। আলোর স্বল্পতা রয়েছে। অনেক দিন ধরে জাতীয় পর্যায় টুর্নামেন্ট নেই, লিগ নেই। শাটলারদের পারফরম্যান্স ক্রমশ : নিম্নমুখী জাতীয় দলও নড়বড়ে অবস্থায়। সম্ভাবনাময় খেলাটির এমন হ-য-ব-র-ল দেখে স্পন্সর প্রতিষ্ঠানগুলোও আসতে চাইছে না। আর্থিক সঙ্কট লেগেই আছে। এসব কিছু ওভারকাম করার চেষ্টা করছি। নতুন আঙিকে সাজিয়ে ব্যাডমিন্টনে প্রাণ ফিরে আনতে কমিটির সবাই আমরা অঙ্গিকারাবদ্ধ। পেছনে না তাকিয়ে নতুন স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে প্লেয়ারদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণে ঘরোয়া ব্যাডমিন্টনে জাগরণের চেষ্টা করছি। বিশেষ করে শাটলারদের আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ দেখানোই আমার প্রথম দায়িত্ব। যে কারণে টুর্নামেন্টগুলোয় প্রাইজমানি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্লেয়ারদের কর্মসংস্থার ব্যবস্থা চলছে। ১১ বছর পর লিগ কোর্টে গড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবকিছু মিলিয়ে খেলাটির সুদিন ফেরাতে নানারকম পরিকল্পনা রয়েছে। ব্যাডমিন্টনের এমন নানা প্রসঙ্গ নিয়ে খোলামেলাভাবে কথাগুলো বলছিলেন সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবেক তারকা শাটলার রাসেল কবির সুমন। একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর পরিকল্পনার কথাগুলো জানিয়েছেন জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। খেলাটির অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : ব্যাডমিন্টনে আপনার শুরুটা কিভাবে হয়েছিল?

রাসেল কবির সুমন : ১৯৮৫ সালে শুরু। ১৯৮৬ সালে জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হই। ১৯৮৮ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। আমার কোচ ছিলেন গোলাম আজিজ জিলানী স্যার। উনার কাছেই আমার হাতেখড়ি। এরপর ১৯৯১ সালে জাতীয় ব্যাডমিন্টনে রানারআপ হই। তবে ১৯৯২ ও ১৯৯৯ সালে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। দ্বৈতে ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে এবং মিশ্র দ্বৈতে ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০১, ২০০৫, ২০০৬, ও ২০০৮ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। ন্যাশনালে আমি সব মিলিয়ে টোটাল ১৫বার চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। যদিও ১৯৯১ সাল থেকে ন্যাশনাল টিমে ছিলাম। যার যবনিকা ঘটে ২০১০ সালে। ওই বছর ঢাকায় এসএ গেমসে টিম ইভেন্ট ও মিশ্র দ্বৈতে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন : তাহলে ফেডারেশনে সম্পৃক্ত হলেন কখন?

রাসেল কবির সুমন : নির্বাচনের মাধ্যমে ২০১২-২০১৬ সাল পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলাম। এরপর ২০১৬-২০২৪ সাল পর্যন্ত নোংরা রাজনীতির শিকার হই। এ সময়টায় স্পোর্টসে টোটালি রাজনীতিকরণ ছিল। রাজনীতিতে সেভাবে আমার সম্পৃক্ত না থাকলেও একটি পক্ষ আমাকে বিএনপি ঘরোনার বলে চালিয়ে দিয়ে ১১ বছর ফেডারেশনে আসতে দেয়নি। তবে সবশেষ নির্বাচনে জটিলতা দেখা দিলে সমঝোতার মাধ্যমে আমাকে যুগ্মসম্পাদক করা হয়েছিল। তারপর গত বছর ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ক্রীড়াঙ্গনেও পরিবর্তন শুরু হয়। তারই পেক্ষাপটে আমাকে অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

প্রশ্ন : যখন দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন তখন ফেডারেশনের ফান্ড কেমন পেয়েছিলেন?

রাসেল কবির সুমন : খুব আহমরি কিছু পাইনি। ২০ লাখ টাকার একটি এফডিআর পেয়েছি। অ্যাকাউন্টে ছিল ৪ লাখ টাকা। এর বাইরে ২২ হাজার মার্কিন ডলার পেয়েছি। এ থেকে বছরে একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ব্যয় হয়। বলতে পারেন মূলত ৪ লাখ টাকাই পেয়েছি। কারণ এফডিআর ইচ্ছে করলে ভাঙা যায়। কিন্তু আমরা তা করব না। কমিটির সবাই মিলে বরং এই এফডিআর এর অর্থ আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসে আপনি কিসে কিসে সংস্কার করতে চাচ্ছেন?

রাসেল কবির সুমন : প্রথমত ফেডারেশনের অর্থ সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছি। যেমন বিদায়ী কমিটির ন্যাশনালে বাজেট ছিল ৩৮ লাখ টাকা। তখন প্রাইজমানি ছিল ৩ লাখ। চ্যাম্পিয়ন পেতেন ৩৫ হাজার। সেটাকে ১০ লাখ টাকার প্রাইজমানিতে নিয়ে আসতে চাইছি। যেখানে চ্যাম্পিয়ন পাবেন ১ লাখ টাকা। যারা অংশ নেবেন তাঁদের টিএ ডিএ' এর পাশাপাশি সবাইকে কিছু না কিছু গিফট দেওয়ার ব্যবস্থা করব। অতীতে ম্যানেজার্স মিটিংয়ে কখনো ফিকচার দিতে পারত না। আসন্ন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ম্যানেজার্স মিটিংয়েই সব গ্রুপের ফিকচার দিয়ে একটা সিস্টেমের মধ্যে আনার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : প্রতিটি ফেডারেশনকে সময়োপযোগী গঠনতন্ত্র করার জন্য বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কতটা এগোলেন?

রাসেল কবির সুমন : এমন নির্দেশনা এখনো পাইনি। তবে বর্তমান যে গঠনতন্ত্র রয়েছে তা আপডেট করার প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাডমিন্টন সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সময়োপযোগী গঠনতন্ত্র তৈরি করব। গত ২৩ এপ্রিল আমাদের অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এরপর দায়িত্ব বুঝে নেওয়া, পবিত্র ঈদ উল আজহা এসব কারণে এখনো গুছিয়ে উঠতে পারিনি।

প্রশ্ন : জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়নশিপ হলেও ঘরোয়া লিগ হচ্ছে না কেনো?

রাসেল কবির সুমন : অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি গত ১১ বছর ধরে কোনো লিগ নেই। প্রায় এক যুগ পর লিগ আয়োজন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ক্লাবগুলো কে কি অবস্থায় আছে জানতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন লিগ না হওয়ায় হয়ত অনেক দলকে নাও পেতে পারে। নতুন দল আনার চেষ্টা করছি। লিগে প্লেয়াররা যাতে সম্মানজনক পেমেন্ট পান এ নিয়েও কথাবার্তা চলছে। আগামী সেপ্টেম্বরে লিগ শুরু করতে তোড়জোড় চলছে। অতীতে পুরুষ ও নারী লিগ আলাদাভাবে হত। এবার লিগে ভিন্নতা আনতে গতানুগতিক ধারার বাইরে একত্রে পুরুষ ও নারীর পাশাপাশি মিক্সড ইভেন্টও শুরু করতে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : কিন্তু প্লেয়ারদেরও তো তেমন সুযোগ সুবিধা দেখছি না?

রাসেল কবির সুমন : নানাকারণে দেশে একটির বেশি র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্ট করতে পারছি না। কিন্তু র‍্যাঙ্কিং বৃদ্ধির জন্য একটি কিংবা দুটি টুর্নামেন্ট যথেষ্ট নয়। র‍্যাঙ্কিংয়ের জন্য অনেক প্লেয়ার নিজ উদ্যোগে দেশের বাইরে খেলতে যাচ্ছেন। প্রথমবারের মতো তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই। ফেডারেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্লেয়াররা যাতে র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্ট খেলতে পারেন এ নিয়ে কাজ করছি। অন্তত একটি টিকিট হলেও দেবার চেষ্টা করব। যারা যোগ্য তাঁরাই যাবেন। স্বজনপ্রীতির সুযোগ নেই। আগে সবাই যেতেন ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা। এখন আমরা এটাকে ওপেন করে দিচ্ছি। যেখানে পারো খেলো, র‍্যাঙ্কিং বাড়াও। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তোমরা যেখানেই খেলা না কেনো স্পন্সর রেডি আছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে খুব

শিগগিরই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে। বিমান যে যে রুটে যায় সেসব রুটের জন্য ন্যাশনাল প্লেয়ারদের ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেবে। এর ফলে শাটলারদের বিদেশে টুর্নামেন্ট খেলতে সহজ হবে। এ ছাড়া টপ র‍্যাঙ্কিং প্লেয়ারদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম বছর আমরা ১০ জনকে বিভিন্ন ব্যাংকে খেলোয়াড় হিসেবে চাকরির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। আলাপ-আলোচনা ফাইনাল পর্যায়।

প্রশ্ন : এ মুহূর্তে আমাদের প্লেয়ারদের স্ট্যান্ডার্ড কেমন?

রাসেল কবির সুমন : এ নিয়ে লুকোচুরি করার সুযোগ নেই। সত্যি বলতে এ মুহূর্তে মেনস কিংবা উইমেনস স্ট্যান্ডার্ড খুব একটা আশা জাগানিয়া নয়। এটা একপক্ষের উপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। আমরা যারা বিভিন্ন সময় কর্মকর্তা হয়ে ফেডারেশনে এসেছিলাম তাদেরও ঘাফলতি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পেছনে না তাকিয়ে বরং সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করছি। কিভাবে তাদের স্ট্যান্ডার্ড অন্তত এশিয়ান লেভেলে নিয়ে যেতে পারি সেদিকে বিশেষ নজর রয়েছে। বর্তমানে পাঁচ জনের বেশি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাঙ্কিং প্লেয়ার নেই। তাঁরা হলেন আবু সৌদ, গৌরব সিনহা, ওহিদুল, ঝুমা ও উর্মি আক্তার রয়েছে। এ সংখ্যাটা আরও বাড়াতে চাই।

প্রশ্ন : তাহলে শাটলারদের স্ট্যান্ডার্ড বৃদ্ধিতে কী বিদেশি কোচিং স্টাফ নিয়ে কিছু ভাবছেন?

রাসেল কবির সুমন : আমি নিজেও একজন সাবেক শার্টলার। প্লেয়ারদের কষ্টটা আমিও বুঝি। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেনো এগিয়ে যেতে পারছে না তাও জানি। দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ওদের খেলার মানোন্নয়নে এবং একটা স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছে দিতে বিদেশি কোচিং স্টাফ আনার চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পছন্দ চীন ও ইন্দোনেশিয়ান কোচ। তাঁদের আনার ব্যাপার অনেক দূর এগিয়েছি। ব্যাডমিন্টনের অন্যতম দুই পরাশক্তির দেশ থেকে কোচ এনে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করছি। এক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর্থিক দিকটা। তবে আমাদের সভাপতি মহোদয় বলেছেন খরচ যাই লাগুক উনি ফিফটি পারসেন্ট বহন করবেন। অবশিষ্ট অর্থ কোনো ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে স্পন্সরের চেষ্টা চলছে। আশা করছি শিগগিরই সুংবাদ দিতে পারব।

প্রশ্ন : আচ্ছা, দেশীয় কোচ আর আম্পায়ারদের স্ট্যান্ডার্ডটাই বা এখন কেমন?

রাসেল কবির সুমন : ইন্টারন্যাশনালি রাসেল ভাই (নাজিম ইসমাইল রাসেল) খুব উচুমানের আম্পায়ার ছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণ সহজে পূরণ হবার নয়। এখন শামীম হাসান আছেন। ও' ওয়ার্ল্ড লেভেলে ভালো করছে। তাঁদের দেখাদেখি অনেক তরুণও দেশে ভালো আম্পায়ারিং করছেন। কোচিংয়ে কচি ভাই (জাহিদুল হক কচি) সারোয়ার ভাই (সারোয়ার হোসেন) ও রোমেল ভাই (রাইসুল আলম খান রোমেল) ভালো করছেন। যদি কোচিং স্ট্যান্ডার্ড বলতে হয় তাহলে উন্নতির জন্য ফরেন কোচ মাস্ট। দেশে যাঁরা কোচিং দিচ্ছেন, আম্পায়ারিং করছেন তাঁদের আপগ্রেড করারও চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিদেশি এক্সপার্ট দেশে এনে বিশেষ কোর্সের মাধ্যমে তাঁদের স্ট্যান্ডার্ড পর্যায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। কোচিং ট্রেনিং সেপ্টেম্বরে করতে যাচ্ছি। আম্পায়ারদের ব্যাপারে আমরা ফেডারেশন থেকে সাপোর্টি দেব।

প্রশ্ন : একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে ফিরতে চাচ্ছি। যদিও আপনি সবশেষ কমিটিতে ছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে কখনো যদি ফাইলপত্র ঘাটতে গিয়ে বিদায়ী কমিটির অনিয়ম, দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতা খুঁজে পান তাহলে আপনার ভূমিকা কেমন হবে?

রাসেল কবির সুমন : আমি বিদায়ী কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলাম অস্বীকার করার উপায় নেই। একজন জেনারেল সেক্রেটারি আর একজন জয়েন সেক্রেটারির কার্যক্ষমতা কতটুকু আপনি নিজেও তা জানেন। এরপর আবার বিএনপি ঘরোনার রাজনৈতিক তোকমা গায়ে মাখিয়ে আমাকে কাজ করারও সুযোগ দেয়নি। কমিটিতে থাকলেও অনেকটা দর্শকের মতো ছিলাম। আমাকে কাজ করতে দেওয়া হত না। অনেক ঝামেলা করত। যদি কখনো ফাইলপত্র ঘাটতে গিয়ে কোথাও অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা বা দুর্নীতি খুঁজে পাই তাহলে কমিটির সবাই মিলে করণীয় সিদ্ধান্ত নেব।

প্রশ্ন : ফুটবল-ক্রিকেট থাকতে একজন অভিভাবক কেনো তাঁর সন্তানকে ব্যাডমিন্টনে পাঠাবেন?

রাসেল কবির সুমন : আপনি অমূলক কিছু বলেননি। বাস্তবতার নিরিখে এমন প্রশ্ন করতেই পারে। কারণ যেখানে যশ, খ্যাতি, অর্থ আছে সেখানেই সবাই ছুটবে। মানে 'নো মানি, 'নো রান'। মানিটাই বড় ফ্যাক্টর! হয়ত এটি রাতারাতি সম্ভব নয়, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরাও সে পথে হাঁটতে চাচ্ছি। হয়তো ক্রিকেট বা ফুটবলের মতো পারব না। অন্তত ব্যাডমিন্টনের অনুযায়ী যদি বাড়াতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস, অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানকে ব্যাডমিন্টনেও পাঠাবেন। প্রতিটি জাতীয় আসরে প্রাইজমানি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। ঘরোয়া লিগকে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে প্লেয়ারদের সর্বোচ্চ পেমেন্ট বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। শাটলারদের যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। বিদেশি টুর্নামেন্ট খেলার জন্য প্লেয়ারদের স্পন্সর করব। সবমিলিয়ে অভিভাবকরা যখন দেখবেন এ খেলাটির ভবিষ্যৎ আছে তখনই সন্তান নিয়ে তাঁরা ব্যাডমিন্টনে ছুটে আসবেন। এমন পথ সুগম করতে কাজ করছি।

প্রশ্ন : অনেক পরিকল্পনার কথা শুনলাম কিন্তু ভেন্যু নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে?

রাসেল কবির সুমন : বর্তমানে যে ভেন্যু দেখছেন, তা ঠিকই আছে। তবে কিছু কিছু বিষয়ে ফাইন্ডআউট করেছি– কিভাবে এটাকে আরও স্ট্যান্ডার্ড পর্যায়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে আমরা যদি ভেন্যুতে নতুন এসি কিংবা যেটা আছে তা সার্ভিসিং করিয়ে নিতে পারি তাহলে ভেন্যুতে যে গরমভাব রয়েছে তা থাকবে না। ভেন্যুতে আলোর স্বল্পতা রয়েছে, তাও দেখেছি। এটা কোনো সমস্যা নয়। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু লোডশেডিং হলে খেলা বন্ধ রাখতে হয় অস্বীকার করার উপায় নেই। নিজস্ব জেনারেটর থাকলে ভালো হত। এর বিকল্প ব্যবস্থার কথাও ভাবছি। ভেন্যুর বাইরে ভাসমান লোকবলের কারণে ক্রীড়া পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে তাও জানি। এসব কিছুই আমরা আমাদের অভিভাবক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করেছি। আশা করছি শিগগিরই এসবের সমাধান হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ব্যাডমিন্টন খেলা সহজলভ্য মনে হলেও প্রকৃত অর্থে খুবই এক্সপেনসিভ। তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় প্রয়োজনীয় ক্রীড়াসামগ্রী সহজকরণ নিয়ে ভেবেছেন কী?

রাসেল কবির সুমন : অপ্রিয় হলেও সত্যি, ব্যাডমিন্টনের প্রয়োজনীয় ক্রীড়াসামগ্রী নিয়ে কে বা কারা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মার্কেট ভেলু অস্থির করে রেখেছেন তা আপনি যেমন জানেন, আমিও জানি। গোটা চার পাঁচ জনের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছি। এ থেকে বেরিয়ে আসতে ফেডারেশন বেশি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন থেকে ফেডারেশনের মাধ্যমে বিশ্বের নামিদামি ব্র্যান্ডের র‍্যাকেট, শাটলকক, জার্সি, কেডস ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইমপোর্ট করে শাটলারদের কাছে সুলভ মূল্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে প্রকারভেদে মার্কেট রেট থেকে অনেক সস্তা ও টেকসই এবং মানসম্পন্ন সামগ্রী পাওয়া যাবে। যেমন এক ডজন শাটলককের মার্কেট রেট সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকার কাছাকাছি। আমরা সরাসরি ইমপোর্ট করলে ২৮শ' থেকে ৩২শ' টাকার মধ্যে দিতে পারব। ঠিক একইভাবে র‍্যাকেট, জার্সি, কেডসের বেলায় গড়ে দুই থেকে তিন হাজার টাকা কমে শাটলাররা ক্রয় করতে পারবেন। আমাদের সভাপতি মহোদয় সালাহউদ্দিন আলমগীর অলরেডি বিদেশ থেকে কিভাবে দ্রুত সময়ে এসব আনা যায় সেটির নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ওইসব ক্রীড়াসামগ্রীর ভ্যাট ট্যেক্স মওকুফের চেষ্টা করছেন। আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করছি হয়ত অল্প কিছু দিনের মধ্যেই শাটলাররা সুলভ মূল্যে তাঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে পারবেন।

প্রশ্ন : তাহলে সিন্ডিকেট ভেঙে দিচ্ছেন না কেনো?

রাসেল কবির সুমন : সত্যি বলতে কি, র‍্যাকেট, শাটলকক, জার্সি ও কেডসের সিন্ডিকেট মাত্র কয়েকজন নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক সিন্ডিকেট। এদের টাচ করা কঠিন। এদিকে হাত দিতে চাই না। শত্রুতার সৃষ্টি হবে। আমরা বরং ফেডারেশন থেকে নামীদামি ব্র্যান্ডের সামগ্রী ইমপোর্ট করার চেষ্টা করছি। এটি সম্ভব হলে শাটলারদের হাতে খুবই সুলভ মূল্যে পৌঁছে দিতে পারব। এটি যখন করতে পারব তখন অটোমেটিক সিন্ডিকেট বলতে কিছু থাকবে না।

প্রশ্ন : খেলার চেয়ে ব্যাডমিন্টনে গ্রুপিং বেশি, এসব সামাল দেবেন কিভাবে?

রাসেল কবির সুমন : ব্যাডমিন্টনে এমন কিছু আছে বলে মনে হয় না। এমনটা বিশ্বাসও করতে চাই না। হয়ত কারো কোনো কর্মকাণ্ডে যেমন ফেডারেশন কর্মকর্তার সঙ্গে প্লেয়ার, কোচ, আম্পায়ার কিংবা অর্গানাইজারদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কাজ করলে ভুল হবে, সেটার সমাধানও আছে। ব্যাডমিন্টনের উন্নয়নে যে যাঁর অবস্থান থেকে কাজ করছেন। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই সম্ভাবনাময় এ খেলাটিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : দায়িত্ব পালন শেষে ব্যাডমিন্টনকে কোথায় রেখে যেতে চান?

রাসেল কবির সুমন : এমন এক পর্যায় ব্যাডমিন্টনকে নিয়ে যেতে চাই- যারাই নেক্সট কমিটিতে আসবেন তাঁরা এসে যেনো বলতে পারেন বিদায়ী কমিটি আমাদের জন্য ভালো কিছু করে রেখে গেছেন।

টেস্ট ক্রিকেটের যথার্থ দিশারীদ্বয় মার্করাম ও বাভুমা

আশরাফ উদ্দিন খান

ক্রিকেটের বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটের ব্যাপ্তি আজ অখিল-নিখিল জগতের আনাচ-কানাচে দেদীপ্যমান। সেই কোন কালে (প্রায় ১৫০ বছর) দুটি দেশের মধ্যে টেস্ট খেলার সূত্রপাত, যা আজ প্রকাণ্ড মহীরূপে রূপ নিয়ে ছয়টি মহাদেশ ও সাগর মহাসাগরের আকাশ-বাতাস ভেদ করে ধ্বনিতে ধ্বনিতে মুখর হচ্ছে এর উপস্থিতি। ব্রিটিশদের হাত ধরেই খেলাটির পদচারণা ঘটে তাদেরই ছেড়ে আসা কলোনি রাষ্ট্রে। উদ্ভাবক ডব্লিওজি, প্রেসও ভাবেননি এই ক্রিকেট একদিন দুনিয়া মাতাবে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলোয় এর জন্ম, শৈশব ও মধ্যজীবন পার হলেও ক্রমেই এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ছে মধ্যপ্রাচ্যে, ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশে দেশে আজকের ক্রীড়াজগতে ফুটবলের পরই এর অবস্থান। কোন কোন ক্ষেত্রে এর গ্রহণযোগ্যতা সবাইকে ছাড়িয়ে জনপ্রিয়তার প্রশ্নে তার অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে।

অত্যধিক জনপ্রিয়তার কারণেই আজকের ক্রীড়ামোদিদের কাছে বহুবিধ রূপে অর্থাৎ ফরম্যাটে বাঁধাই হয়ে ক্রিকেট বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। ওডিআই, টি-টোয়েন্টি, টি-টেন ছাড়াও অনেক রূপে দেশে দেশে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে ক্রিকেট। ফ্র্যাঞ্চাইজি রূপ নিয়ে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ক্যারিবীয় অঞ্চল, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কায় এর সরব উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা আর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এর আনাগোনা কম হলেও তাদের ক্রিকেটাররা মহা উল্লাসে বিভিন্ন দেশের মাঠ ও মাটি কাঁপিয়ে যাচ্ছেন।

এতদসত্ত্বেও ক্রিকেট তার টেস্ট অবয়ব নিয়েই গর্বিত। এর আভিজাত্য, গাম্ভীর্য, সব দিক দিয়েই অন্যান্য ফরম্যাট থেকে অল্প দূরে নিজেকে অবস্থান করছে। টেস্ট ক্রিকেট জগৎবাসীকে শেখায়,—ভদ্রতা নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, সংহতি সর্বোপরি একটা জীবনের পরিপূর্ণতা। কারও আচরণে বিশৃঙ্খলা ধরা পড়লে বলা হয়ে থাকে, ইট ইজ নট ক্রিকেট।

ক্রিকেট-দুনিয়ায় যত বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য ঘটনা—তার সব কিছুই ঘটেছে টেস্টের আঙিনাতেই। এসব মহাকীর্তির কিছুটা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি। এই উপমহাদেশেরই বিস্ময়কর প্রতিভা হানিফ মোহাম্মদ ১৯৫৭-৫৮ সালে ব্রিজ টাউনের মাঠে ৯৭৩ মিনিট ক্রিজে থেকে দলকে রক্ষা করেছিলেন। প্রতিপক্ষের বোলার ছিলেন ত্রাস সৃষ্টিকারী স্যার ওয়েসলি হল, সঙ্গে ছিলেন রয় গিলক্রিস্ট এবং চার্লস গ্রিফিথ। ক্যারিবীয় দ্বীপের ব্রায়ান লারা করেছিলেন কোয়াড্রপল সেঞ্চুরি (৪০০)। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডোনাল্ড ব্যাডমান একদিনে ব্যাট চালিয়ে ট্রিপল সেঞ্চুরি সমাপ্ত করেন। এই উপমহাদেশেরই কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান শচীন টেন্ডুলকার ২০০টি টেস্টে ৫১টি সেঞ্চুরিসহ রান করেছেন ১৫ হাজার ৯৪১। শ্রীলঙ্কার তামিল বংশোদ্ভূত মুত্তিয়া মুরালিধরন ১৩৩টি টেস্টে শিকার করেছেন ৮০০ ব্যাটসম্যানের উইকেট। ইংল্যান্ডের জিম লেকার এক টেস্টে ১৯ জন ব্যাটধারীকে তাঁবুতে পাঠিয়ে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এরূপ আরও কত-না হাজারও কীর্তি জড়িয়ে রয়েছে টেস্ট ক্রিকেটের পরতে পরতে।

অতি সম্প্রতি সমাপ্ত হলো আইসিসি আয়োজিত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়শিপের তৃতীয় সার্কেলের ফাইনাল খেলা। এই খেলাটি ঘিরেই আমাদের আলোচ্য নিবন্ধের মূল বক্তব্য নিহিত। ঘটনা ঘটল ইংল্যান্ডের ক্রিকেটের পীঠস্থান লর্ডস ময়দানে। শক্তিতে অজিরা অনেক এগিয়ে। বিশেষ করে তাঁরা দ্বিতীয় (২০২১-২৩) সার্কেলের চ্যাম্পিয়ন দল। তাদের রয়েছে আজকের বিশ্বের ত্রাস সৃষ্টিকারী ফাস্ট বোলার ত্রয় প্যাট কামিনস, মিসেল স্টার্ক এবং জস হ্যাজেলউড। ব্যাটাররাও প্রোটিয়াদের চেয়ে যথেষ্ট পারঙ্গম। অপর পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকান দলের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়াশিপে তেমন কোনো সরবতা নেই। তাদের অতীত ছিল উজ্জ্বল। অলরাউন্ডার জ্যাক ক্যালিস সর্বকালের অন্যতম বিশ্বসেরা। ব্যাটারদের মধ্যে হাশিম আমলা, গ্রায়েম স্মিথ ও এবিডি ভিলিয়ার্সের তুল্য কেউ আজ আর নেই। তাই সবারই ধারণা ছিল ক্যাঙ্গারু বাহিনী গতবারের মতো এবারও শিরোপা ঘরে তুলবে।

কিন্তু 'ম্যান প্রপোজেম গড ডিসপোজেম। শুরুর দিন অপ্রত্যাশিতভাবে অজিদের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটে। মাত্র ২১২ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়। প্রোটিয়ারা কিন্তু অজিদের বিপর্যয়কে কাজে লাগাতে পারল না। তারা সবাই ভেঙে পড়ে মাত্র ১৩৮ রানের মাথায়। দ্বিতীয় ইনিংসেও দেখা যায় অজিদের ব্যাটিং ধস। এবারে তাদের রান উঠে মাত্র ২০৭। শুরু হয় শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য। আফ্রিকার প্রয়োজন ২৮২ রান। বোলারদের অনুকূলে গোটা মাঠের পরিবেশ প্রায় তিন শ রান করা, বিশেষ করে চতুর্থ ইনিংসে এভারেস্ট ডিঙানোর মতো দুঃসাধ্য ব্যাপার। নেপোলিয়ান আল্পস ডিঙিয়ে ছিলেন বহু ফরাসি সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে কিন্তু প্রোটিয়াদের কাছে এই কার্যসম্পাদন অনেকটাই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাদের হাতে অসাধারণ কোনো ব্যাটার নেই। কিন্তু ছিল অবিশ্বাস্য মনোবল আর চিত্তের দৃঢ়তা।

শেষ ইনিংস শুরু হলো প্রোটিয়াদের। শুরুতেই এক ওপেনারের বিদায়। ক্রিজে এইডেন মার্করাম। উচ্চমধ্যম মানের বহুবিধ অভিজ্ঞ এই শ্বেতকায় ওপেনার। তিনি আবার প্রথম ইনিংসে একেবারেই ব্যর্থ ছিলেন। যোগ দিলেন দলীয় অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। খর্বকায় দেখতেও রাবাদার মতো সুপুরুষ নন। বাভুমার পূর্বপুরুষ দক্ষিণ আফ্রিকার আদি বংশজাত। সাধারণত খাটো মাপের নিগ্রোরা মাসাই বা জুলু বা পিগমি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। বাভুমাও নিশ্চিতভাবে এই শ্রেণির একজন হবেন। ব্যাটার হিসেবে তিনি মধ্যম মানের কাসিম, স্টার্ক কিংবা হ্যাজেলউডের কাছে বাভুমা গিলিপিগ-সদৃশ। খেলা চলল। আফ্রিকার সমর্থকরা চুপচাপ। কিন্তু একি! ধীরে কালোমেঘ অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। দেখা গেল সূর্য। ক্রমেই তা প্রখর থেকে প্রখরতর রূপে দৃশ্যমান, বাভুমা অবিচল। পাহাড় হেলছে না। সামনে এগুচ্ছে তো এগুচ্ছেই। সঙ্গে সতীর্থ এইডেন মার্করাম। ইতিপূর্বে কাগিসো রাবাদা নামের নিগ্রো বোলার অসিদের দুই ইনিংসেই ধস নামিয়েছেন। ১১০ রানের বিনিময়ে দখলে নিয়েছেন ৯টি উইকেট। যাঁরা এতক্ষণ রাবাদা নাম জপছিলেন। তাঁরা ভিন্ন নামের বন্দনা শুরু করে দিয়েছেন। অবিচল ও পাহাড়সমান দৃঢ়তা নিয়ে টেম্বা বাভুমা করলেন ৬৬ রান। আউট হলেন বটে ততক্ষণে মার্করাম সেঞ্চুরি (১৩৬) পূর্ণ করেছেন। জয়ের কিনারায় দুজনের বিদায় নিলেও প্রোটিয়াদের বিজয়রথ থেমে রইল না। পাঁচ ইউকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় ২৮২ রান তুলে দক্ষিণ আফ্রিকার পতাকাপর্বত শীর্ষে প্রোথিত করেন। এই জয় যতটা বিস্ময়কর, ততটাই অভাবনীয়। টেস্ট ক্রিকেটের এমন ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে থাকে, তাই বলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলায় সাধারণত ঘটে না। ধন্যবাদ প্রোটিয়াদের এগারোজনকেই। বিশেষ করে দলনায়ক টেম্বা বাভুমাকে। কতটুকু মনোবল থাকলে এরূপ দুঃসাধ্য সাধন করা চলে গোটা বিশ্বের ক্রিকেটার আর ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এক মহা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে অনন্তকাল বিরজমান থাকবে।

উঠতি ক্রিকেটারদের কাছে কোনো কোচ বা প্রশিক্ষক, যা দিতে পারবেন না— বাভুমাও মার্করাম তার নজির রেখেছেন। তাদের কীর্তিই অনন্তকাল সারা বিশ্বে ক্রিকেটার ও ক্রিকেটানুরাগীদের কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে কাজ করবেন। বিজয়ের জন্য শুধু অসাধরণ প্রতিভা লাগে না। দরকার মনোবল আর আত্মবিশ্বাস। এটার ওপর ভর করেই এবার দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট অঙ্গনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, যা সবার কাছেই অনুস্মরণীয়।

আইসিসির অধীন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপের চতুর্থ সার্কেল (২৫-২৭) শুরু হয়েছে। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে গল টেস্ট দিয়েই বাংলাদেশের টেস্ট লড়াই আরম্ভ। আমাদের সর্বমোট ১২টি ম্যাচ খেলার কথা ৬টি দেশের সঙ্গে ২টি করে ম্যাচ। কিছু কিছু বড় টেস্ট খেলিয়ে দেশের অ্যাশেজের মতো পাঁচটি করে টেস্ট খেলতে হবে। সে ক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত ম্যাচের সংখ্যা হবে ১৮টি। যেমন এবাই অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে উঠেছে ১৮টি ম্যাচ খেলে। তবে সাধারণত ১২টি ম্যাচই প্রতিটি দলের জন্য নির্ধারিত। আশা করা যায় এবারের চ্যাম্পিয়ান প্রোটিয়াস দলের দুই মহানায়ক টেম্বা বাভুমা ও এইডেন মার্করাম যে পথ দেখিয়ে গেলেন, আসছে দিনের টেস্ট অঙ্গনে তার সার্থক প্রতিফলন দেখা যাবে।

এ ছবি কার-৬০৬-এর সঠিক উত্তর
ফুটবল রেফারি
সালমা আক্তার মনি

এ ছবি কার-৬০৬ বিজয়ী
মানিক রহমান, ই ৩/৪ বহুতলা কলোনি,
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার?-৬০৮

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। -সম্পাদক

ছবিটির নাম...

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা...

....

....মোবাইল.......................................

এ ছবি কার-৬০৬ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মর্জিনা সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ২। মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, প্রযত্নে-মোহাম্মদী মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম; ৩। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ৪। লিজা আক্তার, ৭/৮ হাবিব ভিলা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ; ৫। হাসনা বেগম জুঁই, ৬/২ আলীর মোর, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা; ৬। আব্দুর রহমান, গ্রাম-দরবেশকাটা, ডাকঘর-মকবুলাবাদ, থানা-চকোরিয়া, জেলা-কক্সবাজার; ৭। মানিক রহমান, ই ৩/৪ বহুতলা কলোনি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ৮। আসমা আক্তার, শ্রীকণ্ঠপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ৯। তানিয়া আহমেদ, গ্রাম-মান্দারি, ডাকঘর-পাটবাজার, থানা+জেলা লক্ষীপুর; ১০। ফারজানা আক্তার, গ্রাম-লামচরী, ডাকঘর-কাটাখালী, থানা-হাইমচর, জেলা-চাঁদপুর; ১১। আব্দুল মমিন খান, ৯/আই সরকারি কোয়াটার ধানমন্ডি-১৫, ঢাকা; ১২। রাবিনা খাতুন, গ্রাম-মমিনপুর, ডাকঘর-সোমপাড়া, থানা-চাটখিল, জেলা-নোয়াখালী; ১৩। সুমাইয়া আক্তার, গ্রাম-আসমানিয়া, ডাকঘর-নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা।

জাতীয় স্কুল দাবায় সাউথ পয়েন্ট অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন

জাতীয় স্কুল দলগত দাবা প্রতিযোগিতায় ৬ ম্যাচে শতভাগ জয় নিয়ে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মালিবাগ শাখা 'এ' দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শিরোপাজয়ী দলের খেলোয়াড়েরা হলেন সিয়াম চৌধুরী, রায়ান রশিদ মুগ্ধ, নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু ও নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নীলাভা চৌধুরী। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে এই দলটি আসন্ন বিশ্ব স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। আগামী ২ থেকে ৭ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে। শিরোপা জয়ের মিশনে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মালিবাগ শাখা 'এ' দল টানা ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট অর্জন করে। দলটি প্রথম রাউন্ডে ৩-১ পয়েন্টে চেহেল গাজী শিক্ষা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজকে, দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪-০ পয়েন্টে উদয়ন সেকেন্ডারি স্কুল 'এ' দলকে, তৃতীয় রাউন্ডে ৪-০ পয়েন্টে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল 'এ' দলকে, চতুর্থ রাউন্ডে ৪-০ পয়েন্টে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মালিবাগ শাখা 'বি' দলকে, পঞ্চম রাউন্ডে ৪-০ পয়েন্টে আদাবর সুইচ তাহমিনা বানু বিদ্যা নিকেতনকে এবং ষষ্ঠ রাউন্ডে ৩-১ পয়েন্টে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরাজিত করে। এদিকে ৬ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়ে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মালিবাগ শাখা 'বি' দল রানার্স আপ হয়েছে। এই দলটির হয়ে খেলেছেন মো. তাহসিনুল হক জোহেব, মুহতাদি তাজওয়ার নাশিদ, জোয়েনা মেহবিশ ও আবরার রিয়াজুল আহনাফ মোহাম্মদ। অন্যদিকে ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ৭টি দলের মধ্যে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল তৃতীয় স্থান লাভ করে। এই দলের হয়ে অংশ নেন দেবলীন সরকার, নৈবেদ্য শ্রেয়ান সাহা, রাফিদ আরিয়ান শুদ্ধ ও এসএম আবিদ বিন গাফফার আবির। এ ছাড়া সমান পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ থেকে নবম হয়েছে যথাক্রমে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল 'এ' দল, আদাবর সুইচ তাহমিনা বানু বিদ্যা নিকেতন, চট্টগ্রাম ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল 'এ' দল, ঢাকা মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং উদয়ন সেকেন্ডারি স্কুল 'এ' দল। উল্লেখ্য গত ২১ জুন বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে দিনব্যাপী ৬ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে র‍্যাপিড ইভেন্টের চূড়ান্ত পর্বে ১৬টি আঞ্চলিক পর্বের বাছাইকৃত ৩৪টি দল অংশগ্রহণ করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহযোগিতায় জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং ২০২৫ এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহযোগিতায় খেলা শেষে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, দাবা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়ব বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক সচিব সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটি বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ড. বিএম মাইনুল হোসেন।

সাদিয়া তাবাসসুম

কেমন আছেন দাবাড়ু জিয়ার পরিবার

মোরসালিন আহমেদ

দিন মাস বছর গড়িয়ে অবশেষে দেশবরেণ্য গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান-এর মৃত্যুবার্ষিকী চলে এলো। আগামী ৫ জুলাই তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। গত বছরের এই দিনে ৪৮তম জাতীয় দাবার দ্বাদশ রাউন্ডে গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীবের সঙ্গে বোর্ডে খেলারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। না ফেরার দেশে চলে যাওয়া এই কিংবদন্তির অভাব সহজে পূরণ হবার নয়। এখনো কোনো বড় আসরে তাঁর অভাব প্রকটভাবে অনুভূত হয়। মৃত্যুকালে জিয়ার বয়স ছিল ৫০ বছর। তিনি স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, মা ও দুই ভাই এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জিয়া ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জন ব্যক্তি এবং দেশের একমাত্র প্রফেশনাল দাবাড়ু। উচ্চশিক্ষিত জিয়া দাবাকে ভালোবেসে চাকরির লোভনীয় অফারে গা না ভেসে ধ্যানজ্ঞান পুরোটাই সঁপে দিয়েছিলেন চৌষট্টি খোপের জমিনে। স্বামীকে সাপোর্ট দিতে, তাঁর খেলায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তাই বিসিএস ক্যাডার তাসমিন রহমান লাবণ্য চাকরি ছেড়ে সংসারী হয়েছিলেন। জীবদ্দশায় জিয়ার উপার্জন বলতে ছিল প্রিমিয়ার লিগ খেলে যা পেতেন, দেশ-বিদেশে টুর্নামেন্ট থেকে পুরস্কার থেকে যা আয় করতেন এবং দেশে ও বিদেশে কোচিং দিয়ে যা পেতেন- তা দিয়েই স্ত্রী, সন্তান ও মাকে নিয়ে কোনো রকম সংসার চলে যেত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর জিয়া পরিবার এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। আত্মীয়স্বজন আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহায়তা নিয়ে দিনাতিপাত করছে। অথচ আন্তর্জাতিক আঙিনায় বহু সাফল্যের বরপুত্র বাংলাদেশের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়ার মৃত্যুর পর তৎকালীন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান এমপি মোহাম্মদিয়া হাউজিংয়ের ফ্লাটে এসে তাঁর মন্ত্রণালয় পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিল। জিয়ার জানাজায় এসে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা বলেছিলেন তাঁর পরিবারের পাশে থাকবেন। শুধু কী তা-ই! তৎকালীন বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবউদ্দিন শামীম বলেছিলেন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জিয়ার পরিবারকে কোটি টাকার অ্যামাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। পরবর্তী সময়ে বর্তমান অ্যাডহক কমিটি এসেও যে পরিবারটির জন্য কিছু করেছে, তা-ও দৃশ্যমান নয়! জিয়ার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পেরোতে যাচ্ছে অথচ যাঁরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পাশে থাকবেন বলে, তাঁরা গত এক বছরেও খোঁজ নেননি জিয়ার পরিবার কীভাবে চলছে?

জিয়ার অর্ধাঙ্গী তাসমিন রহমান লাবণ্য এক প্রশ্নে বলেন, সবার কথা না হয় বাদ দিলাম। এ নিয়ে আফসোস নেই। কিন্তু জিয়া যে খেলাটি খেলে দেশকে একাধিকবার সাফল্য এনে দিয়েছেন সেই দাবা ফেডারেশনও গত এক বছরে একটি বারের জন্য খোঁজ নেয়নি, জিজ্ঞাসা করেনি আমরা কীভাবে চলছি। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন আমরা কীভাবে চলছি, কীভাবে আমাদের সহযোগিতা করলে ভালো থাকব। এদিকে জিয়ার মৃত্যুতে পর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বাংলাদেশ ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে ২ লাখ টাকার অনুদানের ব্যবস্থা করেন। তারকা ক্রিকেটার তামিম ইকবাল দিয়েছিলেন ৫ লাখ টাকা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) থেকে জিয়াপুত্র ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়াকে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায় টুর্নামেন্ট খেলার জন্য দুই দফায় স্পন্সর করেছিল। একবার ১৫ লাখ ৮০ হাজার এবং আরেকবার ৬ লাখ ২২ হাজার টাকা দিয়েছিল। এর আগে জিয়ার কুলখানির ব্যয় বহন করেছিলেন ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবউদ্দিন শামীম।

প্রয়াত জিয়ার স্বপ্ন ছিল ছেলে একদিন গ্র্যান্ডমাস্টার হবেন। কিন্তু জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি। জিয়ার এ স্বপ্নপূরণে দায়িত্ব এখন স্ত্রী লাবণ্যের কাধের ওপর। স্বপ্ন পূরণে বন্ধুর এ দীর্ঘ পথ তাহসিন-লাবণ্য কতটা পাড়ি দিতে পারেন দেখার বিষয়। জিয়া তাঁর জীবদ্দশায় ছেলেকে 'ফিদেমাস্টার' অবস্থায় দেখে গিয়েছিলেন। পিতার স্বপ্নপূরণে শোককে শক্তিতে পরিণত করে ছেলে এখন 'আন্তর্জাতিক মাস্টার' হওয়ার পথে। এসব অর্জনের পেছনে স্পন্সর দিয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বিসিবি। ফিদেমাস্টার ও আন্তর্জাতিক মাস্টার উপাধি পেরিয়ে তাহসিন এখন গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার লক্ষ্যে স্বপ্ন দেখছেন। এ উপাধি পেতে তাঁকে যেমন আরও পরিশ্রম করতে হবে, তাঁর হাইপারফরম্যান্স কোচ লাগবে, টুর্নামেন্ট খেলতে স্পন্সর লাগবে- এতসব কীভাবে জোগাড় করবেন এ নিয়ে চিন্তার শেষ নেই জিয়ার স্ত্রী লাবণ্যের। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, জিয়ার মৃত্যুর পর যেসব স্পন্সর পেয়েছি সবটাই টুর্নামেন্ট খেলে শেষ করে এক বছরের মধ্যে ছেলেকে আন্তর্জাতিকমাস্টারের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছি। এখন গ্র্যান্ডমাস্টার বানানোর জন্য স্পন্সর খুঁজতে হবে- এ নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় আছি।

এদিকে বাবার স্মৃতি আকঁড়ে রাখতে ছেলে তাহসিন জিয়ার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী থেকে নিয়মিত টুর্নামেন্ট করে সবার মধ্যে পিতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। এমন চাওয়া থেকে আগামী ৫-১১ জুলাই রাজধানী ঢাকায় 'গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়া মেমোরিয়াল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করতে যাচ্ছেন। ৫ লাখ টাকার প্রাইজমানির এ টুর্নামেন্টে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহসভাপতি ড. শোয়েব রিয়াজ আলম। এ প্রসঙ্গে তাহসিন বলেন, এ আয়োজনে শোয়েব আঙ্কেল সহযোগিতা করছেন। ফেডারেশন লজিস্টিক সাপোর্ট দিচ্ছে। অন্যরাও সহায়তা করছেন। এবার শক্তিশালী রেটিং টুর্নামেন্ট করতে যাচ্ছি। অপর প্রশ্নে উদীয়মান এ তারকা বলেন, বিশ্বে নামীদামি প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টারদের নামে অনেক টুর্নামেন্ট রয়েছে। আমিও আমার বাবার নামে এ ধরনের টুর্নামেন্ট করতে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে স্পন্সর পাওয়া সাপেক্ষে এ টুর্নামেন্টকে ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক মাস্টার ও গ্র্যান্ডমাস্টার পর্যায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। এ জন্য তাহসিন সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

শব্দজট-৬২৯

মে	হে	দী	হা	সা	ন	মি	রা	জা
■	■	■	■	■	■	■	■	য়া
শ্রা	■	না	হি	দ	রা	না	■	চা
ব	■	■	■	■	■	■	■	ক
নী	■	ঋ	তু	প	র্ণা	চা	ক	মা
ম	■	■	■	■	■	■	■	■
ল্লি	■	বৃ	ষ্টি	বি	শ্বা	স	■	রি
ক	■	■	■	■	■	■	■	শা
■	উ	ৎ	স	ব	আ	হ	মে	দ

শব্দজট-৬২৯ বিজয়ী

হাবিবা খাতুন

গ্রাম- সুন্দরী পাড়া, ডাক+থানা-পার্বতীপুর

জেলা-দিনাজপুর

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১০ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

শব্দজট-৬২৯ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। হাসনা বেগম জুঁই, ৬/২ আলীর মোর, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা; ২। আসমা আক্তার, শ্রীকণ্ঠপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ৩। মানিক রহমান, ই ৩/4 বহুতলা কলোনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ৪। আব্দুর রহমান, গ্রাম- দরবেশকাটা, ডাকঘর- মকবুলাবাদ, থানা- চকোরিয়া, জেলা- কক্সবাজার; ৫। ফারজানা ইসলাম, গ্রাম- লামচরী, ডকঘর- কাটাখালী, থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ৬। তানিয়া আহমেদ, গ্রাম- মান্দারি, ডাকঘর- পাটবাজার, থানা+জেলা লক্ষ্মীপুর; ৭। জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা; ৮। আব্দুল মমিন খান, ৯/আই সরকারি কোয়াটার ধানমন্ডি-১৫, ঢাকা; ৯। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (অবঃ) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১০। লিজা আক্তার, ৭/৮ হাবিব ভিলা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ; ১১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (অবঃ) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১২। সুমাইয়া আক্তার, গ্রাম- আসমানিয়া, ডাকঘর- নারান্দিয়া, থানা- তিতাস, জেলা- কুমিল্লা; ১৩। রাবিনা খাতুন, গ্রাম- মমিনপুর, ডাকঘর- সোমপাড়া, থানা- চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী; ১৪। বিনিয়া বিথী বন্নী, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (অবঃ) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৫। সাবিকুন নাহার ঐশী, প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন (২য় তলা), গ্রাম- জামালপুর, ডাকঘর- বারইয়ারহাট, থানা- জোরারগঞ্জ, উপজেলা- মীরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম; ১৬। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৭। মর্জিনা সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ১৮। হাবিবা খাতুন, গ্রাম- সুন্দরী পাড়া, ডাক+থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর; ১৯। সাইয়ুম সরকার সাম, গ্রাম- ছোট হরিপুর, ডাকঘর- পার্বতীপুর, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর; ২০। মো. সাইফুল ইসলাম, হোল্ডিং- ৯৯, রোড-১৩১, হাউজিং এটেস্ট খালিশপুর, খুলনা; ২১। আখতার সরদার, গ্রাম- নাংলা, ডাকঘর- তিলই, ডামুড্যা, শরীয়তপুর; ২২। আহসান সাহেব, আদর্শ পাড়া, রহিম রহমান মার্কেট, বেবী সুপার মার্কেট, ২নং গেইটের উত্তরে, চট্টগ্রাম।

শব্দজট-৬৩১

১								■
	■	■	■	■	■	■	■	২
৩							■	
	■	■	■	■	■	■	■	
	■	৪					■	
■	■	■	■	■	■	■	■	
৫	■	৬		৭				■
	■	■	■		■	■	■	৮
৯								

নাম..

ঠিকানা..

....

....

মোবাইল ....

শব্দজট ৬৩১-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি :

১। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর সভাপতি। ৩। সংযুক্ত আরব আমিরাত জাতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান। ৪। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের কানাডা প্রবাসী ফুটবলার। ৬। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের ইংল্যান্ড প্রবাসী ফুটবলার। ৯। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের ইতালি প্রবাসী ফুটবলার।

সূত্র : উপর-নিচ

১। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের ফরোয়ার্ড। ২। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের পেস বোলিং কোচ। ৫। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার এর নামের প্রথম অংশ। ৭। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের মিডফিল্ডার ও অধিনায়ক এর নামের প্রথম অংশ। ৮। জার্মান জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক এর নামের শেষ অংশ।

আলমগীর হোসেন চৌকিদার, প্রযত্নে : চৌকিদার ভিলা

রোড-১১, বাড়ি-৬, মাজার রোড, চালাবন, পোস্ট : দক্ষিণ খান, ঢাকা।

সেরা সাঁতারুর খোঁজে বাংলাদেশ-২০২৫ উপলক্ষে খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সুইমিংপুলে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার যথাক্রমে ৯-১১ ও ১২-১৫ বছর বালক ও বালিকা প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৬ জন বালিকা ও ২৯ জন বালক ইয়েস কার্ড পান।

ক্রীড়াঙ্গনে জেন্ডার বৈষম্য

ইকরামউজ্জমান

গত সপ্তাহে ক্রীড়াঙ্গনে 'জেন্ডার বৈষম্য' শিরোনামে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আমাকেও কিছু বলতে হয়েছে। আলোচনা অনুষ্ঠানে যেটি উঠে এসেছে ক্রীড়াঙ্গনে নারী খেলোয়াড় এবং সংগঠকদের প্রতি অবিচার, বৈষম্য, অবহেলা তো কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। নারীদের সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার সীমাবদ্ধ হচ্ছে। ক্রীড়াচর্চার ক্ষেত্রে নারীরা এখনো সমাজের চোখ রাঙানোর শিকার হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ বুঝতে পারছেন দেশে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও সমান অধিকার আছে ক্রীড়াচর্চায় অংশ নেওয়ার। অধিকার আছে দেশকে ক্রীড়াঙ্গনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করার। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন খেলায় সব সময় পুরুষদের প্রাধান্য এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জয় জয়কার। ক্রীড়াঙ্গনে কূট এবং নোংরা রাজনীতি করেন একদল পুরুষ সংগঠক আর এটা তাঁদের ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্বার্থে। অস্বীকার করার উপায় নেই এই ক্ষেত্রে আবার বেশকিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে যেখানে নারীরা হিংসা এবং বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পুরুষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নারী খেলোয়াড়, ক্রীড়াবিদ এবং সংগঠকদের ক্ষতি করেছেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে একজন নারী সংগঠক বলেছেন, জুডো ফেডারেশনের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কামরুল নাহার হিরু, যিনি শুধুমাত্র স্বনামধন্য জুডোকা নন বছরের পর বছর ধরে এশিয়ান জুডো অর্গানাইজেশনে সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁকে চলমান পরিবর্তনের হাওয়ায় বাদ দেওয়া হয়েছে, অথচ এই নারী সংগঠক তাঁর নির্বাচিত সময়ের এক টার্মও পার হয়নি। তাঁকে সরানোর পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছেন একজন প্রাক্তন নারী জুডোকা এবং সংগঠক। নারীরা নারীদের বিরোধিতা করছেন, এটি দুঃখজনক। ক্রীড়াঙ্গনের জন্য অশুভ সংকেত। আমরা চাইছি ক্রীড়াঙ্গন থেকে সব ধরনের অসঙ্গতি দূর হোক। ক্রীড়াঙ্গন হোক সমতার। নারী এবং পুরুষ যদি সমানভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয় তা হলেই দেশের ক্রীড়াঙ্গন সমৃদ্ধ হতে সময় লাগবে না।

একজন নারী ক্রীড়াবিদ তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছেন গত মার্চ মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন দু'দিনব্যাপী 'জেন্ডার ইকোয়াটি অ্যান্ড উম্যান্স লিডারশিপ' শিরোনামে কর্মশালার আয়োজন করেছিল। ২৪টি অলিম্পিক ফেডারেশন থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক নারী সংগঠক এবং খেলোয়াড়রা এতে অংশ নিয়েছেন। উদ্দেশ্যটা ভালো ক্রীড়াঙ্গনে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। কথা হলো, বাস্তবে বিষয়টা কেমন আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে। আসল বাধা-বিপত্তি কোথায়? সেটি দূর করতে হলে কী করতে হবে? আর এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? তিনি আরও বলেছেন, এই কর্মশালায় 'জেন্ডার ইকোয়াটি এন্ড উম্যান্স চ্যালেঞ্জেস ইন স্পোর্টস', 'উম্যান্স লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইন স্পোর্টস'সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথা হলো, আমরা চাচ্ছি সত্যিকার অর্থে ক্রীড়াঙ্গনে নারী খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদদের জন্য প্রটেকশন। আর সেটা আসতে হবে পুরুষ শাসিত ক্রীড়াঙ্গনে পুরুষ সংগঠকদের তরফ থেকে। ক্রীড়াঙ্গনে কর্তৃত্ববাদীতার অবসান তখনি সম্ভব যখন পুরুষ নারী ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপক্ষে দাঁড়াবে। একজন নারী ক্রীড়াবিদ বলেছেন, 'ক্রীড়াঙ্গনে কৃতকার্য হতে গেলে, জয় লাভ করতে গেলে, তিনটি প্রবল শক্তিকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা। যত সমস্যাই হোক থামলে কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। আর তাই বহু প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে লড়াই করতে হবে ক্রীড়াঙ্গনে। অথচ দেখুন ক্রীড়াঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ এবং সাফল্য বেড়েই চলেছে।ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের সমস্যা সমস্যার স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, সমস্যা অস্বীকার করলে সমস্যার সমাধান আসবে না। আমাদের দুর্বলতা হলো অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভালো নীতি নেই। যতটুকু আছে সেটা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না। একটি গোষ্ঠী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন তাঁরা দেখে যে নীতি তাঁদের পক্ষে যাচ্ছে না, তখন তাঁরা সেটি নাকচ করে কিংবা বাধাগ্রস্ত করে। আমরা নারী ফুটবলে অগ্রগতি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। আমাদের বুঝতে হবে সচেতনতা এবং আর্থিক পরিকাঠামো যদি মজবুত না হয় তাহলে বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররা পায়ে বল নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে এশিয়ান চত্বরে দাপিয়ে বেড়াতে পারবে না। নারী ফুটবল নিয়ে চিন্তাভাবনা শুধু মুখে মুখে থাকলে হবে না বাস্তবে সেটি বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

গত মাসে বার্তা সংস্থা এএফপির একটি খবর চোখে পড়েছে। সেটি হলো এই প্রথমবারের মতো 'ব্যালন' ডিঅর ফুটবলারদের ব্যক্তিগত পুরস্কার ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে পুরস্কার সংখ্যা হবে সমান। ১৯৫৬ সাল থেকে ব্যালন ডি'অর পুরস্কারের প্রচলন করা ফ্রান্সের সাময়িকী ফ্রান্স ও ফুটবল এবং উয়েফা জানিয়েছে মেয়েদের বিভাগে সেরা নারী গোলকিপার, সেরা উদীয়মান নারী খেলোয়াড় এবং ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে সর্বোচ্চ গোল করা নারী ফুটবলারের পুরস্কার এবার সংযোজন করা হয়েছে। অর্থাৎ ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে সমান ছয়টি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। এর বাইরে রয়েছে সক্রেটিস অ্যাওয়ার্ড বিভিন্ন সামাজিক ও সংহতিপূর্ণ কাজের জন্য ২০২২ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়, যা ছেলে ও মেয়েদের বিভাগ থেকে যে কেউ জিততে পারেন। ২০২২ সালে পুরস্কারটি জেতেন সেনেগালের ফরোয়ার্ড সাদিও মানে, ২০২৩ সালে ব্রাজিল উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এবং গত বছর এ পুরস্কার পেয়েছেন স্পেন নারী দলের তারকা হেনি রেহমোনে। ফুটবলে সমতার ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। ফুটবলে বৈষম্যের অবসানের ক্ষেত্রে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এদিকে আগামী আট বছরের জন্য ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ক্রিস্টি কভেন্ট্রি। ৪১ বছর বয়সী এই জিম্বাবুইয়ান সাঁতারু আইওসির ১৩১ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী সভাপতি এবং প্রথম আফ্রিকানও।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত চলতি অর্থবছরে ১০টি ডিসিপ্লিনে ১১ দিনব্যাপী 'তৃণমূল পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ২০২৪-২৫'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করা হয়। ২৫ জুন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি।

হয়নি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, শারজাহ থেকেও আসেনি সুখবর

মোরসালিন আহমেদ

আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় শ্রীলঙ্কায় এশিয়ান ৩.২ জোন চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগে থেকেই 'ফিদে ওয়ার্ল্ড কাপ' খেলা কনফার্ম করে রেখেছিলেন। তাই সঙ্গত কারণেই এশিয়ান ইনডিভিজুয়াল চেস চ্যাম্পিয়নশিপ তাঁর জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া, ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ ও নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুমের জন্য এ আসরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা ওপেন বিভাগে যদি তাহসিন ও সাকলাইন সেরা দশে থাকতে পারতেন এবং নারী বিভাগে নোশিন যদি সেরা দুইয়ে থাকতে পারতেন তাহলে 'ফিদে ওয়ার্ল্ড কাপ' খেলার সুযোগ পেতেন। কিন্তু তাঁরা কেউ লক্ষ্যে না পৌঁছায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল আইন শহর থেকে সুখবর দিতে পারেননি। এমন কি, শারজাহ মাস্টার্স ইন্টারন্যাশনাল চেস চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেও নীড়, তাহসিন, সাকলাইন, নোশিনদের পাশাপাশি নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ ও নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ালিজা আহমেদ সুখবর বইয়ে আনতে পারেননি। তাই দেশীয় দাবাড়ুদের জন্য আল আইন ও শারজাহ চেস ট্যুরটা সুখকর ছিল না।

এশিয়ান ইনডিভিজুয়াল চেস চ্যাম্পিয়নশিপ

ওপেন বিভাগ : ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া ৯ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট পেয়ে ৬৬তম হয়েছেন। শক্তিশালী এ টুর্নামেন্টে তিনি ১০০ সিডেড হয়ে ৩৪ ধাপ উন্নতি করেন। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি করেন ২ রেটিং। তাহসিন (২৩৭৪) চীনের আন্তর্জাতিকমাস্টার চেন কিউ বি (২৪৮২), স্বদেশি ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ (২২৩৪), শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিডেটমাস্টার কোদিথ ুওয়াককু দিনুয়ায়া (২০১১) ও রাশিয়ার ফেদারভ গ্রেগরিকে (২০০৮) পরাজিত করেন। তবে সিঙ্গাপুরের গ্র্যান্ডমাস্টার জগদিস সিদ্ধার্থ (২৪৭২) ও কাজাকস্তানের ফিদেমাস্টার আসিলোভ মিরাসের (২২৪৯) সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার জেমলিয়ানাস্কি ইভান (২৫৬৩), চীনের আন্তর্জাতিকমাস্টার লোউ ইয়েপিংয়ে (২৪৬৭) ও রাশিয়ার আন্তর্জাতিকমাস্টার সুবিন ক্রিলের (২৪৪৩) কাছে হেরে যান। এদিকে ৯১তম সিডেড আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় ৪ পয়েন্ট পেয়ে দুই ধাপ পিছিয়ে ৯৩তম হয়ে ৯ রেটিং বৃদ্ধি করেন। টুর্নামেন্টে নীড় (২৪০৩) সিঙ্গাপুরের গ্র্যান্ডমাস্টার টিন জিনগিয়াওকে (২৬০১) হারিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এরপর ইরানের গ্র্যান্ডমাস্টার ইদানি পোওয়ার (২৬৩০) ও কাজাকস্তানের গ্র্যান্ডমাস্টার মাখনেভ ডেনিসের (২৫২৬) সঙ্গে ড্র করার কৃতিত্ব দেখান। এ ছাড়া ভারতের আন্তর্জাতিকমাস্টার এস আসওয়াথ (২৫১৫), কাজাকস্তানের আন্তর্জাতিকমাস্টার আনসাত আলদিয়ার (২৪৮৯), ভারতের আন্তর্জাতিকমাস্টার আল মুথাইয়ার (২৪৮৭) ও রাশিয়ার আন্তর্জাতিকমাস্টার পিনজিন আরতেমের (২৪৬৪) সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু উজবেকস্তানের সুয়ারভ মুখাম্মাদজোখিদ (২৪৯১) ও চীনের গ্র্যান্ডমাস্টার জু ইয়ির (২৪৮১) কাছে পরাজিত হন। অপরদিকে ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী যথেষ্ট ভালো খেলার চেষ্টা করেন। তিনি ১২৪তম সিডেড হয়ে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ছয় ধাপ এগিয়ে ১১৮তম হয়েছেন। তবুও কমেছে ১ রেটিং। সাকলাইন (২২৩৪) তাইওয়ানের সু সুয়াং মিং (১৯৭৫), রাশিয়ার বাতুরিন ভিনোগ্রাদভ মিরোশ্লাভ (২০১০), সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্যান্ডিডেটমাস্টার মোহাম্মদ সায়িদ লেইল (২০৫৮) ও উজবেকস্তানের আশিকমামুতভ সাইদখোনকে (২০৪৬) পরাজিত করেন। কিন্তু ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার ভি প্রণব (২৬২১), সিঙ্গাপুরের গ্র্যান্ডমাস্টার টিন জিনগ্রিয়া (২৬০১), চীনের আন্তর্জাতিকমাস্টার চেন কিউ বি (২৪৮২) , বাখ্রিলায়েভ বাখরমের (২৪০৭) ও স্বদেশি ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়ার (২৩৭৪) কাছে হেরে যান। তবে ব্লিটজ টুর্নামেন্টে ৯ ম্যাচে ৮৬তম সিডেড সাকলাইন ৪ পয়েন্ট পেয়ে ৫৭তম হয়ে ৬৪ রেটিং বৃদ্ধি করেন। এদিকে ৮২তম সিডেড তাহসিন ৪ পয়েন্ট নিয়ে ৬১তম হয়ে ২১ রেটিং বৃদ্ধি করেছেন। অপরদিকে নীড় ৬৯তম সিডেড হয়ে ৩.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ৮২তম হওয়ায় তাঁর রেটিং কমেছে ৯৫। উল্লেখ্য ৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পেয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে ইরানের গ্র্যান্ডমাস্টার দানেশভার বারদিয়া চ্যাম্পিয়ন ও ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার নিহাল সারিন রানারআপ হয়েছেন। ওপেন বিভাগে ৩৩টি দেশের ১৫৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নারী বিভাগ : এদিকে এশিয়ান ইনডিভিজুয়াল চেস চ্যাম্পিয়নশিপে নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম তুলনামূলকভাবে এ আসরে ভালো খেলার চেষ্টা করেছেন। তিনি ৭২ নম্বর সিডেড হয়ে ১১ ধাপ এগিয়ে ৬১তম হয়েছেন। ফলে ব্যক্তিগত রেটিংয়ের সঙ্গে ১৮ রেটিং বৃদ্ধি করেছেন। ৯ ম্যাচে তিনি ৩ জয়, ২ ড্র আর ৪ হারসহ ৪ পয়েন্ট পেয়েছেন। নোশিন (২০১৩) ভিয়েতনামের আন্তর্জাতিকমাস্টার লুয়োং ফুয়োং হানকে (২১৪৪), লেবাননের নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ফাওয়াজ নাদিয়াকে (১৭৮৬) ও ভারতের আর সুনন্দাকে (১৭৪৬) পরাজিত করেন। তবে সিঙ্গাপুরের নারী গ্র্যান্ডমাস্টার সিট্রা দেবি আরদিয়ানি আনাসতাসিয়া (২২০২) ও মঙ্গোলিয়ার আন্তর্জাতিকমাস্টার নোমিন এরদেনে দাভাডেমবেরেলের (২৩৩০) সঙ্গে ড্র করার কৃতিত্ব দেখান। কিন্তু মঙ্গোলিয়ার ক্যান্ডিডেটমাস্টার মুনগুনজুল বাট এরডেনি (২৩০২), সিঙ্গাপুরের নারী গ্র্যান্ডমাস্টার গোং কিউএনিয়ুন (২২৬৫), মঙ্গোলিয়ার নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার বায়াসগালান খিশিগবাটর (২২৬৫) ও ইরানের নারী ফিদেমাস্টার মোহাম্মাদি মেলিকার (২২০৫) কাছে হেরে যান। উল্লেখ্য নারী বিভাগে ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে চীনের আন্তর্জাতিকমাস্টার সং ইয়োজিন চ্যাম্পিয়ন ও মঙ্গোলিয়ার নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার মুনগুনজুল বাট এরডেনি রানারআপ হয়েছেন। এ ছাড়া নোশিন ব্লিটজ টুর্নামেন্টে ৯ ম্যাচের মধ্যে ৫ ম্যাচে অংশগ্রহণ নিয়ে ২ পয়েন্ট পেয়ে ৭৬তম হয়েছেন। তিনি ৬৪তম সিডেড হয়ে ৯ রেটিং খুইয়েছেন। এ আসরে ২৩ দেশের ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য ৭-১৫ মে ওপেন ও নারী বিভাগের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

শারজাহ মাস্টার্স টুর্নামেন্ট

শারজাহ মাস্টার্স ইন্টারন্যাশনাল চেস চ্যাম্পিয়নশিপ ক্যাটাগরি বি গ্রুপে দেশের ৬ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা কোনো সুখবর বইয়ে আনতে পারেননি। তবে ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া (২৩৭৪) ও ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদকে (২২৩৪) দাবা বোর্ডে লড়াকু মেজাজে দেখা গেছে। এমন কি তারা সেরা ২০ এর লড়াইয়ে ছিলেন। ৯ ম্যাচে উভয়ে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে একাদশ থেকে ২২তম স্থানের জন্য টাই করে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে তাহসিন ১৫তম হয়ে ১০ রেটিং বৃদ্ধি করেন। অন্যদিকে সাকলাইন ২১তম হয়ে ১ রেটিং কমিয়েছেন। এদিকে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ (২১০৯) ৯২তম হয়ে ৮৬ রেটিং খোয়ালেও নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ালিজা আহমেদ ৯৩তম হয়ে ১৫ রেটিং বৃদ্ধি করেন। এ ছাড়া নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম (২০১৩) ৯ ম্যাচে শেষ দুই রাউন্ড অংশ না নিয়ে ৭ ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ১৭ রেটিং খুইয়েছেন। তবে আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় (২৪০৩) ৯ ম্যাচে ৪ ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট সংগ্রহ করার পর পরবর্তী রাউন্ড থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। ফলে ফাইনাল র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৬ রেটিং খুইয়ে তাঁর স্থান হয়েছে ১৪০তম। উল্লেখ্য ১৭-১৫ মে ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে ৩৪টি দেশের ১৪২ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ভারতের আন্তর্জাতিকমাস্টার মায়াঙ্ক চক্রবর্তী (২৪৩৬) ৭.৫ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

৪৮ বর্ষ ২২ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. ১ বার

২. ৪টি

৩. আবাহনী

৪৮ বর্ষ ২২ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

হাসনা বেগম জুঁই
৬/২ আলীর মোর
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। **-সম্পাদক**

‘পাক্ষিক ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। **- সম্পাদক**

‘ক্রীড়াজগত’ কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■ ২৪ সংখ্যা ■ ১ জুলাই ২০২৫

প্রশ্ন : বাংলাদেশের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম জোড়া সেঞ্চুরি করেন কে?

প্রশ্ন : বাংলাদেশের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় জোড়া সেঞ্চুরি করেন কে?

প্রশ্ন : বাংলাদেশের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে একাধিকবার জোড়া সেঞ্চুরি করেন কে?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২) ....

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল : ....

৪৮ বর্ষ ২২ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মর্জিনা সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ২। তানিয়া আহমেদ, গ্রাম-মান্দারি, ডাকঘর-পাটবাজার, থানা+জেলা লক্ষ্মীপুর; ৩। লিজা আক্তার, ৭/৮ হাবিব ভিলা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ; ৪। জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা; ৫। ফারজানা ইসলাম, গ্রাম- লামচরী, ডাকঘর- কাটাখালী, থানা-হাইমচর, জেলা-চাঁদপুর; ৬। সুমাইয়া আক্তার, গ্রাম-আসমানিয়া, ডাকঘর- নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা; ৭। রাবিনা খাতুন, গ্রাম-মমিনপুর, ডাকঘর- সোমপাড়া, থানা-চাটখিল, জেলা-নোয়াখালী; ৮। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (অবঃ) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৯। বিনিয়া বিথী বন্নী, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (অবঃ) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১০। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (অবঃ) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১১। হাসনা বেগম জুঁই, ৬/২ আলীর মোর, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা; ১২। আসমা আক্তার, শ্রীকণ্ঠপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ১৩। মানিক রহমান, ই ৩/৪ বহুতলা কলোনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১৪। আব্দুর রহমান, গ্রাম- দরবেশকাটা, ডাকঘর- মকবুলাবাদ, থানা- চকোরিয়া, জেলা- কক্সবাজার; ১৫। এহসাম সাহেব, আদর্শ পাড়া, বেবী সুপার মার্কেট, ডাকঘর- টেকনিক্যাল, চট্টগ্রাম; ১৬। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী, বিএসসি ইনজিনিয়ারিং ইন ইইই, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইনজিনিয়ারিং কলেজ, দূর্গাপুর, বরিশাল; ১৭। মোছা. আইরিন আক্তার, হোল্ডিং নং- ৯৯, রোড- ১৩১, হাউজিং এস্টেট, খালিশপুর, খুলনা; ১৮। আজাহারুল ইসলাম কচি, অবঃ কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ১৯। মো. আখতার হোসেন, পিতা মৃত রশিদ সরদার, গ্রাম-নাংলা, ডাকঘর-তিলই, ডামুড্যা, শরীয়তপুর; ২০। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা- ২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ২১। তুহিন (বিএসসি) দিনমনির হাট, সদর, নোয়াখালী; ২২। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ২৩। আব্দুল মমিন খান, ৯/আই সরকারি কোয়ার্টার ধানমণ্ডি-১৫, ঢাকা।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় এবং বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে অনূর্ধ্ব ১২ ক্রিকেট কার্নিভাল ২১ জুন শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এই ক্রিকেট কার্নিভালে ছয়টি দলে ৪৮ জন খুদে খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা ও সুরমা এই ছয়টি দল সিক্সে সাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। এ টুর্নামেন্টে মেঘনা দল এক উইকেটে কর্ণফুলী দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ফাইনালে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ডিডি যুব উন্নয়ন ও বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব তোছাদ্দেক হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ আমিনুল হক দেওয়ান সজল। উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য খাজা আবু হায়াত হিরু, খালেদ মাহমুদ রুবেল, মোস্তফা মোঘল, হাসান মোল্লা শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামের ভেন্যু ম্যানেজার জামিলুর রহমান জামিল ইয়ং টাইগার ক্রিকেট একাডেমির পরিচালক শাহেদুল ইসলাম রবি ও সিরাজুল ইসলাম সাজু প্রমুখ।

শিরোপা ধরে রাখতে পারবে রংপুর রাইডার্স?

মো. মুলতানুর রহমান

গ্লোবাল সুপার লিগের গত আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া রংপুর রাইডার্স এবারও শেষ হাসি হাসতে বদ্ধপরিকর।

গ্লোবাল সুপার লিগের (জিএসএল) গত আসরে চমক দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রংপুর রাইডার্স। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াকে ৫৬ রানে হারিয়ে বাংলাদেশের প্রথম কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে বিদেশি লিগে শিরোপা জিতেছিল বিপিএলের দলটি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের গায়ানার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় আসর মাঠে গড়াতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ১০ জুলাই থেকে, ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৯ জুলাই। মোট ১১টি ম্যাচের ভেন্যু একটাই গায়ানার জর্জটাউনের প্রভিডেন্স স্টেডিয়াম। এবারও অংশগ্রহণ করছে ৫টি দল। আগের বারের দুই দল ট্রফি জয়ী রংপুর রাইডার্স ও স্বাগতিক দেশের গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স থাকছে এবারও। পাশাপাশি প্রথমবার খেলতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ চ্যাম্পিয়ন হোবার্ট হারিকেন্স, নিউজিল্যান্ডের সুপার স্ম্যাশের চ্যাম্পিয়ন সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টস স্ট্যাগস এবং ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগের চ্যাম্পিয়ন দুবাই ক্যাপিটালস। রাউন্ড রবিন লিগ পর্বে প্রত্যেক দল একে অন্যের সঙ্গে একবার করে মোকাবিলার পর পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল মুখোমুখি হবে গ্র্যান্ড ফাইনালে।

আগেই চূড়ান্ত হওয়া সূচি অনুযায়ী, রংপুর রাইডার্স প্রথম ম্যাচটি খেলবে ১১ জুলাই উদ্বোধনী দিনে, গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে। লিগ পর্বে বাংলাদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অন্য তিনটি ম্যাচের প্রতিপক্ষ যথাক্রমে ১৩ জুলাই হোবার্ট হারিকেন্স, ১৬ জুলাই দুবাই ক্যাপিটালস ও ১৭ জুলাই সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টস স্ট্যাগস।

জিএসএলের গত আসরে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বে বাজিমাত করেছিল রংপুর রাইডার্স। দলের কৌশল, মাঠে আক্রমণাত্মক মনোভাব ও চৌকস দলগঠনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানকে অধিনায়ক করে এবারও শক্তিশালী স্কোয়াড ঘোষণা করেছে দলটি। অবশ্য গত বারের চ্যাম্পিয়ন দলের বেশ ক'জনকে এবার পাচ্ছে না রংপুর। তবে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে দারুণ কিছু নতুন সংযোজনও আছে দলটির। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার কাইল মেয়ার্স ও দক্ষিণ আফ্রিকার রিস্ট স্পিনার তাবরাইজ শামসি। গত আসরে সর্বোচ্চ রান করে টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার পাওয়া বাঁহাতি ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকারও আছেন দলে। তবে এবারের আসরের সময় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের সিরিজ থাকায় অফস্পিনার শেখ মেহেদি হাসান ও লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে রংপুর।

রাইডার্সদের গতবারের দল থেকে এবার নেই ব্যাটসম্যান আফিফ হোসেন ধ্রুব, পেস অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন ও বাঁহাতি স্পিনার আরাফাত সানিও। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে 'অতিথি' হিসেবে এবার রংপুরের সঙ্গী হচ্ছেন বাঁহাতি ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম শেখ, উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, বাঁহাতি পেসার আবু হায়দার রনি ও মারকুটে ব্যাটসম্যান ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি।

বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে পাকিস্তানের অলরাউন্ডার খুশদিল শাহর মতো কার্যকর একজনকে এবার পাচ্ছে না রংপুর। তবে সামগ্রিকভাবে বিদেশি ক্রিকেটারের শক্তির দিক থেকে আগেরবারের চেয়ে এই আসরে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে দলটি। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার মেয়ার্স, প্রোটিয়া স্পিনার শামসির সঙ্গে স্কোয়াডে আছেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার ইফতিখার আহমেদ, আফগান টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ইব্রাহিম জাদরান, পাকিস্তানের উদীয়মান পেসার আকিফ জাভেদ, একই দেশের ব্যাটসম্যান খাওয়াজা নাফে ও যুক্তরাষ্ট্রের স্পিনার হারমিত সিং। এঁদের মধ্যে বাঁহাতি স্পিনার হার্মিত গত জিএসএলেও খেলেছেন রংপুরের হয়ে। অন্যদিকে ইফতিখার ও আকিফ এই দলের হয়ে খেলেছেন গত বিপিএলে। মেয়ার্স বিপিএলে খেলেছেন চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালের হয়ে, খাওয়াজা নাফে খেলেছেন রানার্সআপ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে। সব মিলিয়ে দেশি-বিদেশিদের সমন্বয়ে ব্যাটিং ও বোলিংয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও তারকায় ঠাসা দল নিয়ে এবারও আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলো ছড়াতে প্রস্তুত বাংলাদেশের প্রতিনিধি রংপুর রাইডার্স।

অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান আগেরবার জেতা ট্রফিটা অক্ষুণ্ন রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।

রংপুরের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জিএসএল চেয়ারম্যান স্যার ক্লাইভ লয়েড বলছিলেন '২০২৪ সালের চ্যাম্পিয়নদের আবারও স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত। রংপুর রাইডার্স গত বছর টুর্নামেন্টে দারুণ উত্তেজনা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে এসেছিল এবং তাঁরা সত্যিকার অর্থেই যোগ্য বিজয়ী ছিল।' জিএসএলের শিরোপা ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। প্রশ্ন একটাই রংপুর কী পারবে গায়ানার মঞ্চে রোমাঞ্চ ছড়িয়ে গত আসরের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রত্যাশা মেটাতে?

● **রংপুর রাইডার্স স্কোয়াড :** নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ নাইম শেখ, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, কামরুল ইসলাম রাব্বি, সাইফ হাসান, আবু হায়দার রনি, রাকিবুল হাসান, ইয়াসির আলী রাব্বি, কাইল মেয়ার্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), তাবরাইজ শামসি (দক্ষিণ আফ্রিকা), ইব্রাহিম জাদরান (আফগানিস্তান), ইফতেখার আহমেদ (পাকিস্তান), আকিফ জাভেদ (পাকিস্তান), হারমিত সিং (যুক্তরাষ্ট্র), খাওয়াজা নাফে (পাকিস্তান)।

সিঙ্গাপুরের জয়ে বাংলাদেশের নিরাশা

মো. সাজ্জাদ হোসেন সুবজ

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর এএফসি বাছাইপর্বের বাংলাদেশের হোম ম্যাচে আশানুরূপ পারফরম্যান্স হয়েও হলো না। কাঙ্ক্ষিত জয় বরাবরের মতো অধরাই রয়ে যায়। বিশ্বের নামকরা ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত একাধিক ফুটবলার এখন বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল একাদশে, তাই ভালো পারফরম্যান্স আশা করার প্রত্যাশাটাই স্বাভাবিক। বহুল প্রতীক্ষিত হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে পুরো বাংলাদেশ মুখিয়ে ছিল, যদিও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও টিকিট সংকটের কারণে অনেকেই খেলা দেখতে পারেননি। সব কিছুর পরেও ১০ জুন জাতীয় স্টেডিয়াম পরিপূর্ণ হয়ে যায় দেশের ফুটবলের একটি চমকপ্রদ ফুটবল ম্যাচ উপভোগ করে জয় নিয়ে ঘরে ফিরতে। কেনইবা আশা থাকবে না? দলে ছিলেন হামজা, শমিত ও ফাহমিদুলের মতো ফুটবলাররা। বহু সমীকরণ দিয়ে সঠিক হিসাবে অঙ্ক কষার একটি ম্যাচ ছিল। জিতলে এএফসির বাছাইপর্বে টিকে থাকার সহজ সম্ভাবনা। খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হামজারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজেদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভুল এবং অদক্ষতার কারণে জয়ের দেখা পাননি। শুধু ভাগ্যকে দায়ী না করে খেলায় ব্যর্থতার কয়েকটি কারণ বিশ্লেষণ করা যায়।

আক্রমণভাগের দুর্বলতা : বাংলাদেশ দল পুরো ম্যাচে কার্যকর আক্রমণ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বল দখলে থেকেও গোলমুখে তেমন কোনো বিপজ্জনক সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। শেষ পাস, শট নেওয়া ও বক্সের ভেতরের মুভমেন্ট সব ক্ষেত্রেই দুর্বলতা দেখা গেছে।

রক্ষণভাগের ভুল : রক্ষণভাগে বারবার ভুল পজিশনিং ও সমন্বয়ের অভাব দেখা গেছে। সিঙ্গাপুরের গতিময় আক্রমণ ঠেকাতে বাংলাদেশের ডিফেন্ডাররা অনেক সময়ই অসহায় ছিলেন। পাশাপাশি ফ্ল্যাঙ্ক থেকে আসা বলগুলো ভালোভাবে মোকাবিলা করা যায়নি।

মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণের অভাব : মিডফিল্ডাররা বল কন্ট্রোল ও পজিশনাল প্লেতে সিঙ্গাপুরের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন। ফলে আক্রমণ ও রক্ষণ দুই দিকেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ।

কৌশলগত দুর্বলতা ও প্রস্তুতির অভাব : ম্যাচের কৌশল এবং প্রতিপক্ষ বিশ্লেষণে বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতি দুর্বল ছিল বলে মনে হয়েছে। সিঙ্গাপুরের খেলার ধরন অনুযায়ী ফর্মেশন বা গেমপ্লানে মানিয়ে চলার চেষ্টা খুব একটা চোখে পড়েনি।

খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি : মাঠে খেলোয়াড়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ও ঘন ঘন ভুল পাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যা একটি দলগত মানসিক দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়।

কোচের সিদ্ধান্ত ও প্রথম একাদশ নির্বাচন : সাবস্টিটিউশন টাইমিং ও কৌশলগত পরিবর্তনগুলো কতটা কার্যকর ছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করায় ম্যাচের মোড় ঘোড়ানো যায়নি।

হামজা, শমিত ও ফাহমিদুলের কৌশল বুঝতে না পারা : একাদশের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা হামজা, শমিত ও ফাহমিদুলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সঙ্গ দিতে হিমশিম অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। ইংলিশ লিগ, ইতালিয়ান বা কানাডিয়ান ক্লাব ফুটবলের যে খেলার ধরন, তা রপ্ত করতে আমাদের দেশি খেলোয়াড়দের সময় লাগবে। সিঙ্গাপুর-বাংলাদেশের ম্যাচটিতে হামজা ও শমিত অসংখ্যবার সহজ গোলের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার পরেও স্ট্রাইকাররা তা থেকে গোল করতে পারেননি। তবে সেই ত্রুটিগুলো শিগগিরই কেটে যাবে বলে আশা করা যায়। এই ম্যাচে বাংলাদেশ দলের ব্যর্থতা ছিল সমন্বিত কৌশলগত, টেকনিক্যাল ও মানসিকভাবে। ভবিষ্যতের জন্য দল নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিতে আরও মনোযোগ দেওয়া জরুরি। সব তমসা কেটে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল একদিন বিশ্ব ফুটবলে লড়াই করবে, ক্রীড়াপ্রেমীরা ওই দিনটির অপেক্ষায়।

ইতিহাস গড়লেন বক্সার রুকসানা বেগম

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী বক্সার হিসেবে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন রুকসানা বেগম। ব্রিটিশ-বাংলাদেশি প্রথম নারী ক্রীড়াবিদ হিসেবে ভিন্ন কমব্যাট রিং স্পোর্টসে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছেন। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে থাইল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড সিয়াম স্টেডিয়ামে কাজে সারা জাদ পাক দিকে পরাজিত করে ওয়ার্ল্ড ফিমেল ফ্লাই ওয়েটে শিরোপা জেতার বিষয়টি ডব্লিউবিইউর পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, যা তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা সাফল্য হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আর এ জয় শুধু বেল্ট পাওয়ার নয়, বরং তাঁর চেয়েও বেশি কিছু। এটি পেশাদার কমব্যাট স্পোর্টসের জগতে রুকসানার অবস্থানকে একজন সত্যিকার অগ্রদূত হিসেবে আর বেশি পোক্ত করেছেন, যা ছুয়ে গেছে ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষকে। বয়স এরই মধ্যে ৪১ বছর পেরিয়ে গেলেও মনোবলে কোনো প্রকার ঘাটতি দেখা যায়নি। ২০১৬ সালে প্রথমবার কিক বক্সিংয়ে নিজের বিভাগে বিশ্ব শিরোপা জিতে মুয়াই থাই অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এরপর থেকে যেখানেই খেলতে গেছেন পেয়েছেন আলাদা গুরুত্ব।

বাংলাদেশে মেয়েদের বক্সিং তেমন একটা জনপ্রিয় না হলেও বহির্বিশ্বে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। আর সেটা অনেকটাই রুকসানা বেগমের মতো বক্সারদের হাত ধরেই এসেছে। যার মধ্যদিয়ে ক্রীড়া ইতিহাসে নতুন ইতিহাস লিখলেন বাংলাদেশি অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনের ওয়ারিয়র প্রিন্সেস খ্যাত রুকসানা। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই নারী বক্সার যে অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। বাংলাদেশি অধ্যুষিত ইংল্যান্ডের পূর্ব লন্ডনের 'ওয়ারিয়র প্রিন্সেস' খ্যাতি পেয়েছিলেন রুকসানা বেগম। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই মুসলিম নারী বক্সার তাঁর ক্যারিয়ারের এক অনন্য সাধারণ রেকর্ড গড়েছেন। তিনি ব্রিটিশ-বাংলাদেশি প্রথম নারী, যিনি দুটি ভিন্ন কমব্যাট রিং স্পোর্টসে বিশ্বের মধ্যে শিরোপা জিতে নিজেকে আলাদা এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

সবশেষ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ওয়ার্ল্ড সিয়াম স্টেডিয়ামে ডব্লিউবিইউ (WBU) ওয়ার্ল্ড ফিমেল ফ্লাইওয়েট শিরোপা জিতেছেন বলে ডব্লিউবিইউর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। এই জয় শুধু একটি বেল্ট পাওয়া নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। এটি পেশাদার কমব্যাট স্পোর্টসের জগতে রুকসানার অবস্থানকে আরও উঁচুতে নিয়ে গেছেন। এর আগে কিকবক্সিংয়ে নিজের বিভাগে বিশ্ব শিরোপা জিতে মুয়াই থাই অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। রুকসানার সাম্প্রতিক রেকর্ড তাঁর অদম্য মনোবল এবং অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। এখন তিন বছর ধরে তিনি বক্সিং রিংয়ে অপরাজিত রয়েছেন, যার মধ্যে টানা ছয়টি জয় তাঁর ঝুলিতে। এর আগে ওয়ার্ল্ড ফিমেল ফ্লাইওয়েট শিরোপাও জিতেছিলেন রুকসানা। পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যময় স্থান বেথনাল গ্রিন অঞ্চলে বেড়ে ওঠা তাঁর ক্রীড়াজীবনের পথ চলা ছিল সম্পূর্ণই অপ্রচলিত।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আর একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবার থেকে উঠে আসায় সুযোগটা পেতে কিছুটা কষ্ট করতে হয়েছে। একজন কমব্যাট স্পোর্টস অ্যাথলেটের জন্য পথটি সহজতর ছিল না। আর সে কারণেই সাংস্কৃতিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সরবে না হলেও অনেকটা নীরবে বছরের পর বছর ধরে রুকসানা তাঁর কিকবক্সিংয়ের প্রতি ভালোবাসা লালন করে গেছেন। তাঁর গল্প শুধু নিজের জন্যই নয়, বক্সিংয়ে আসতে চান এমন অসংখ্য তরুণীর জন্যও এক বিশাল প্রতিবন্ধকতা জয়ের গল্প, যারা এখন তাঁর যাত্রায় নিজেদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। বক্সার রুকসানা বেগম কেবল একজন বক্সারই নন; বাঙালিপাড়া থেকে উঠে আসা ক্রীড়াঙ্গনের এক অগ্রদূত, একজন সত্যিকারের ওয়ারিয়র প্রিন্সেস। যিনি একটি অনন্য উত্তরাধিকার হিসেবে গড়ে তুলেছেন, প্রমাণ করেছেন যে, উৎসর্গ বিশ্ব আধিপত্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং একটি প্রজন্মকে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার অনুপ্রাণিত করতে পারে। বাংলাদেশে বক্সিং খেলতে যাওয়া মেয়েরাও রুকসানার পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারেন।

বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা

মেহেদী হাসান জনি

এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুর্দান্ত লড়াই করেছে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশ ফুটবল দলের ম্যাচ নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যেও ছিল টানটান উত্তেজনা। ম্যাচের ফলাফল নিজেদের পক্ষে না আসলেও, এটিকেই ফুটবলের নবজাগরণের উপলক্ষ হিসেবে দেখছেন অনেকেই।

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ম্যাচও যে কতটা আকর্ষণীয় হতে পারে তা প্রমাণ করে দিয়েছে এদেশের ফুটবল সমর্থকরা। বাঙালির প্রিয় এই খেলায় আবারও জোয়ার আসার কারণ যে হামজা, শমিত, ফাহামিদুলরা তা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে দিন শেষে ফুটবল একটা টিম গেম। নির্দিষ্ট এক বা একাধিক খেলোয়াড় সবসময় ভাগ্য গড়ে দেবেন তা হয়তো চিন্তা করাও বোকামি। পুরো দলের শতভাগ কন্ট্রিবিউশন না হলে জয়ের চিন্তা করাটা আকাশ-কুসুমই বটে!

ঠিক যেমনটা এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাংলাদেশের খেলায় দেখা গেছে। পুরো ম্যাচে হামজা ছিলেন দুর্দান্ত। মাঠের যেখানেই বল গেছে সেখানেই ছিল তাঁর কড়া মার্কিং। দলের প্রয়োজনে ডিফেন্সেও নেমে আসেন বেশ কয়েকবার। বাংলাদেশ প্রথম যে গোলটি হজম করল, সেটা আটকাতে সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে গিয়ে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। আর নিজের অভিষেক ম্যাচে জাত চেনান শমিত সোম। প্রতিপক্ষের কড়া ডিফেন্স ভেঙ্গে বেশ কয়েকবার সুযোগ তৈরি করে দিলেও তাঁর সতীর্থরা সেগুলো কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন।

তবে দ্বিতীয় গোল হজমের দৃশ্য খানিকটা দৃষ্টিকটু ছিল বটে। দ্বিতীয়ার্ধের কিছু সময় পরেই যেন রাজ্যের ক্লান্তি ভর করে বাংলাদেশ শিবিরে। মোহাম্মদ হৃদয় চ্যালেঞ্জ জানালেও সাদ উদ্দিনের ম্যান মার্কিংটা ছিল অনেকটাই উন্মুক্ত। ফলে সিঙ্গাপুরের গোল আদায়ে হয়নি তেমন কোনো সমস্যা। তবে ঘুরে ফিরে আবারও কাঠগড়ায় দাঁড়ায় আমাদের সামর্থ্য। বক্সে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় ঢোকার পরও তাঁকে চার্জ না করার মানেটা এই ম্যাচের মতোই ভুলে যাওয়া ভালো। হামজার বানিয়ে দেওয়া বলে গোল করলেও বেশ কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়া করেন রাকিব। ফাহিমের ছক্কা শটেও বিরক্তি ঝরেছে দর্শকদের। তবে পেনাল্টিটা পেতেই পারতো বাংলাদেশ, পেল না কেনো এর উত্তর রেফারির হয়তো জানা আছে। সেই পেনাল্টিটা পেলে সমতায় শেষ হতো ম্যাচ। এরপর যখন প্রশ্ন উঠে কোচ কী খেলা শেখায় তাঁদের? কারণ এই লেভেল কোচের শেখানোর কিছু নাই। কোচ কেবল পরিকল্পনা সাজাবেন, আর মাঠে তা এক্সিকিউট করবেন ফুটবলাররা। প্রশ্ন তুললে কাবরেরা পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। একজন জেনুইন স্ট্রাইকার বের করে না আনতে পারার ব্যর্থতা। কখনও রাকিব আবার কখনও আল-আমিন, এই জোড়াতালির সমাধান বন্ধ হোক চিরতরে। নয়তো মানুষ কেবল জেফারের পারফরম্যান্স দেখতেই মাঠে যাবে ফুটবল দেখতে নয়।

এই ম্যাচের গোলকিপার নির্বাচনে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি কাবরেরা, 'নিঃসন্দেহে মিতুল মারমা এ মুহূর্তে দলের সেরা গোলকিপার। তবে মনে রাখতে হবে গোলকিপিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ পজিশন। এখানে আপনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে শতভাগ প্রস্তুত একজনকেই বেছে নিতে হবে। মিতুল ভুটান ম্যাচের দুই-একদিন পরেই তাঁর ভাই হারিয়েছে। ভাই হারানোর শোক কাটিয়ে ওঠার যথেষ্ট সময় কিন্তু সে পায়নি। মানসিকভাবে যে সে প্রস্তুত ছিল না তা তো ম্যাচেই প্রমাণিত হয়েছে। কেউ হয়তো আমাদের কিপার মিতুলকে বাঁচাতে চাইবেন ডিফেন্স ল্যাপসের অজুহাতে। হ্যাঁ.. প্রথমত অগোছালো, প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকারদের আনমার্কড রাখা আমাদের ডিফেন্স লাইন দায়ী কিন্তু একজন গোলকিপারের যদি সবগুলি ইন্দ্রিয় কাজ করে অ্যাকশনের সময় তাহলে হ্যান্ড-আই কোঅর্ডিনেশন খুব ভালো হওয়ার কথা মিতুল একবার ড্রাইভ দিয়ে আরেকবার স্পট জাম্প করে যে দুটি বল ক্লিয়ার করেছেন দুটিই সরাসরি গিয়ে পড়েছে প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকারদের পায়ে। গোলকিপারদের কাজ শুধু ফিস্ট, পাঞ্চ করে বল ক্লিয়ার করা না, গ্রিপ করাও কাজ। সামনে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের ভিড় দেখলে উন্মুক্ত জায়গায় বল ক্লিয়ার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হয়, সেই সুযোগ না থাকলে গ্রিপে নিয়ে নিতে হয়। যে দুটি ক্লিয়ার করতে গিয়ে গোল খেয়েছেন আমাদের গোলকিপার তার মধ্যে একটা তো নিশ্চিত গ্রিপ করতে পারতেন প্রথম চেষ্টায়, আরেকটা অত সহজ ছিল না তবে বলের লাইন বুক-পেট বরাবর ছিল যা ধরে ফেলা অসম্ভব ছিল না। কিছুটা স্নায়ুচাপে যে ছিলেন গোলরক্ষক মিতুল মারমা তা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাভাবিকভাবেই ভাই হারিয়ে গোলপোস্টের নিচে দায়িত্ব সামলানোটা দারুণ এক চ্যালেঞ্জ। তবে ডিফেন্সের শতভাগ সহায়তা পেলে হয়তো ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারতো বাংলাদেশ।

একজন বড় মাপের খেলোয়াড় একটা দেশের ফুটবলীয় পরিমণ্ডল কীভাবে বদলে দিতে পারেন, সেটার জ্বলজ্বলে উদাহরণ হামজা চৌধুরী। হামজার আগমনে বাংলাদেশের ফুটবল যেন তার হারানো যৌবন ফিরে পেয়েছে। ফুটবল নিয়ে পুরো দেশেই নতুন করে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, যা বহুদিন দেখা যায়নি।

হামজার দেখানো পথে আরও দুই প্রবাসী ফাহামিদুল ইসলাম, শমিত সোমেরও বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে। এএফসি বাছাইপর্বের ম্যাচে সিঙ্গাপুরের কাছে হারলেও প্রত্যেকেই দারুণ খেলেছেন। যা বাংলাদেশের ফুটবলে সোনালি অতীত ফিরে আসার আভাস দিচ্ছে।

বৈশ্বিক শিরোপা জয়ের মাধ্যমে দায়মুক্ত

ইকরামউজ্জমান

'এ ভেরি মেমোরাবল ভিকটরি ফর সাউথ আফ্রিকা।' প্রোটিয়াদের ক্রিকেট দায়মুক্ত হয়েছে। জাতির ক্রিকেটে বড় ধরনের স্বস্তি এসেছে। ক্রিকেটকে ঘিরে জন্ম হয়েছে নতুন আস্থা এবং আত্মবিশ্বাসের। প্রত্যাশার সঙ্গে মিলেছে প্রতিজ্ঞা। স্বপ্ন শক্তির সঙ্গে গঠন শক্তি। ভাগ্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘ ২৭ বছর পর। এরপর আর কে ঠেকায়। ক্রিকেটের তীর্থ ভূমি লর্ডসে ওদের আনন্দ আর প্রাণখোলা হাসি তো লা জবাব।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট অভিনন্দন বার্তায় বলেছেন সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা তোমাকে অভিনন্দন। আমরা তোমার জন্য গর্বিত। এই জয় তোমার, এই জয় গোটা জাতির।

১৯৯৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আইসিসি মিনি বিশ্বকাপে হ্যান্সি এশিয়ার অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো বৈশ্বয়িক ট্রফি জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এই বৈশ্বয়িক ইভেন্ট সুষ্ঠু এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে আয়োজন করে সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এই সাংগঠনিক দক্ষতায় ২০০০ সালে টেস্ট স্ট্যাটাস পাবার ক্ষেত্রে একটি 'প্লাস পয়েন্ট' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তখন ভারতের জাগমোহন ডাল মিয়া আইসিসির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত মিনি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে প্রতিদিন স্টেডিয়ামের দর্শক গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ থেকেছে। মানুষ প্রাণভরে বৈশ্বয়িক টুর্নামেন্ট আফ্রিকা আর পরবর্তীতে দীর্ঘ আড়াই যুগেরও বেশি সময় প্রতিভাসম্পন্ন এবং সামর্থ্যবান এক ঝাঁক ক্রিকেটার নিয়েও অতৃপ্তি আর হতাশার বোঝা শুধু বাড়িয়েছে। আইসিসির সব বড় ইভেন্টে প্রতিবারই তাদের স্থান হয়েছে সিংহাসনের পরিবর্তে বনবাসে। প্রোটিয়ারা দেশে ক্রিকেট পিপাসু দুটি প্রজন্মকে বৈশ্বয়িক টুর্নামেন্টে 'এক্সাইটিং' জয় উপহার না দেওয়ার আক্ষেপে সব সময় ভুগেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে তাদের শুনতে হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ। সহ্য করতে হয়েছে হেয় প্রতিপন্ন মনোভাব। দলটি ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিত হয়েছে 'চোকার' হিসেবে। আমাদের দেশে সাধারণ ক্রিকেট অনুরাগীরাও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলকে 'কুফা' হিসেবে সব সময় আখ্যায়িত করেছেন বিশেষ করে আইসিসির বৈশ্বয়িক ইভেন্টে। একটি দল বৈশ্বয়িক ক্রিকেটে (ওয়ানডে, বিশ্বকাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে) ১৫ বার কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এমনকি ফাইনালে পৌঁছেও ট্রফি জয়ের স্বাদ পায়নি। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে গেছে নিজ দেশে। দরকারি সময়ে দলটি মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বারবার ভেঙ্গে পড়েছে। চাপ সহ্য করতে পারেনি। দারুণ ছন্দে থেকে এগিয়ে যেয়েও শেষ পর্যন্ত তীরের কাছে এসে ওদের তরী ডুবেছে। এটি কি শুধু মানসিক সমস্যা! আসলে ভাগ্যও কখনো ওদের পাশে দাঁড়ায়নি। মুখ তুলে তাকায়নি। ক্রিকেট খেলাটা মানুষের নয় অদৃষ্টের। এখানে মানুষ ভাবে এক রকম আর বিধাতার ফয়সালা যে অন্যরকম। এটি কেনো সেটি শুধু তিনি জানেন। বছরের পর বছর প্রোটিয়ারা কম চেষ্টা করেনি, তাদের আন্তরিকতায়ও ঘাটতি ছিল না। এরপর স্বপ্ন কাছে এসে দূরে চলে গেছে। এটি তাদের ক্রিকেট ইতিহাসে বড় একটি ট্র্যাজেডি।

বর্ণ বৈষম্যের বিষয়টিকে ঘিরে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং সমালোচিত হয়েছে—একটি দীর্ঘ সময় ধরে। শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটারদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন বিষয়ে চরম বৈষম্য। গায়ের রং যাদের সাদা তাদেরই সব অধিকার দেশের ক্রিকেটে। আইসিসি এক সময় বাধ্য হয়েছে টেস্ট ক্রিকেট থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বহিষ্কার করতে। এরপর ১৯৯২ সালে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে। গায়ের রং সাদা নয় বলে নিজ ধেমে পরবাসী ভাবার দিনের অবসান ঘটেছে। ১৯৯২ সালে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসার পর এবারই (২০২৫) টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর এই ফিরে আসা জার্নির নেতৃত্ব দিয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার টেম্বা বাভুমা। যিনি দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে গত দশটি টেস্ট ম্যাচের নয়টিতে দেশকে বিজয়ের স্বাদ উপহার দিয়েছেন আর একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ অধিনায়কের নেতৃত্বে বৈশ্বয়িক ক্রিকেটে 'কাম ব্যাক' দেশের জাতীয় ঐক্য এবং সংহতিতে বড় ধরনের প্রভাব রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট নিয়ে লিখতে বা আলোচনায় যে ক্রিকেটারের নামটি প্রথমেই চলে আসে তিনি হলেন ব্যাসিল ডি'অলিভেইরা বর্ণ বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার। এই কালো আদমি প্রথম ক্রিকেটার যিনি ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট খেলেছেন। তাঁর আগে যে সব ভারতীয় খেলোয়াড় ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট খেলেছেন (রঞ্জি, পতৌদি, দলীপ সিংজি) তাঁরা কেউ নিজ দেশ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে ইংল্যান্ডের পক্ষে খেলেননি। তাঁরা টেস্ট খেলেছেন এই জন্যে যে ভারত সে সময় টেস্ট মর্যাদা লাভ করেনি।

১৯৬৩ সালের শেষ ভাগে রিচার্ডসনের অধিনায়কত্বে আলফ লোভারের কমনওয়েলথ একাদশ করাচি, লাহোর ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত তিনটি বেসরকারি টেস্ট ম্যাচে ডি অলিভারিয়াকে খেলতে দেখেছি পাকিস্তান দলের বিপক্ষে। সেবারই প্রথম ঢাকা স্টেডিয়ামে নারী দর্শকদের খেলা দেখার জন্য পশ্চিম দিকের গ্যালারিতে পৃথক 'এনক্লোজার' তৈরি করা হয়েছিল। কমনওয়েলথ একাদশে সেই দলে ডি অলিভারিয়া ছাড়াও গ্রেভলী, কালহাই, কুচার, খালিদ ইকাদুন্না, ওয়াটসন, চার্লি গ্রিফিথ এবং অন্যরা ছিলেন। এদিকে পাকিস্তান দলে অধিনায়ক ইমতিয়াজ আহমদ, হানিফ মোহাম্মদ, মুস্তাক মোহাম্মদ, আসিফ ইকবাল শাফাকত রানা প্রমুখ খেলোয়াড়।

ফিরে আসি আবার ২০২৫-এর ১৪ জুন ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক লর্ডস গ্রাউন্ডে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়াকে (যারা বিগত আসরের চ্যাম্পিয়ন) টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসার ৩৩ বছর পর পরাজিত করে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মাথায় পরেছে টেম্বা বাভুমার দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়া জয়ের জন্য খেলে তারা ভাবতেই পারেনি এবার তারা দেখবে অন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে। মানুষ ভাবে একরকম সৃষ্টিকর্তা ভাবেন আরেকরকম। টেম্বা বাভুমার দল যারা মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেও প্রকাশ্যে হুঙ্কার দেয়নি—'বৈশ্বয়িক শিরোপা এবার আমাদের'। হয়তো অতীতের ব্যর্থতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাদেরকে টেনে রেখেছে। ২৮২ রান তাড়া করে জিততে হবে। লর্ডসে তো এর আগে মাত্র দুইবার চতুর্থ ইনিংসে এত বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড আছে। সেখানে ভেঙ্গে না পড়ে, চাপে না ভুগে এইডেন মার্করাম অসাধারণ ব্যাটিং (লর্ডসে কয়জন ব্যাটসম্যান চতুর্থ ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন?) নৈপুণ্যের মাধ্যমে আকাশ থেকে কালো মেঘ সরে গিয়ে আকাশ জুড়ে ঝলমলে রোদ উঠেছে। প্রোটিয়ারা পুরোনো ব্যর্থতার ইতিহাসকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। এই এগিয়ে আসাটা তাদের 'চোকার' পরিচিতি ঘোচাতে পারবে কিনা এর জন্য আগামীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। খেলা শেষে অধিনায়ক বাভুমার চোখে জল, চোখে জল সব খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের চোখে। এই জলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল 'দেশপ্রেম' আর মুক্তির স্বাদ।

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াজগত'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

- সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন (মাসুম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৈনিক আজাদ ২৪ **আগস্ট ১৯৬৭**

ফায়ার সার্ভিসের অপ্রত্যাশিত পরাজয় বরণ

রেলওয়ে পাইওনিয়ার-৩ ফায়ার সার্ভিস-২

(জেমস-২, নুরুল্লাহ-১) (শরফুদ্দিন, দিপু)

আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল বুধবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় নবাগত রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল (৩-২ গোলে অপ্রত্যাশিতভাবে ফায়ার সার্ভিস দলকে পরাজিত করিয়া মূল্যবান দুটি পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় উভয় দল ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া পয়েন্ট বন্টন করিয়া নিয়াছিল। গতকালের খেলায় ফায়ার সার্ভিস দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে সাতজন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ না করায় দলীয় শক্তি হ্রাস পায়। তদুপরি আলোচ্য দিনের উভয় দলের খেলাদৃষ্টে সাধারণ দর্শকগণ ইহা একটি পূর্বপরিকল্পিত সমঝোতাপূর্ণ খেলা বলিয়া মনে করেন। খেলার দশ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট ইন শরফুদ্দিন সেন্টার ফরোয়ার্ড দিপুর নিকট হইতে একটি বল পাইয়া দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেল দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড জেমস একক প্রচেষ্টায় অতি সহজে গোলটি পরিশোধ করিতে সক্ষম হন (১-১)। প্রথমার্ধে পঁচিশ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড দিপু লেফট আউট বিমলের পাস হইতে আরও একটি গোল করেন (২-১)। প্রথমার্ধে ফায়ার সার্ভিস দল (২-১) গোলে অগ্রগামী থাকেন। বিরতির পাঁচ মিনিট পর রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের রাইট আউট নুরুল্লাহ বিপক্ষ দলের গোলমুখে একটি বল পাইয়া একটি গোল করায় খেলার সমতা আসে (২-২)। চার মিনিট পর রেলওয়ে দলের সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড জেমস সহজেই স্বীয় দলের পক্ষে আরও একটি গোল করেন (৩-২)।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার : মহিউদ্দিন, গিয়াস, কানু, সাহেব খান, মনোজ, ফজল, নূরুল্লাহ, আনোয়ারা, জেমস্, আলিম, মঞ্জুর।

ফায়ার সার্ভিস : মুসলিম, ইলিয়াস, আইনুল, জলিল, আলী আহমদ, ওহাব, আলতাফ, শরফুদ্দিন, দিপু, আমান, বিমল।

রেফারি : ননী বসাক।

দৈনিক আজাদ ২৫ **আগস্ট ১৯৬৭**

পিডব্লিউডি দলের নিকট ভিক্টোরিয়ার পরাজয়

পাকস্তিান পিডব্লিউডি ক্লাব-২ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ০

(বাবুল, সুজা)

গতকাল ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় পাকিস্তান পিডব্লিউডি দল ভিক্টোরিয়া দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করিয়াছে। নতুন সময় অনুযায়ী খেলা শুরু হওয়ার কথা থাকা সত্ত্বেও গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় পাক পিডব্লিউডি ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাটি নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট পর শুরু হয়। লীগের প্রথম খেলায় উভয় দল দুই দুই গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া পয়েন্ট বণ্ট করিয়া লইয়াছিল। মাঠ পিচ্ছিল থাকায় খেলোয়াড়েরা স্বাভাবিক খেলা প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হন। খেলার আট মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের আবিদ হোসেন বিপক্ষ দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আলী ইমামকে মাঠের মধ্যে অন্যায়ভাবে ঘুষি মারায় রেফারি মাঠ হইতে আবিদ হোসেনকে বহিষ্কার করিয়া দেন। খেলার প্রথমার্ধে গোল দুটি হয়।

খেলার বিবরণ

বর্ষণসিক্ত পিচ্ছিল মাঠে আলোচ্য দিনের খেলাটির শুরু হইতেই পাক পিডব্লিউডি খেলার প্রাধান্য বিস্তার করে। খেলার ৫ মিনিট সময় পাক পিডব্লিউডি দলের রাইট ইন ইউসুফ গোল করিবার একটি সুযোগ হারান। পরবর্তী মিনিটে পাক পিডব্লিউডি দলের রাইট ব্যাকের একটি কর্নার শট গোল মুখে পড়িলে রাইট আউট বাবুল সরাসরি একটি শট করেন এবং দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)।

আবিদ বহিস্কৃত

খেলার আট মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের আবিদ বিপক্ষ দলের সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড আলী ইমামকে অন্যায়ভাবে ঘুষি মারিলে রেফারি মোহাম্মদ আলী আবিদকে মাঠ হইতে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন।

খেলার তেইশ মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা একক প্রচেষ্টায় স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০) বিরতির সাত মিনিট পর ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউটের একটি সুন্দর লব লেফট আউট হাই আয়ত্তে আনিতে ব্যর্থ হওয়ায় গোল পরিশোধের একটি সুযোগ নষ্ট হয়। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়েরা দ্বিতীয়ার্ধের অপেক্ষাকৃত উন্নত খেলা খেলেন এবং বেশ কয়েকবার বিপক্ষ গোল সীমানা পর্যন্ত ঝটিকা আক্রমণ করিয়াও গোল পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, কানু, ওয়াহেদ, মোহাম্মদ আলী, আবিদ হোসেন, বিমল, বাবুল, গণি, সুজা, সাইফুল, মঞ্জুর।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : দুলু আফেন্দী, আবদুল্লাহ, সাদেক, দেবীনাশ, চুন্নু, লতিফ, মহসিন, ইউসুফ, আলী ইমাম, জানি, হাই।

রেফারী : মোহাম্মদ আলী।

দৈনিক আজাদ ২৬ **আগস্ট ১৯৬৭**

ইপিআইডিসির বিরাট বিজয়

ইপিআইডিসি- ৭ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

(জব্বার-৩, আসলাম-২, সলিমুল্লাহ-১, আত্মঘাতী-১)

গতকাল শুক্রবার ঢাকা স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের উত্তেজনাবিহীন একতরফা খেলায় শক্তিশালী ইপিআইডিসি দল ৭-০ গোলে সেন্টার প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের জব্বার উপর্যুপরি তিনটি গোল করিয়া হ্যাটট্রিক করেন। তাহার ইহা মৌসুমের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। কয়েক পসলা বৃষ্টি পাতের দরুন খেলার মাঠের অবস্থা খুবই খারাপ থাকায় পরিকল্পিত খেলা কোন দলের পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। উপরন্ত বল আয়ত্তে আনা ও সহযোগী খেলোয়াড়দের সুষ্ঠুভাবে বল জোগান দেওয়া অসম্ভব হইয়া পরে। দ্বিতীয়ার্ধে স্টেশনারী দলকে সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষায় নিয়োজিত থাকিতে দেখা যায়। লীগের প্রথম খেলায় ইপিআইডিসি দল ৪-০ গোলে সেন্টার প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলকে পরাজিত করিয়াছিল। ইপিআইডিসি দল মোট ১৯টি খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া ৩৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। পক্ষান্তরে সেন্টার প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দল ২১টি খেলায় মোট ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে।

বিবরণ

কর্দমাক্ত মাঠে এলোপাতাড়ি শটের সাহায্যে উভয় দল খেলা শুরু করে। শক্তিশালী ইপিআইডিসি দলের খেলোয়াড়েরা প্রথম হইতে খেলাটিকে নিজেদের আয়ত্তে রাখিতে সম্ভব হইলেও দীর্ঘ সময়কাল গোল করার সম্ভবপর হয় নাই। খেলার ২০ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের লেফট ইন জব্বারের পাস হইতে সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড আসলাম দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। প্রথমার্ধের ২৬ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের রাইট ইন হাশেমের একটি তীব্র শট বিপক্ষ দলের স্টপারের ইপিআইডিসি দলের রাইট ইন হাশেমের একটি তীব্র শট বিপক্ষ দলের স্টপারের মাতায় লাগিয়া স্বীয় দলের গোলে প্রবেশ করে (২-০)। তিন মিনিট পর বিজয়ী দলের লেফট আউট গাজীর লবে সেন্টার ফরোয়ার্ড আসলাম হেড করিয়া পরবর্তী গোলটি করেন (৩-০)।

বিরতির পর

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে ইপিআইডিসি দলের জব্বার,

সলিমুল্লাহ, আসলাম, হাশেম প্রত্যেকে একটি করিয়া গোল করিবার সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ১৬ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রাইট ইন হাশেম একটি স্কোয়ার পাস করিলে আসলাম গোল করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বলটি জব্বারের পায়ে পরিলে জব্বার উহা হইতে চতুর্থ গোলটি করেন (৪-০)।

জব্বারের হ্যাটট্রিক

দুই মিনিট পর পর বিজয়ী দলের লেফট ইন জব্বার একক প্রচেষ্টায় পর পর দুটি গোল করিয়া নিজস্ব হ্যাটট্রিক করিবার গৌরব অর্জন করেন (৬-০)। বিরতির ২৩ মিনিটের পর ইপিআইডিসি দলের রাইট আউট সলিমুল্লাহ মধ্য মাঠ হইতে একটি বল লইয়া বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের ডজ দিয়া স্বীয় দলের পক্ষে শেষ গোলটি করেন (৭-০)।

ইপিআইডিসি : হাশেম, জহুর, গফুর, সাইফুদ্দিন, হাফিজ, মুসা, সলিমুল্লাহ, হাশেম, আসলাম, জব্বার, গাজী।

সেন্টার প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী : প্যাট্রিক, এনতাজ, সিরাজ, কাশেম, মনোয়ার, আলাউদ্দিন, রফিক, ঝুনু, কাম্বিল, মোফাজ্জল, নুরু।

রেফারি : এমএ গোরা।

১৯৬৭

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ ২৯ **আগস্ট ১৯৬৭**

ফায়ার সার্ভিসের বিরুদ্ধে ইপিআইডিসি দলের ৫-২ গোলে জয়লাভ

ইপিআইডিসি- ৫ **ফায়ার সার্ভিস- ২**

(জব্বার-২, আসলাম-২, আত্মঘাতী-১) (সামাদ, দিপু)

দুই দিন বিরতির পর গতকাল সোমবার ঢাকা স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে ফিরতি খেলায় ইপিআইডিসি দল ৫-২ গোলে ফায়ার সার্ভিস দলকে পরাজিত করিয়াছে। লিগের প্রথম খেলায় ইপিআইডিসি দল ৫-২ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। প্রথমার্দ্ধের সাতাশ মিনিটের সময় রেফারিরর একটি ন্যায্য সিদ্ধান্ত ফায়ার সার্ভিস দলের খেলোয়াড়েরা যে ধরনের অখেলোয়াড়োচিত ব্যবহার করেন তাহা খেলার শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রতিবন্ধকতার কারণ ঘটায়। শক্তিশালী ইপিআইডিসি দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের গতকালের খেলায় যথেষ্ট বিচলিত মনে হয়। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হওয়ায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করা সম্ভবপর হয়। ফায়ার সার্ভিস দলের গোলরক্ষক মোতালেব স্বীয় কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হন। রক্ষণভাগে সামাদ মুজিবর ও আবুল যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া খেলেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে টিপু ও মনির বিক্ষিপ্তভাবে বিপক্ষ গোলমুখে আক্রমণ রচনা করায় ইপিআইডিসি দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের সজাগ থাকিতে হয়।

খেলার বিবরণ

চমৎকার ফুটবল খেলার উপযোগী মাঠে আলোচ্য দিনের খেলা শুরু হয়। খেলার চার মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের রাইট হাফ আলী হাফিজ স্বীয় দলের নিষিদ্ধ সীমানায় হ্যান্ডবল করায় ফায়ার সার্ভিস দল পেনালটি লাভ করে। ষ্টপার সামাদ একটি সহজ শটের সাহায্যে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে পরাভূত করেন (১-০)। ছয় মিনিট পরে ইপিআইডিসি দলের রাইট ইন হাশেমের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া লেফট ইন জব্বার গোলটি পরিশোধ করিয়া খেলার সমতা আনেন (১-১)। পরবর্তী মিনিটে ইপিআইডিসি দলের রাইট আউট প্রতুলের একটি শট ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট হাফ আবুলের পায়ে লাগিয়া স্বীয় দলের গোলে প্রবেশ করে (২-১)।

অখেলোয়াড়োচিত ব্যবহার

প্রথমার্দ্ধের সাতাশ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের গোল সীমানায় ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট হাফ আবুল অন্যায়ভাবে বিপক্ষ দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আসলামকে চার্জ করিলে রেফারি ইপিআইডিসি দলের অনুকূলে পেনালটি শটের নির্দেশ দিলে ফায়ার সার্ভিস দলের খেলোয়াড়েরা রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়া খেলিতে অসম্মত হওয়ায় ছয় মিনিট কাল খেলা বন্ধ থাকে। পরে ফায়ার সার্ভিস দলে বিশিষ্ট কর্মকর্তার অনুরোধক্রমে খেলা চালু হয়। ইপিআইডিসি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আসলাম পেনালটি শট হইতে স্বীয় দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন (৩-১)। ফায়ার সার্ভিস দলের অখেলোয়াড়োচিত ব্যবহার দর্শকদের পীড়া দেয়। প্রথমার্দ্ধে ইপিআইডিসি দল ৩-১ গোলে অগ্রগামী থাকে।

বিরতির পর

বিরতির দুই মিনিট পর ফায়ার সার্ভিস দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড দিপু সাহাবুদ্দিনের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া একটি গোল শোধ করেন (৩-২)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের তের মিনিটের সময়ে ইপিআইডিসি দলের লেফট হাফ মুসা একটি ফ্রি কিক ফায়ার সার্ভিস দলের গোলপোস্টে লাগিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলে লেফট ইন জব্বার তরিৎ গতিতে দৌরাইয়া আসিয়া বলটিকে গোলে প্রবেশ করান (৪-২)। খেলা শেষ হইবার তিন মিনিট পূর্বে বিজয়ী দলের হাশেমের লব হইতে আসলাম হেড করিয়া দিনের শেষ গোলটি করেন (৫-২)।

ইপিআইডিসি : হাকিম, জেড হক, গফুর, সাইফুদ্দিন, আলী হাফিজ, মুসা, প্রতুল, হাশেম, আসলাম, জব্বার, সলিমুল্লাহ।

ফায়ার সার্ভিস : মোতালেব, মুজিবর, আইনুল, জলিল, সামাদম, আবুল, মুনির, দিপু, শরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ।

রেফারি : মুনির হোসেন।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের পূর্ণ পয়েন্ট লাভ

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ২ (আবুল, নজরুল) **সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারী- ০**

আউটার স্টেডিয়ামে এক নাম্বার মাঠে অনষ্ঠিত স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে অপর খেলায় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারী দলকে পরাজিত করিয়াছে। খেলার প্রথমার্দ্ধে বিজীয় দল এক গোলে অগ্রগামী ছিল। আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের আবুল ১টি ও নজরুল ১টি গোল করেন।

দৈনিক আজাদ ৩০ আগস্ট ১৯৬৭

রহমতগঞ্জ দলের ২-০ গোলে জয়লাভ

রহমতগঞ্জ এমএফএস- ২ **পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব- ০**

ঢাকা স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে একমাত্র ফিরতি খেলায় রহমতগঞ্জ এমএফএস দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ২-০ গোলে পাক পিডব্লিউডি দলকে পরাজিত করিয়াছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত খেলা প্রর্দশন করিয়া রহমতগঞ্জ দল খেলায় জয়লাভ করে। লিগের প্রথম খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল ২-১ গোলে রহমতগঞ্জ দলকে পরাজিত করিয়াছিল। লিগ তালিকার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থানকারী রহমতগঞ্জ দল ২২টি খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া ২৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। পাক পিডব্লিউডি দল ১৯টি খেলায় ২২ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। খেলা আরম্ভ হওয়ায় অব্যহতির পর এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায় মাঠ পিচ্ছিল হইয়া পড়ায় পাক পি ডব্লিউ ডি দলের খেলোয়াড়দের খেলার গতি মন্থর হইয়া পড়ে। রহমতগঞ্জ দলের তরুণ খেলোয়াড়েরা কয়েকবার সুষ্ঠু আক্রমণ রচণা করিয়া বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের বিব্রত করিয়া রাখেন।

রহমতগঞ্জ এমএফএস : অনাথ, লালু, গাউস, হাসনাত, কায়কোবাদ, নাজির, শাহজাহান, সুলতান, বেলাল, গফুর, নয়া।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, কানু, মোহাম্মদ আলী, হামিদ, বিমল, ওয়াহেদ, বাবলু, গণি, মালং, সাইফুদ্দিন, মঞ্জুর।

রেফারি : ইসা খান।

দৈনিক আজাদ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

শেষ পর্যায়ে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল : ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শীর্ষে অবস্থান।

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের খেলা চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার প্রতিরক্ষা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতির জন্য সামরিক বাহিনী কর্তৃপক্ষ স্টেডিয়াম ও আউটার স্টেডিয়ামের ১ নাম্বার মাঠটি নিজেদের আয়ত্তে লওয়ায় প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের খেলা সাময়িকভাবে স্থগিত হইয়া রয়েছে। গত শুক্রবার থেকে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে এ পর্যন্ত যতগুলো খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে গত বছরের লিগ বিজয়ী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২১টি খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া ৪০ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। লিগ বিজয়ের অপর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইপিআইডিসি দল ২০ খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া ৩৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। লিগ তালিকায় নিম্নে অবস্থানকারী দলগুলির মধ্যে এই পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান গর্ভমেন্ট প্রেস দল ২২টি খেলায় মাত্র ১০ পয়েন্ট করিয়াছে। পুলিশ এসি দল ২২ খেলায় ১১ পয়েন্ট সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারী দল ২৩ খেলায় ১২ পয়েন্ট ও রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল ২২ খেলায় ১৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে।

(চলবে)

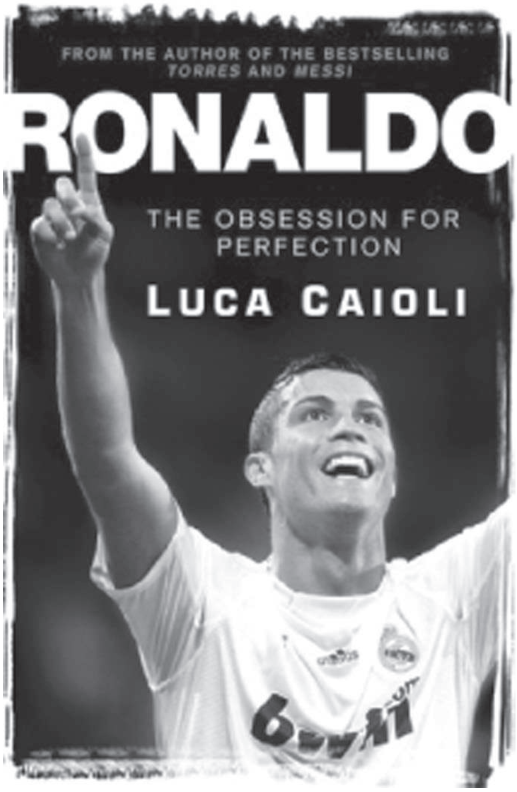

ফুটবলে গোলমেশিন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

মো. সারোয়ার কবির

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোচ পাউলো কারদোসো বলেছেন, ‘রোনালদোর আজীবন স্বপ্ন ছিল– বড় একজন হওয়া।’ একাডেমির কঠিন দিনগুলোর শুরুতেই তার একজন মেদেইরান শিক্ষক ছিলেন। নাম লিওনেল পন্তেস। স্কুলে প্রশিক্ষণের সময় তাকে সঙ্গ দিয়েছেন। এই শিক্ষক বলেছেন, রোনালদো যেকোনো কাজেই বেশ মরিয়া থাকতেন। টেবিল টেনিস, টেনিস সাঁতার, টেবিল ফুটবল, ডার্টস অ্যাথলেটিকস– সব কিছুতেই বিপক্ষকে হারানোর জন্য ক্ষিপ্র হয়ে উঠতেন। তার কাছে জেতাটাই ছিল বড়, কোন খেলা খেলছেন সেটা দেখতেন না। ওই শিক্ষকের মতে আজকে রোনালদো যে জায়গায় উঠে এসেছেন, তার অন্যতম কারণ তিনি সবসময় আরও কিছু বেশি করতে চাইতেন। তাকে দেখা যেত, রাত ১টার সময় অনুমতি ছাড়াই ওয়েট লিফটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। নিয়মিত ব্যায়াম এবং অ্যাঙ্কোলের চারপাশে ওজন বাড়িয়ে প্রশিক্ষণ নিতেন ড্রিবলিং আরও উন্নত করতে। ট্রেনিং সেশনের পর সতীর্থ খেলোয়াড়রা যখন গোসল করত, তখনো তাকে মাঠে দেখা যেত। দেয়াল টার্গেট করে ফ্রি-কিক প্রাকটিসে ব্যস্ত থাকতেন। প্রতিবার খাবারের সময় রোনালদো দুই বাটি স্যুপ খেতেন। কেননা সতীর্থ খেলোয়াড়রা তাকে বলত, ভালো খেললেও তিনি খুবই রোগা।

রোববারের লিসবন স্পোর্টিং তাদের হোম গ্রাউন্ডে বিপক্ষ দলের সঙ্গে খেলতে নামলে রোনালদো একজন ‘বলবয়’ হিসেবে মাঠের পাশে থাকতেন। খেলার সময় যে সব বল মাঠের বাইরে যেত সেগুলো রিসিভ করতেন। ওই কাজের সুবাদে তিনি ক্লাবের কয়কজন সেরা খেলোয়াড়কে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেতেন। মাঠের অবস্থাটাও বুঝার চেষ্টা করতেন। সেই সঙ্গে প্রতি ম্যাচে পাঁচ ইউরো করে আয় করতেন। প্রতিটি খেলা শেষ হওয়ার পর তিনি এবং তার সঙ্গীরা পিজার দোকানে যেতেন। তারা একটি করে পিজা খেতেন এবং আরো দুটি ঘরে আনার জন্য কিনতেন। স্পোর্টিং লিসবনের কাছ থেকে রোনালদোর প্রথম মাসিক বেতন ছিল প্রায় ৫০ ইউরোর মতো। এই অর্থ তখন তার জন্য যথেষ্ট। এতে পাঠ্যবই, এক্সারসাইজ খাতা এবং পড়াশোনার অন্যান্য খরচ ছাড়াও ভালো পোশাক-আশাক এবং দৈনন্দিন ব্যয় ভালোভাবেই মিটে যেত। কিন্তু একদিন দোলোরেস ক্লাবে ফোন করে জানান, রোনালদো সেদিন ক্যান্টিন থেকে লাঞ্চ কিনে খাননি। তার অর্থ দিয়ে চকোলেট কিনেছেন। এটা সত্যিই তার ছেলেমানুষী কাণ্ড ছিল। যদিও তিনি সে সময় কৈশোরকে ঝেড়ে ফেলে দ্রুত বড় হয়ে উঠতে চাইছিলেন। অথচ তিনি তখনো অনেক ব্যাপারে শিশুসুলভ আচরণ করতেন। বেশ কয়েক বছর পর, দক্ষিণ আফিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রাক্কালে এক সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি, আমার শিশুকালকে সত্যিকারের উপভোগ করতে পারিনি।’

যুব একাডেমির দিনগুলোয় ক্রিস্টিয়ানো প্রত্যাশা করবেন, তার সঙ্গে বয়স্কদের মতোই আচরণ করা হোক। নিজেও অনেকটা সেভাবেই চলতেন। নিজের সব কাপড়চোপড় নিজেই ওয়াসিং এবং ইস্ত্রি করতেন। আচার-আচরণের মাধ্যমে এটাই বুঝাতেন, তিনি এখানে এসেছেন ফুটবল শিখতে কোনো বাচ্চা ছেলে হিসেবে নয়। সে সময় তাকে কিছু পারিবারিক সমস্যারও মুখোমুখি হতে হয়েছিল। চৌদ্দ বছর বয়সে রোনালদো জানতে পারেন, বাবা দিনিশ একজন ক্রনিক অ্যালকোহলিক। শুধু তা-ই নয়, বড় ভাই হুগো মাদকাসক্তির প্রতি ঝুঁকেছেন। এতে তিনি মর্মাহত হলেন, কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। বড় ভাইকে লিসবনের এক রিহ্যাব ক্লিনিকে এতে ভর্তি করালেন। বেশ কিছু চিকিৎসার পর হুগো সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেন- তিনি মদ্যপই রয়ে গেলেন।

একাডেমিতে থাকার সুবাদে রোনালদোর জীবনে পরিবর্তন এল। তার উন্নতি হতে শুরু করে। শিক্ষক পনতেসের মতে এ জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তার অসাধারণ প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমকে, যা তাকে নতুন জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। তিনি হয়ে ওঠেন টিমের মধ্যমণি। সতীর্থ খেলোয়াড়রা মাঠে তাকে পাস দিতে শুরু করে, কেননা তারা বুঝে গেছে– তিনি হলেন সেরা। মাঠে সত্যিই একজন নেতা হয়ে উঠেছিলেন রোনালদো। এক পর্তুগিজ টিভি চ্যানেলে ‘প্লানেট রোনালদো’ শীর্ষক এক প্রামাণ্যচিত্র প্রচার করেছিল। তাতে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে পনতেস তুলে ধরেন একদিন ক্রিস্টিয়ানো এবং তার তিন টিমমেট লিসবনের এক গলিতে ছিনতাইকারী দলের কবলে পড়েন। তবে একমাত্র রোনালদো সেদিন ওদের দেখে পালিয়ে আসেননি, যদিও বয়সে ছিলেন সবার ছোট। মানিব্যাগে থাকা সামান্য অর্থ বাঁচাতেই তিনি ছিনতাইকারীদের সঙ্গে এমন লড়েছেন যে শেষ পর্যন্ত ওরা কোনো কিছু না নিয়েই সটকে পড়তে বাধ্য হয়।

স্পোর্টিং লিসবনের যুব একাডেমি শুধু সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড়দের মাঠের অনুশীলনের প্রতিই নয়, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের বিষয়েও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। কিন্তু রোনালদো ছিলেন ফুটবলপাগল, স্কুলে যাওয়াটা ছিল তার নিতান্তই নিয়ম রক্ষা। তিনি বিজ্ঞান পড়তে পছন্দ করতেন, কিন্তু ইংরেজির প্রতি ছিল প্রচণ্ড অনীহা। ছাত্র হিসেবেও অনেকটা অমনোযোগী। তবে ফুটবল, বন্ধুবান্ধব আর বলবয় কাজের অভিজ্ঞতার দিকে ছিল তীব্র আকর্ষণ, যা তার স্কুলের পড়াশোনা ব্যাহত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে তার সামনে পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠে, স্কুল এবং ফুটবল যে কোনো–দুটির মধ্যে একটিকেই বেছে নিতে হবে তাকে। এই অবস্থায় মায়ের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে নবম শ্রেণি থেকেই তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে। যদিও ক্লাব পরিচালকরা তরুণ খেলোয়াড়দের যে কোনো সমস্যা সমাধানে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তারা কাউন্সিলিংয়ের জন্য সাইকোলজিস্টের কাছে পাঠানোর প্রস্তাবও দিতেন। তবে সব সময় তারা কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে ছিলেন। রোনালদোও সেটা ভালো করে জানতেন এবং চেষ্টা করতেন শৃঙ্খলা মেনে চলতে। তারপরও ঘটে যেত দুই-একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল রাউন্ডে স্পোর্টিং লিসবনের ম্যাচ ছিল মেরিতিমোর বিপক্ষে। ক্রিস্টিয়ানোর নিজের শহরের ক্লাব। এই ম্যাচ উপলক্ষে তার সামনে নিজের দ্বীপে, নিজের শহরে ফিরে যাওয়া এবং সেখানকার স্টেডিয়ামে তার গোটা পরিবার ও স্কুলের বন্ধু-বান্ধবদের সামনে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার সুযোগ দেখা

দেয়। আর সেই ম্যাচে খুব ভালো খেলার আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু একাডেমিতে তিনি কী কারণে যেন বাজে আচরণ করেছিলেন। ফলে এমন শাস্তি তাকে দেওয়া হলো, যাতে মর্মাহত হয়েছিলেন। তাকে ছাড়াই ক্লাবের টিম মেদেইরায় খেলতে যায়। সেই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে রোনালদো বলেছেন, 'আমি খেলোয়াড়দের তালিকা দেখলাম, আমার নাম সেখানে নেই। পর পর চারবার তালিকা পরীক্ষা করলাম, নাম খুঁজে পেলাম না। আমি কাঁদতে শুরু করলাম এবং রেগে গিয়ে ট্রেনিং সেন্টার রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়ে এর ব্যাখ্যা চেয়েছিলাম। তবে ওই ঘটনা থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছিলাম।'

একাডেমি চাইত, খেলোয়াড়রা যেন গাইডলাইন মেনে চলে। সব সময় তাদের সঙ্গে টিমের ডাক্তার থাকতেন। ডাক্তাররা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করতেন। রোনালদোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে তারা দেখেছেন, তার দৈহিক উচ্চতা দারুণ সম্ভাবনাময়– যা ১.৮৫ মিটারে গিয়ে ঠেকবে। তবে তার ১৫ বছর বয়সে ডাক্তাররা এক গুরুতর সমস্যা খুঁজে বের করলেন। সমস্যাটা ছিল রোনালদোর হৃদপিণ্ডে। দ্য সান পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মা দোলোরেস বলেন, 'ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হলো, রোনালদোর রেস্টিং হার্ট রেট অনেক চড়া। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে কিছু পরীক্ষা করা হয়। ডাক্তাররা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। লেজারের সাহায্যে তার হৃদপিণ্ডের ড্যামেজ অংশ ঠিক করা হয়েছিল। কিছুদিন চিকিৎসা করে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করার সময়ও আমি বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলাম শেষ পর্যন্ত কী হয়, সেটা ভেবে। আমি সত্যিই আশঙ্কা করেছিলাম, ওকে বুঝি ফুটবল ছাড়তে হবে। তবে রোগকে হারিয়ে আমার ছেলে মাঠে ফিরে এলো। হার্টের সমস্যা তার খেলোয়াড়ি জীবনকে ব্যাহত করেনি। বরং দেখা গেল, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হার্ট রেট তার জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি গতিতে সে দৌড়াচ্ছে।'

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো শুধু দ্রুত দৌড়াতেই পারেন না, প্রয়োজনে তিনি অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটতেন। ষোল বছর বয়সেই তিনি একাডেমির তারকা ফুটবলার হয়ে উঠেন। স্পোর্টিং লিসবনের দীর্ঘ ইতিহাসে তিনিই একমাত্র যিনি এক মৌসুমে অনূর্ধ্ব-১৬, অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-১৮ দলের প্রথম টিম এবং দ্বিতীয় টিমে খেলেছেন। ২০০১ সালের আগস্টে তিনি পেশাদার ফুটবলের প্রথম চুক্তি করেন। চার বছরের জন্য মাসিক ২,০০০ ইউরো এবং ২০ মিলিয়ন ইউরোর সেই চুক্তি হয়। একাডেমির হোস্টেল ছেড়ে লিসবন মহানগরের কেন্দ্রস্থলের পাশেই মারকুইজ দে পমবল স্কয়ারে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলেন। সেখানে তার পরিবার এসেও বসবাস করতে থাকে। বালক ক্রিস্টিয়ানো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বাধীনতাও ভোগ করতে থাকেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন নতুন ম্যানেজার রাখবেন। ফলে লুই ভেগাকে ছেড়ে তার কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ অর্পণ করেন জর্জ মেনদেজের হাতে।

২০০১ সালের আগস্টে স্পোর্টিং লিসবনের প্রথম টিমের জন্য রোমানিয়ান বংশোদ্ভূত হাঙ্গেরির লাজলো বোলোনি নতুন ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৬ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জেতা ক্লাব স্টিউয়া বুখারেস্টের সাবেক তারকা মিডফিল্ডার ছিলেন তিনি। আট মওসুম ধরে বোলোনি ছিলেন ফরাসি ক্লাব এএস ন্যান্সির ম্যানেজার। স্বল্প সময়ের জন্য তিনি রোমানিয়া জাতীয় ফুটবল দলের কোচ ছিলেন। সেখান থেকেই স্পোর্টিংয়ের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম বছরেই তিনি লিগ এবং পর্তুগিজ কাপ শিরোপা বিজয়ের মতো সাফল্য ক্লাবকে এনে দেন। স্পোর্টিংয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পরই তার নজর পড়েছিল ক্রিস্টিয়ানো, রিকার্দো কুয়ারেসমা এবং হুগো ভিয়ানার ওপর। তবে ক্রিস্টিয়ানোকে যত দ্রুত সম্ভব প্রথম একাদশে নেওয়ার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। যদিও চিকিৎসকরা তখনো মাঠের লড়াইয়ে না নামার পরামর্শ দিচ্ছিল। তাদের মতে বড় ম্যাচের ধকল তার শরীর নিতে পারবে না। তবে কিছুটা অপেক্ষা করতে হলেও বোলোনি যোগদানের পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে মাদেইরা থেকে আসা বালকের অভিষেকের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

বিপক্ষের জালে বল পাঠাচ্ছেন রোনালদো

৫.

সতের বছর, আটমাস, দুইদিন

'তারা এখন অবধি সত্যিকারের রোনালদোকে দেখিনি, এটা মাত্র শুরু'

২০০২ সালের ১ এপ্রিল। স্পোর্টিং লিসবন একাডেমি থেকে একটি সবুজ ও সাদা রঙের বাস যাচ্ছিল আলকোচেতের দিকে। বাসের একজন যাত্রী ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এটা ছিল স্পোর্টিংয়ের প্রথম টিমে তার প্রথম দিন। রোমানিয়ান কোচ নাজলো বোলোনি ঠিক করেছেন, বি টিমের আরও তিন খেলোয়াড় রোনালদোর পাশে রাখবেন। তাঁরা হলেন কাস্তোদিও, কার্লোস মার্টিনস এবং পাইতো। বোলোনি বলেন, 'আমি আশাবাদী ছিলাম, তারা ভালো খেলবে এবং ফার্স্ট টিমে জায়গা করে নিবে। আমি চেয়েছিলাম আমার সবটা দিয়ে ওদের সাহায্য করা– যা একজন কোচের কাছে প্রত্যাশিত।' রোনালদো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি জানতাম জোয়া পিন্টো এবং জারদেলের পাশে ওকে মাঠে নামালে স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠবে। তারা যেকোনো ফুটবলারের জন্যই রোল মডেল ছিল।'

প্রথম টিমে জায়গা পাওয়ার পাঁচ দিন পর ম্যাচ ছিল সামোকুইয়েন্স দলের বিপক্ষে। এটা ছিল সেতুবাল জেলা থেকে আগত প্রথম বিভাগের টিম। প্রথম ম্যাচে রোনালদোর দল ৯-০ ব্যবধানে জয়ী হলো। পরবর্তী খেলা ছিল রিও মাটরোর বিপক্ষে। স্পোর্টিং লিসবন জয় ছিনিয়ে আনে ৫-০ গোলে। রোনালদো টপফর্মে ছিলেন এবং ম্যাচে একটি গোলও করেন। কিন্তু বোলোনি তাকে হিসাব করে মাঠে নামাতেন। উঠতি খেলোয়াড় হিসেবে রোনালদো চাইতেন ফ্রন্টে খেলতে। কিন্তু ম্যানেজার তাকে লেফট উইং পজিশনে নামাতেন। যেহেতু তার গতিকে ওই পজিশনে বেশ কাজে লাগাতে পারতেন। এটাই তার জন্য ভালো ছিল। কেননা তখন পর্যন্ত বিপক্ষের মিডফিল্ডারদের টেক্কা দেওয়ার মতো দৈহিক সক্ষমতা তার ছিল না। এতে রোনালদো হতাশ হননি। তিনি খেলতে পছন্দ করতেন। তার ছিল দুর্দান্ত গতি, দারুণভাবে বল নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন এবং সহজেই তার মার্কারদের বেকায়দায় ফেলতে সক্ষম ছিলেন।

সে বছরের ১৪ জুলাই। স্পোর্টিং লিসবনের ২০০২-০৩ মওসুমের ম্যাচ ছিল জোসে আলভালাদে স্টেডিয়ামে ক্লাবের মাঠ ভরা সমর্থক আর কর্মকর্তাদের সামনে। প্রতিপক্ষ হলো ফরাসি লিগের চ্যাম্পিয়ান দল অলিম্পিক লিওনেস। খেলাটি ১-১ গোলে ড্র হয়। তবে দর্শকেরা সেদিন সুযোগ পেয়েছিল যুব একাডেমির ভান্ডার থেকে বেরিয়ে আসা রত্নটি দেখার। তার সম্পর্কে পত্রিকার রিপোর্টে বলা হলো, 'ছেলেটি খেলা সত্যিই দেখার মতো। তিনি জানেন, কী করে তার প্রতিপক্ষকে হারাতে হয়। ড্রিবলিং করতে জানেন, গোলের গন্ধ পাওয়ার মতো নাকও আছে।' যে মাঠে ক্রিস্টিয়ানো কিছুদিন আগেও বলবয় হিসেবে কাজ করতেন, সেই মাঠে প্রথমবারের মতো খেলতে নেমে গোলও করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, রেফারি তা অন্যায়ভাবে নাকচ করে দেন। সপ্তাহ না পেরুতেই আরেক ফরাসি ক্লাব প্যারিস সেন্ট-জারমেইনের বিপক্ষে খেলতে নামেন রোনালদো। ২-২ গোলে শেষ হওয়া সেই ম্যাচে রোনালদো ছিলেন এক বিস্ময়। ম্যাচ শেষে সবাই তার খেলার তারিফ করতে থাকে। সেই রাতটি ছিল উঠতি মেদাইরিয়ান খেলোয়াড়ের জন্য সবচেয়ে সুখের। যদিও ক্লাব সমর্থকদের প্রকৃত রোনালদোকে দেখতে পাওয়া বাকি ছিল। রোনালদোও তখন বলেছেন, এটা সবে শুরু। লেফট উইং পজিশনে চমৎকার খেলা দেখিয়েছেন তিনি। যেভাবে প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যূহ তছনছ এবং গোলে তিনটি শট নিয়েছিলেন, তাতে দর্শকরা বলাবলি শুরু করে দেয় রোনালদো মাঠের নতুন সিংহ। যদিও টিম ম্যানেজার তার প্রতি অতটা দরাজ ছিলেন না। তার যুক্তি ছিল, রোনালদো দুর্দান্ত স্কিল সম্পন্ন এক তরুণ খেলোয়াড়। তবে এখনো পুরো মাত্রার খেলোয়াড় হয়ে ওঠেনি। তাই তিনি তাকে দিয়ে পনের থেকে ২০ মিনিটের জন্য মাঠে রাখার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। ২৭ জুন বেনফিকা এবং ১ আগস্ট পোন্তেভেদ্রার বিপক্ষে সেভাবেই রোনালদোকে মাঠে নামানো হয়। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে তিনি তার জাত চিনাতে ঠিকই সক্ষম হন। ৩ আগস্ট ছিল স্পোর্টিং লিসবনের মতোই সবুজ-সাদা জার্সিধারী আরেক টিম সেভিলের রিয়াল বেতিসের সঙ্গে খেলা। সেই ম্যাচের ৭৭ মিনিটের মাথায় ম্যানেজার লাজলো বোলোনি মাঠে চারজন বদলি খেলোয়াড় নামান। বারবোসার জায়গায় ড্যানি, লুই ফিলিপাক কুয়ারেশমার জায়গায়, নিকোলাসের জায়গায় দিয়োগো এবং রুই বেন্টোর বিকল্প হিসেবে নামেন ২৮ নম্বর জার্সি গায়ে 'রোনালদো ক্রিস্টিয়ানো'। সে সময় স্পোর্টিং লিবসন ২-১ গোলে খেলায় এগিয়ে ছিল। তাদের পক্ষে ২৭ মিনিটে কুয়ারেশমো গোল করে গোল করে এগিয়ে নেন, মাত্র তিন মিনিট পরই বিপক্ষের খেলোয়াড় আলফানসো সমতা ফিরিয়ে আনেন। (চলবে)

চোকার্স নয়, এখন তারা বিশ্বসেরা

আনওয়ার আহমেদ মুন

আইসিসি আসরে নক-আউট পর্যায়ে ১৫বার পরাজয় বরণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর মধ্যে রয়েছে ২টি কোয়ার্টার ফাইনাল, ১২টি সেমি ফাইনাল ও একটি ফাইনাল। ফলে চোকার্স অপবাদটা একেবারে পাকাপোক্তভাবে লেপ্টে নিয়েছিল প্রোটিয়ারা। নিজ দেশের ইতিহাসে একমাত্র সাফল্য ছিল ১৯৯৮ সালে আইসিসি নকআউট ট্রফি বা 'উইলস ইন্টারন্যাশনাল কাপ' (বর্তমান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি)। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেই আসরে হ্যান্সি ক্রনিয়ের নেতৃত্বে শিরোপা জিতেছিল প্রোটিয়ারা।

২৭ বছরের খরা কাটিয়ে টেম্বা বাভুমার হাত ধরে অবশেষে স্বপ্নপূরণ হলো দক্ষিণ আফ্রিকার। তারও আবার যেন তেন কোনো ইভেন্টে নয়, ক্রিকেটের সবচেয়ে কুলীন সংস্করণে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

লর্ডসের ঐতিহাসিক মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে টেস্টের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইতিহাসের পাতায় এবার তাদের নাম উঠে গেল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। শেষ পর্যন্ত 'চোকার্স' তকমা ঘোচাতে পেরেছে প্রোটিয়ারা।

ঘুরে দাঁড়ানোর দারুণ এক গল্প লিখেই টেস্টে বিশ্বসেরা হলো দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার আর চাপের মুহূর্তে ভেঙে পড়েনি প্রোটিয়ারা। তবে একটা ভয় ঠিকই তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ২১২ রানে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরও সুবিধা করতে পারছিল না তারা। জবাব দিতে নেমে টেম্বা বাভুমার দল অলআউট মাত্র ১৩৮ রানে! বিদেশের মাটিতে জয় পাওয়া ম্যাচে এটি প্রথম ইনিংসে তাদের সর্বনিম্ন সংগ্রহ। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া তোলে ২০৭ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৮২ রান। প্রথম ইনিংসে দেড়শর আগেই গুটিয়ে যাওয়া দলটার জন্য লক্ষ্যটা পাহাড়সমই বলা চলে! এইডেন মার্করাম চ্যালেঞ্জিং এই রান তাড়ায় নেতৃত্ব দেন। ব্যাটিং-বীরত্বে তুলে নেন সেঞ্চুরি। তাকে যোগ্য সঙ্গই দিয়েছিলেন অধিনায়ক বাভুমা। তৃতীয় উইকেটে এই যুগলের ১৪৭ রানের জুটিই ফাইনাল থেকে ছিটকে দেয় অস্ট্রেলিয়াকে। জয়ের জন্য চতুর্থ দিন ৬৯ রান দরকার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। হাতে অক্ষত ছিল ৮ উইকেট। ৫ উইকেট হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় প্রোটিয়ারা। চাপের মুখে ভেঙে পড়া দলটিই এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এটি ছিল তৃতীয় আসর। তিন আসরে তিনটি আলাদা চ্যাম্পিয়ন পেল ক্রিকেট বিশ্ব। ২০১৯-২১ মৌসুমে প্রথম আসরের শিরোপা উঠেছিল নিউজিল্যান্ডের হাতে। ফাইনালে তারা হারায় ভারতকে। পরের মৌসুমেও পরাজিত দলটির নাম ভারত। ওই আসরে রোহিত-কোহলিদের কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার কামিন্স-স্টার্ক-স্মিথদের কাঁদিয়ে উৎসবে মেতে উঠল বাভুমার দক্ষিণ আফ্রিকা।

বাভুমার বিশ্বরেকর্ড

অধিনায়ক হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ঐতিহাসিক জয়ের সঙ্গে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছেন টেম্বা বাভুমা। শুধু অধিনায়কত্ব নয়, ফাইনালে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট নিয়ে যেভাবে ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলেছেন টেম্বা বাভুমা তা সত্যিই প্রশংসনীয়। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে ১০টি টেস্ট টানা অপরাজিত থেকে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করলেন বাভুমা। তার অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা মোট ১০টি টেস্ট খেলেছে, যার মধ্যে ৯টি জয় ও ১টি ড্র। কোনো হারের মুখ দেখেনি দল।

বিগত ১০৪ বছরে বিশ্বের একমাত্র অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে নিজের প্রথম ১০ ম্যাচেই অপরাজিত থাকলেন এই প্রোটিয়া তারকা। ১০ টেস্টে অপরাজেয় থাকার এই রেকর্ড এর আগে দেখা গিয়েছিল ১৯২০-২১ সালে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং ৮ জয় ও ২ টেস্টে ড্র করেছিলেন। এ ছাড়া প্রায় একই সময়ে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক পার্সি চাপম্যান প্রথম ১০ টেস্টে বাভুমার সমান ৯ জয় পেলেও হার দেখেছেন একটিতে।

পার্সি চ্যাপম্যানের পর বাভুমা টেস্ট ক্রিকেটে নয়টি জয় অর্জনকারী দ্বিতীয় দ্রুততম অধিনায়ক হয়েছেন। তবে ১০ টেস্টে ৯ জয়ের সঙ্গে অপরাজেয় থাকার রেকর্ডটি একমাত্র বাভুমার দখলেই আছে। পাশাপাশি তিনি ইতিহাসের দ্বিতীয় অধিনায়ক যিনি ১০টি ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার পরও রয়েছেন অপরাজিত।

ফাইনালের সেরা মার্করাম

আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ছুঁড়ে দেওয়া লক্ষ্যকে অসম্ভব বলে মনে করছিল, তখন সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন এইডেন মার্করাম। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে লর্ডসে প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হলেও পরের ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন মার্করাম। শেষ পর্যন্ত থেমেছিলেন ১৩৬ রানে। সেটাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি অসাধারণ ইনিংস উপহার দিয়ে দলকে প্রথমবারের মতো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা এনে দেন দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার এইডেন মার্করাম। দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি করে হয়ে যান ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে এই প্রথম কোনো ব্যাটার চতুর্থ ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি লর্ডসে চতুর্থ ইনিংসে সেঞ্চুরি করা চতুর্থ দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটার হয়ে ওঠেন। মার্করামই আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে সেঞ্চুরি করা প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটার।

ব্যাটে-বলে সেরা সাতেও নেই প্রোটিয়ারা

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু ব্যাট-বলে সেরার লড়াইয়ে তারা ছিল অনেকটাই পিছিয়ে। দলীয় পারফর্মে বিশ্বসেরা হলেও ব্যাট হাতে সেরার তালিকায় প্রোটিয়াদের খুঁজে পাওয়া ভার। সর্বোচ্চ রান তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে খুঁজে পাওয়া গেছে ২৯ ও ৩০ নম্বরে। ৭১১ রান সংগ্রহ করেছেন তালিকার ২৯ নম্বরে রয়েছেন আফ্রিকান অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ও ৩০ নম্বরে রয়েছেন আফ্রিকান ব্যাটার ডেভিড বেডিংহাম। যেখানে এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বোচ্চ ১৯৬৮ রান এসেছে ইংলিশ ব্যাটার জো রুটের ব্যাট থেকে।

তবে বল হাতে কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন প্রোটিয়ার বোলাররা। সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় সেরা ৮ এ রয়েছেন প্রোটিয়া বোলার কাগিসো রাবাদা। তাঁর উইকেট শিকারের সংখ্যা ৫৬টি। যেখানে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বোলার প্যাট কামিন্স। তিনি ৮০ উইকেট শিকার করেন।

ভারতের প্রো-কাবাডি লিগে বাংলাদেশের শাহান

ওমর ফারুক রুবেল

বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি। কিন্তু ধীরে ধীরে এই খেলাটিতে জনপ্রিয়তা কমছে। এক সময় এশিয়ান গেমসে নিয়মিত পদকজয়ী বাংলাদেশকে আজ খালি হাতে ফিরতে হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে গ্রহনযোগ্যতা হারাচ্ছে লাল সবুজের কাবাডি। জাতীয় খেলা হলেও বিশ্বজুড়ে গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে বাংলাদেশ। একই দশা ভারতের পেশাদার কাবাডি লিগ প্রো-কাবাডিতেও (পিকেএল)। আগে তিন থেকে চারজন করে বাংলাদেশি এই লিগে অংশ নিলেও এখন তা দাঁড়িয়েছে একজনে। গত দুই আসরের মতো প্রো-কাবাডি লিগের ১২তম আসরেও বাংলাদেশ থেকে অংশ নিচ্ছেন মাত্র একজন খেলোয়াড়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দেশসেরা অন্যতম রেইডার শাহ মোহাম্মদ শাহান।

১০ জন থেকে ১জন

গত ২১ মে কাবাডি ফেডারেশন থেকে ১০ জনের নাম পাঠানো হয়েছিল প্রো-কাবাডির নিলামে। এরা হলেন- মিজানুর রহমান, লিটন আলী, আরিফ রাব্বানী, রাসেল হাসান, রাজীব আহমেদ, রোমান হোসেন, দীপায়ন গোলদার, মনিরুল চৌধুরী, আল আমিন এবং শাহ মোহাম্মদ শাহান। ফেডারেশন থেকে বলা হয়, এটাই প্রো-কাবাডিতে পাঠানো বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের নামের তালিকার রেকর্ড। একে মাইলফলক ও বড় অর্জনও বলা হয়েছিল। ফেডারেশন থেকে আরও বলা হয়েছিল, এই ১০ জনের মধ্যে মিজানুর, লিটন ও আরিফ সাম্প্রতিক ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক আসরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে দলগুলোর বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিক্রি হলেন মাত্র একজন।

সর্বাধিক ইরান, সর্বনিম্ন বাংলাদেশ

প্রো-কাবাডি লিগের নিলামে খেলোয়াড় চাহিদার দিক থেকে স্বাগতিক ভারতের পর সর্বাধিক খেলোয়াড় বিক্রি হয়েছে ইরানের। ভারতের ২১৬ জন অংশ নিচ্ছে এবারের প্রো-কাবাডি লিগে। এরপর ১৯ জন ইরানের, নেপাল ও দক্ষিণ কোরিয়ার দুইজন করে এবং সর্বনিম্ন একজন অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশের। আগে তিন থেকে চারজন করে খেললেও গত দুই বছর বাংলাদেশের একজন করে খেলেছেন প্রো-কাবাডিতে। এবারও তাই। অথচ গত আসরে নেপাল জাতীয় কাবাডি দলের অধিনায়ক ঘনশ্যাম রোকা মাগার একা খেললেও এবার দুইজন সুযোগ পেয়েছেন ১২তম আসরে। ঘনশ্যাম খেলবেন হরিয়ানা স্টিলার্সে এবং তেলেগু টাইটান্সে বিক্রি হয়েছেন গণেশ পার্কি।

শাহ মোহাম্মদ শাহানের চমক

২০১৬ সাল থেকে কাবাডিতে পথচলা শাহান চমকে দিয়েছেন এবারের প্রো-কাবাডি লিগে বিক্রি হয়ে। ১০ জনের নাম পাঠানো হলেও নিলামে কেবল বিক্রি হয়েছেন শাহ মোহাম্মদ শাহান। প্রো-কাবাডির বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দল হরিয়ানা স্টিলার্স ১৩ লাখ ভারতীয় রুপিতে কিনেছে মৌলভীবাজারে জন্ম নেওয়া এই খেলোয়াড়কে।

শাহান শাহ

প্রো-কাবাডির দলগুলো

২০১৪ সালে শুরু হওয়া প্রো-কাবাডির ১২তম আসর বসছে এবার। এগুলো হলো- হরিয়ানা স্টিলার্স, বেঙ্গল ওয়ারিয়র্জ, বেঙ্গালুরু বুলস, দাবাং দিল্লি কেসি, গুজরাট জায়ান্ট, জয়পুর পিংক প্যান্থার্স, পাটনা পাইরেটস, পুনেরি পল্টন, তামিল থলাইভাস, তেলেগু টাইটান্স, ইউ মুম্বা এবং ইউপি যোদ্ধাস।

ভারতীয় প্রো-কাবাডি লিগে খেলা বাংলাদেশিরা

২০১৪ সাল থেকে ভারতে শুরু হয়েছে প্রো-কাবাডি লিগের খেলা। প্রথম আসর থেকেই খেলে আসছেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা।

প্রো-কাবাডির কোন আসরে কে বিক্রি হয়েছিলেন

২০১৪- জিয়াউর রহমান (বড়) ও আরদুজ্জামান মুন্সি।

২০১৫- কেউ বিক্রি হননি।

২০১৬- তুহিন তরফদার, আরদু মুন্সি ও জাকির হোসেন

২০১৭ -মাসুদ করিম, জিয়াউর রহমান (ছোট), জাকির ও সোলেমান কবির।

২০১৮- মাসুদ করিম, সাজিদ, জিয়াউর রহমান (ছোট) জাকির হোসেন। কিন্তু ইনজুরির কারণে জাকির হোসেন খেলতে পারেনি।

২০১৯- করোনার জন্য স্থগিত।

২০২০- করোনার জন্য স্থগিত।

২০২১- তিনজন বিক্রি হয়েছিলেন। কিন্তু ইনজুরির কারণে মাসুদ করিম ও চাকুরিজনিত সমস্যায় ছোট জিয়াউর রহমান এবং বাহিনী থেকে ছাড়পত্র না পাওয়ায় ওই আসরে খেলতে পারেননি তুহিন তরফদারও।

২০২২- লিটন আলী. আরিফ রব্বানী খেলেছেন।

২০২৩- লিটন আলী খেলেছেন।

২০২৪- মিজানুর রহমান খেলেছেন।

২০২৫- শাহ মোহাম্মদ শাহান খেলেছেন।

এখন জনতা ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীম

আরো সহজ শর্তে ও বেশি মুনাফায়

মাসিক কিস্তির পরিমান	মেয়াদ পূর্তিতে এককালীন প্রদেয় ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী	১০ (দশ) বছর মেয়াদী
৫০০	৩৮,৬১৪	১,০০,৮০৪
১,০০০	৭৭,২২৯	২,০১,৬০৮
২,০০০	১,৫৪,৪৫৯	৪,০৩,২১৬
৫,০০০	৩,৮৬,১৪৭	১০,০৮,০৪২
১০,০০০	৭,৭২,২৯৫	২০,১৬,০৮৪
১৫,০০০	১১,৫৮,৪৪২	৩০,২৪,১২৬
২০,০০০	১৫,৪৪,৫৯০	৪০,৩২,১৬৮
২৫,০০০	১৯,৩০,৭৩৭	৫০,৪০,২১০

এই হিসাবের সুবিধাসমূহ

- মাসের যেকোনো তারিখে হিসাব খোলা এবং কিস্তি জমা দেয়া যায়।
- মুনাফার হার ১০% চক্রবৃদ্ধি হারে।
- অনলাইন এবং eJanata এ্যাপ্সের মাধ্যমে কোন চার্জ ছাড়া টাকা জমা দেয়া যায়।
- হিসাবধারী মারা গেলে নমিনী হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।
- আবগারী শুল্ক এবং আয়কর বাদে অন্য কোনো সার্ভিস চার্জ নেই।
- হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা আছে।
- পিতা/মাতার পরিচালনায় নাবালকের নামে হিসাব খোলা যায়।

এই স্কীমটি খুলতে আপনার নিকটস্থ জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় আজই যোগাযোগ করুন

জনতা ব্যাংক পিএলসি.

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

www.jb.com.bd

minister
LED TV AC REFRIGERATOR
১২
বছর গ্যারান্টি
75% UPTO
ENERGY SAVING
Dual Smart
INVERTER
Technology
Minister Refrigerator Features:
R600a GAS
Energy saver
Eco friendly
75% Energy saver
Built in voltage stabilizer
Real Tempered Glass Door
Minister Air Conditioner Features:
Dual Smart INVERTER Technology
USED JAPAN BRAND COMPRESSOR
100%
Fast Cooling System
(Cold in 1 Minute)
Anti Bacterial Filter
Minister LED & Smart TV Features:
10 YEARS WARRANTY
Eye Protective
4K ULTRA HD
DOLBY DIGITAL
Voice Control
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh

শোরুম সমূহ: আশুলিয়া শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৩, ২৭ বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৮১, ৬০বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩২, বিজয় স্মরণী শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৪,বগুড়া-০১ শোরুম:০১৭১৩৩৫৩৪৫২,বগুড়া-০২ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫৩, ভৈরব শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫০, বিরামপুর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫১, চট্টগ্রাম-০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫৪, সিলেট শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৮,কক্সবাজার শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫৮, চুয়াডাঙ্গা শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫৬, রংপুর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫৯, সি এস ডি শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৫, ধোলাইপাড় শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৬, গোবিন্দগঞ্জ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬০, জয়পুরহাট শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬২, ঝিনাইদহ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬১, যশোর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৮০, খুলনা-০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৩, খুলনা-০২ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৪, খুলনা-০৩ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৫, লালবাগ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৮, ময়মনসিংহ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৮, মিরপুর- ০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৯, মালিবাগ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৪৩, মাদারীপুর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৬, নাটোর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭০, নঁওগা শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৯, নোয়াপাড়া শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭১, নরসিংদী শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭২, পান্থপথ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৪২, পাবনা শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৩, রাজশাহী-০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৪, রাজশাহী-০২ শোরুম:০১৭১৩৩৫৩৪৭৫, টাঙ্গাইল শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৯, সৈয়দপুর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৭,সাভার শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৪৪, সিরাজগঞ্জ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৬, উত্তরা-০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৪৮। এছাড়া অনুমোদিত ডিলারগনের নিকট পাওয়া যাবে।

09639 023 023 | 01713 353 431 www.electrabd.com /electrainternational